মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের অভ্যাস মানব সভ্যতার আদিম কাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মিতব্যয়িতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসেবে দেখতেন। বুঝে খরচ কখনই কিপ্টেমি হতে পারে না বলে সংগীতশিল্পী ম্যাডোনা দাবি করেছেন। তবুও এটি কৃপণতারই আরেক রূপ বলেও অনেকে মনে করেন।
মিতব্যয়ী

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

কতদিন ভারতে, জানেন হাসিনাই

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতদিন ভারতে থাকবেন, সেই সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। শনিবার কার্যত তা স্পষ্ট করে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ১১

বাতিল ৫০০ বিমান

পাঁচদিন ধরে ইন্ডিগো বিমান পরিষেবায় যে অচলাবস্থা চলছে, তাতে সারা দেশে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার বিমানযাত্রী। শনিবারও ৫০০-র বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৫°
সর্বনিম্ন	১২°	১৩°	১২°	১১°

আজ ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ ব্রিগেডে

রবিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'সনাতন সংস্কৃতি'র উদ্যোগে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে সমবেত গীতা পাঠের এত বড় আয়োজন এই প্রথম। ৫

২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 7 December 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 198

৬ ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনই আরেক বাবরি মসজিদের জন্য ইট এল রেজিনগরে। শনিবার।

বাবরি কার্ডেই 'ধর্ম-যুদ্ধ'

হুমায়ুনের কীর্তিতে ভোটব্যাংকে ভয় তৃণমূলের

পরাগ মজুমদার

রেজিনগর, ৬ ডিসেম্বর : বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে মুর্শিদাবাদের রেজিনগরের দৃশ্যপট পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিল। জাতীয় সড়ক কার্যত স্তব্ধ, হাজার হাজার মানুষের ভিড় এবং সেই ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের হুংকার, 'আজ আর কোনও রাখঢাক রইল না।' বাবরি মসজিদের নামাঙ্কিত স্মারক বা মসজিদের শিলান্যাস করে তিনি কেবল একটি ধর্মীয় ইমারত গড়লেন না বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিসিপ্লিনারি লাইনে'র তোয়াক্কা না করে এক সমান্তরাল রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন।

জনসমর্থন বনাম দলীয় অনুশাসন

এদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে যে জনসমাগম হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবে। হুমায়ুন কবীর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলের শোকজ বা সাসপেনশন তাঁর কাছে কাগজের টুকরো মাত্র। তাঁর দাবি, 'টাকা স্রোতের মতো আসছে। ১০০ টাকা থেকে শুরু করে লাখ টাকার অনুদান- মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিচ্ছে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, এই 'ক্রাউড ফান্ডিং'-এর কথা বলে তিনি আসলে বোঝাতে চাইলেন, তিনি সরাসরি জনতার আবেগকে পুঁজি করেছেন।

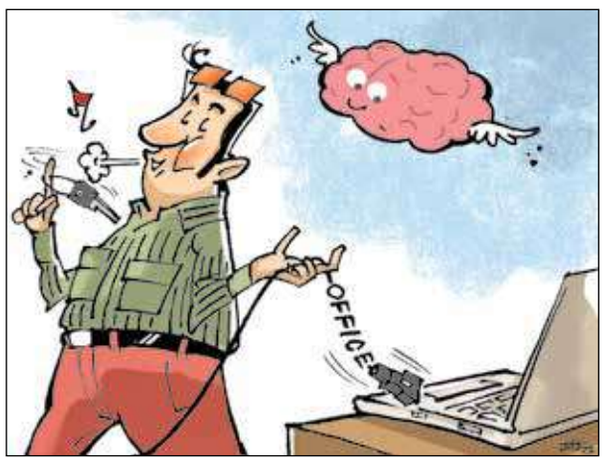

মমতা-অভিষেককে সরাসরি চ্যালেঞ্জ

অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে হুমায়ুন কবীরের আক্রমণ ছিল তীক্ষ্ণ এবং ব্যক্তিগত। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি হাজার হাজার পুজো উদ্বোধনে যেতে পারেন, তবে আমি মসজিদের নাম নিলে কেন সাম্প্রদায়িক তকমা পাব?' নাম না করে ফিরহাদ হাকিম বা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের দিকে ইঙ্গিত করে হুমায়ুনের প্রশ্ন, এরপর বারোর পাতায়

সরি বস, পরে কথা হবে...

ব্যক্তিগত সময়ে অফিসের ফোন আটকাতে লোকসভায় বিল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : সপ্তাহান্তের ছুটির দুপুরে হয়তো আয়েশ করে মাংসভাত মেখেছেন কিংবা ক্লান্ত দিনের শেষে পরিবারের সঙ্গে একটু গল্প করতে বসেছেন, ঠিক তখনই বেজে উঠল মোবাইল। স্ক্রিনে ভেসে উঠল বসের নাম! বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মেজাজটাই গেল বিগড়ে। অফিস আওয়ার্সের বাইরেও ল্যাপটপ খুলে বসার এই অলিখিত নিয়ম আজ কর্পোরেট ভারতের 'নিউ নর্মাল'। কিন্তু এই চেনা ছবিটাই কি এবার বদলাতে চলেছে? শুক্রবার লোকসভায় পেশ হওয়া একটি বিল অন্তত সেই আশার আলো দেখাচ্ছে দেশের কোটি কোটি কর্মজীবীকে।

এনসিপি (এসপি) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে লোকসভায় পেশ করলেন 'রাইট টু ডিসকানেক্ট বিল, ২০২৫'। এই বিলের মূল কথাটি যেমন সহজ, তেমন বৈপ্লবিক। অফিস শেষের পর বসের ফোন বা ই-মেলের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন না কর্মীরা এবং সবচেয়ে বড় কথা, ফোন না ধরলে বা ই-মেলের রিপ্লাই না দিলে, কোম্পানি কর্মীর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

বিলে ঠিক কী বলা হয়েছে? এটি একটি 'প্রাইভেট মেম্বার বিল'। এতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে একটি 'এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অথরিটি' বা কর্মী কল্যাণ পর্ষদ গঠনের, যা নিশ্চিত করবে কর্মীরা যেন অফিস সময়ের বাইরে এবং ছুটির দিনে অফিশিয়াল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন। ডিজিটাল যুগে সারাক্ষণ 'অন' থাকার মানসিক চাপ বা 'ডিজিটাল বার্নআউট' থেকে মুক্তি দেওয়াই এই বিলের লক্ষ্য। সুপ্রিয়া সুলে আগেও ২০১৯ সালে এমন একটি বিল আনার চেষ্টা করেছিলেন। ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি যখন সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের পক্ষে সওয়াল করে বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন, তখন এই বিল যেন মুদ্রার ঠিক উলটো পিঠটা সামনে আনল।

ভাবছেন এ শুধু দিবাস্বপ্ন? কিন্তু ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়াম বা এরপর বারোর পাতায়

যশস্বী ভারত

সেঞ্চুরির লাফ যশস্বী জয়সওয়ালের। ভাইজ্যাগে শনিবার।

যশবল, রোকো স্পেশালে সিরিজ জয়

দক্ষিণ আফ্রিকা-২৭০
ভারত-২৭১/১
(৩৯.৫ ওভারে)
(ভারত জিতল ৯ উইকেটে, সিরিজ জয় করল ২-১ ব্যবধানে)

ভাইজ্যাগ, ৬ ডিসেম্বর : বন্দরনগরীতে বৈতরণি পার।

নির্ণায়ক দ্বৈরথে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিয়ে সিরিজ জিতল ভারত। মঞ্চ বেঁধে দিয়েছিলেন কুলদীপ যাদব-প্রসিধ কৃষ্ণা। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যশস্বী জয়সওয়ালের 'যশবল', রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি স্পেশাল। প্রোটিয়া ব্রিগেডের কাছে যার কোনও জবাব ছিল না।

ত্রয়ীর দাপুটে ব্যাটিংয়ে ছোট দেখাল ২৭১ রানের জয়লক্ষ্যও। যশস্বীর অপরাজিত ১১৬, রোহিতের ৭৫ ও বিরাটের অপরাজিত ৬৫। দুরন্ত তিন ইনিংসের কাঁধে চড়ে ৯ উইকেটের বিশাল জয়। ৬১ বল হাতে রেখে ম্যাচে ইতি টেনে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলা।

১৫৫ রানের ওপেনিং জুটিতে জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেন রোহিত-যশস্বী। এরপর বারোর পাতায়

ত্রাণশিবিরে ঘুগনির বিল ৭০ হাজার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণশিবিরে ঘুগনি খাওয়ানোর জন্য মৌখিক বরাত দেওয়া হয়েছিল। আর তিনদিন ধরে ঘুগনি খাওয়ানোর বিল হয়েছে ৭০ হাজার টাকারও বেশি। আবার সেই বিলের টাকা না পেয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন দক্ষিণ ঝাড় আলতার ঘুগনি বিক্রেতা সুরুচি রায়। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ঘুগনি খাওয়ানোর জন্য মৌখিক বরাত দেওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। এমন ঘটনায় প্রশাসনের কর্তারা তো বটেই, গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্লাবনে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া ক্ষতিগ্রস্তরাও হতবাক।

৫ অক্টোবরের বিপর্যয়ের পর গধেয়ারকুঠির বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কেউ হোগলাপাতা এলাকায় রেললাইনের উঁচু জায়গায়, কেউ গধেয়ারকুঠি হাইস্কুলে, আবার কেউ বেতগাড়া কলোনি প্রাইমারি স্কুলের ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেন। সেখানেই জরুরি অবস্থায় খাবার পৌঁছানোর নির্দেশ এসেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে। তবে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের দাবি, মৌখিক নির্দেশিকা শুধু ঘুগনির ক্ষেত্রেই নয়, আরও বেশকিছু কাজ জরুরি অবস্থায় মৌখিক নির্দেশের ভিত্তিতেই সম্পন্ন করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের টাকা খরচ করা হয়েছে। কিছু বিল ব্লক প্রশাসনের কাছে পাঠিয়ে বকেয়া মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ব্লক প্রশাসনের নির্দেশ পেয়ে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবকে সঙ্গে নিয়ে প্রধান বিজয় রায় প্রথমেই ঘুগনি ও মুড়ি ত্রাণশিবিরগুলোতে পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। দক্ষিণ ঝাড় আলতা গ্রামের ছোট ব্যবসায়ী সুরুচি রায় ঘুগনি রান্না করে দেওয়ার মৌখিক বরাত পান। তিনদিন ধরে ত্রাণশিবিরে আশ্রিতদের ঘুগনি খাইয়ে তাঁর বিল হয়েছে ৭০ হাজার ৯০০ টাকা। ওই বিল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বন্যার পর দুই মাস পেরিয়ে গেলেও সুরুচি টাকা পাননি। এরপর বারোর পাতায়

প্রশ্ন যেখানে

- গধেয়ারকুঠির ত্রাণ শিবিরে ৩ দিন ধরে ঘুগনি খাওয়ানোর বরাত দেয় গ্রাম পঞ্চায়েত
- প্রায় ২৫০ পরিবারকে ঘুগনি খাওয়ান ঝাড় আলতার সুরুচি রায়
- ২ মাস পরেও তিনি বিলের টাকা পাননি
- বিলের অঙ্ক নিয়ে ব্লক ও মহকুমা প্রশাসনের কর্তাদের প্রশ্ন
- পঞ্চায়েতের কাছে বিলের ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব

সাংসদের পোস্টে তীব্র সমালোচনা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির জন্য দ্রুত লোকসভায় প্রাইভেট মেম্বার বিল আনার দাবি তুললেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। সাংসদ সেই ভিডিও পোস্ট করার পরই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সাংসদের পেজে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, ভোট এলেই ললিপপ দেখান কেন?

লোকসভা অধিবেশনে এই বিল উত্থাপনের ভিডিও সমাজমাধ্যমে নিজের পেজে শুক্রবার রাতেই পোস্ট করেন সাংসদ। সেই পোস্ট দেখেই রাজবংশী ও কামতাপুরি সমাজের মধ্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে। সাংসদের পোস্ট নিয়ে অনেকে শুধু বিরূপ প্রতিক্রিয়াই জানাননি, বিজেপিকে হুঁশিয়ারি পর্যন্ত দিয়েছেন।

আরকে বর্মন নামে একজন লিখেছেন, 'লোকজন খেপে রয়েছেন। নারায়ণী সেনা রেজিমেন্ট গঠনের আশ্বাস পূরণ হয়নি। তারপর অষ্টম তফশিলে ভাষার অন্তর্ভুক্ত করার বিল। এইবার যদি না করেন, তাহলে ভোটের আগে বুঝতে পারবেন।' হরিকৃষ্ণ বর্মন নামে একজন লিখেছেন, 'আর কতদিন টালবাহানা করে রাখবেন। সময় কিন্তু শেষ।' অসীম রায় নামে আর একজন লিখেছেন, 'ভোটের আগে এইসব নাটক বন্ধ করুন।' রবিচাঁদ বর্মন নামে আর একজনের তির্যক মন্তব্য, 'এইভাবেই দিনের শেষে ললিপপ জুটবে।'

সঞ্জয় রায় নামে একজন লিখেছেন, 'অনেককিছুই আশা দেখিয়েছেন। অথচ উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের একটি দাবিও পূরণ করেনি কেন্দ্রের সরকার।' বিজয় রায় নামে একজনের মন্তব্য লিখেছেন, 'ভোট এলেই রাজবংশীদের নিয়ে ভাষণ শুরু করে দেন।' মানবেশ রায় লিখেছেন, 'নারায়ণী রেজিমেন্ট গঠন, ভূমিপুত্রদের চাকুরিতে সংরক্ষণ, পঞ্চানন বর্মার নামে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বীর চিলারায়ের নামে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আজও গঠন করলেন না।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে রাজবংশী তাসকে হাতিয়ার করা বিজেপির চেনা ছক। ২০১৯-এর লোকসভায় বিজেপি উত্তরবঙ্গে আটটির মধ্যে সাতটি আসনে তাদের জয়ের পিছনে এই ছক অনেকটা কাজ করেছিল। তাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও সেই একই কার্ড খেলার চেষ্টা করেছেন জয়ন্ত। তবে, পরিস্থিতি যে এবার ততটা অনুকূল নয়, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে সাংসদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজ দেখলেই। অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকার তথা এরপর বারোর পাতায়

বেহাত জমি উদ্ধারে উদ্যোগ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : বেহাত হয়ে যাওয়া রাধিকা লাইব্রেরির জমি উদ্ধারে প্রশাসন অবশেষে নড়েচড়ে বসল। কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না সে বিষয়ে ১৫ দিনের মধ্যে জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক তমজিৎ চক্রবর্তী জবাব চেয়েছেন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চ খুশি। মহকুমা শাসক বলেন, 'আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। দুজনকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশের জবাব পাওয়ার পরেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত রাধিকা লাইব্রেরির মোট ১৬ ডেসিমাল জায়গার মধ্যে ৪ ডেসিমাল জায়গার কোনও খোঁজ মিলছিল না। শতাব্দীপ্রাচীন এই লাইব্রেরির জমি পুনরুদ্ধারের দাবি জানিয়ে 'রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চ' নামে অরাজনৈতিক সংগঠনের তরফ থেকে আন্দোলন শুরু হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। ময়নাগুড়ি পুরসভা এবং ময়নাগুড়ি ভূমি ও রাজস্ব দপ্তরের কাছ থেকে রাধিকা লাইব্রেরির জমি সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠান জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসক। দুটি রিপোর্টেই রাধিকা লাইব্রেরির জমি বেহাত হবার কথা উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্যে কিছু ময়নাগুড়ির বাসিন্দা দীপ্তেন্দ্র নন্দীর (বুম্বা) দখলে এবং কিছু পরিমাণ জমি 'জনতা মেশিনারিস'-এর দখলে আছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে বেশ কয়েক দফায় দুই ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠানো হয়। এর মধ্যে জনতা মেশিনারিজের মালিক শ্যামল সূত্রধর একটি শুনানিতে হাজির হলেও দীপ্তেন্দ্র কোনও শুনানিতেই হাজির ছিলেন না। এরপর বারোর পাতায়

রাধিকা লাইব্রেরি

প্রফুল্লর মন্দিরে নমোই নমস্য

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। সংক্ষেপে 'নমো'। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেই দেবতারূপে পুজো করছেন পারডুবির প্রফুল্ল বর্মন। রোজ আরাধ্য নমোকে ভোগ দেন ফলমূল, লুচি, সুজি। নিজে সেই প্রসাদ খেয়েই কাটিয়ে দেন দিন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ৬ ডিসেম্বর : বাড়িতে শিব, কালী, মনসার মতো নানা দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে নজর কাড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূর্তি। দেবতা হিসেবে তাঁকেই পুজো করেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবির প্রফুল্ল বর্মন। নৈবেদ্য হিসেবে এই বিজেপি সমর্থক নমোকে ফলমূল, লুচি, সুজি দেন। আর পরে সেসব খান। ভাত-রুটি বা বিরিয়ানি? মোদিপুজো শুরুর পর থেকে প্রফুল্ল সেসব হেলায় ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন। দেশজুড়ে বহু মোদিভক্ত রয়েছেন। কিন্তু এভাবে তাঁর মূর্তি বানিয়ে আরাধনা? হয়তো এমন নজির নেই।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর মোদির ৭৫তম জন্মদিন ছিল। প্রফুল্ল সেদিন ৭৫ কেজি ওজনের কেক বানিয়ে প্রিয় মানুষটির জন্মদিন পালন করেছিলেন। মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন ও শীতলকুচির বিধায়ক বরেন বর্মনের উপস্থিতিতে সেই উদযাপনপর্ব ছিল রীতিমতো জমকালো। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য সেনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারডুবি বাজার সহ বেশকিছু এলাকায় মোদির মূর্তি নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রা করা হয়েছিল। প্রফুল্লর বাড়িতে নবনির্মিত পাকা দেওয়াল ও টিনের চালার মন্দিরে সেদিনই মোদির মূর্তি বসানো হয়েছিল। আর তারপর থেকেই তাঁর অভিনব মোদিপুজো শুরু। যা নিয়ে এলাকায় তো বটেই, আশপাশেও ব্যাপক চর্চা রয়েছে।

প্রত্যন্ত এলাকার প্রফুল্লর বাড়িতে রোজ শিব, কালী, মনসা, চণ্ডীবুড়ির মতো নানা দেবদেবীর পুজো হয়। পাশাপাশি, প্রদীপ, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ফুল, ফল, লুচি, সুজি নিবেদন করে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা মোদিপুজোও চলে। শুরুর দিন থেকে একদিনও এই নিয়মের অন্যথা হয়নি। প্রফুল্লর কথায়, 'আমার কাছে নরেন্দ্র মোদি শুধু দেশের প্রধানমন্ত্রী নন, বরং ঈশ্বরের প্রতিরূপ।' আরাধ্য এই দেবতাকে খাবার হিসেবে প্রফুল্ল যা নিবেদন করেন সেটাই নিজে সকাল-সন্ধ্যায় খান। ভাত, রুটি খান না। প্রধানমন্ত্রী যেদিন তাঁর বাড়িতে আসবেন সেদিন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি ভাত ও রুটি খাওয়া শুরু করবেন বলে প্রফুল্ল ঠিক করেছেন। এরপর বারোর পাতায়

মোদির মূর্তিকে প্রণাম করছেন প্রফুল্ল বর্মন। পারডুবিতে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার পরামর্শে ব্যবসার কোনও জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অকারণে অপমানিত হতে পারেন। কথাবার্তার ভুলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। দূরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। সম্পত্তির হিসেবনিকেশ নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধান থাকুন।

বৃষ : অতিভোজনের কারণে শারীরিক সমস্যায় পড়তে পারেন। দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে সহকর্মীর সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে যেতে পারেন। এর ফলে সমস্যা হবে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি।

মিথুন : ব্যবসার জন্যে ঋণমুক্ত হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। লোহা, সোনা ও বস্ত্র ব্যবসায় লাভবান হবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় অবিশ্বাস করে ফেলতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধি প্রশংসিত হবে। পেটের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হতে পারে।

কর্কট : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলবেন। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি।

সিংহ : এ সপ্তাহে অর্থাগমের অনেক পথ খুলে যেতে পারে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের অশান্তি কেটে যাবে। ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। রাগকে দমন করুন। সন্তানের দিক থেকে সুসংবাদ পেয়ে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। ঘাড় ও কোমরের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে।

কন্যা : সংগীত ও অভিনয়শিল্পী হলে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। সামাজিক সম্মান নষ্ট হবে। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে।

তুলা : ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। ধাতু ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে পড়শির সঙ্গে অশান্তি। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি থাকবে।

বৃশ্চিক : আটকে থাকা টাকা দীর্ঘদিন পরে হাতে পেয়ে স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা সপ্তাহের শেষে আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনাকে নিশ্চিন্ত করবে। সন্তানের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। খুব সতর্ক হয়ে পথে চলুন। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন।

ধনু : সামাজিক কোনও কাজে অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। সংসারের প্রতিটি সদস্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কোনও উদ্বেগের অবসান। কর্মপ্রার্থীরা এ সপ্তাহে চাকরির ভালো সুযোগ পাবেন।

মকর : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। ভাইবোনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলা মনোমালিন্য মিটে যাওয়ায় স্বস্তিলাভ। নতুন জমি কেনার সিদ্ধান্ত। সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আইনি পরামর্শ নিতে হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ।

কুম্ভ : বহুদিন আগের কোনও কাজের জন্য এ সপ্তাহে অনুশোচনা। নিজের ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অপব্যয় করে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। কোনও দুষ্ট ব্যক্তির অপচেষ্টা রুখে দিয়ে মানসিক স্বস্তি লাভ। প্রেমের সঙ্গীকে এ সপ্তাহে আপনার ইচ্ছা খুলে বলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন।

মীন : অতি আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। এ সপ্তাহে আপনার সাহসিকতায় ব্যর্থ হয়ে যাবে শত্রুদের অপচেষ্টা। সন্তানের জন্যে অযথা দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে সামান্য সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫, ২০ অঘোন, সংবৎ ৩ পৌষ বদি, ১৫ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৯, অঃ ৪।৪৯। রবিবার, তৃতীয়া রাত্রি ১০।৫৫। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।৩৫। শুক্রযোগ রাত্রি ১।২৪। বণিজকরণ দিবা ১১।৫৩ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১০।৫৫ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৩৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৪৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১০।৩৫ গতে ত্রিপাদোদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০। ৫৫ গতে নৈর্‌ঋতে। বারবেলাদি ১০।৯ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৯।৪৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ১০।৫৫ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০। ৯ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ৯।৪৩ গতে ১০।৫৫ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীমিত্র বা ইতুপুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১২।১ গতে ২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৯ গতে ৯।২৬ মধ্যে ও ১২।৭ গতে ১।৫৪ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৬।১০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৩ গতে ৪।১৫ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 28 বছর, স্নাতক, 5'-5", ব্যবসায়ী পাত্রীর জন্য চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। মোঃ 74791-81012 (C/119616)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, গৌরবর্ণ, আইনজীবী, ২৮/৫'-১", সরকারি/বেসরকারি, 32 মধ্যে, কোচবিহার অগ্রগণ্য পাত্র কাম্য। ঘটক নয়। (M) 9434256178. (C/118196)

■ পাত্র চাই- পাত্রী নমঃ, বয়স ২৯+, উচ্চতা ৪'-৩", রং শ্যামবর্ণ, যোগ্যতা- H.S. পাশ, ইং-মিঃ, শিলিগুড়ি। (M) ৯০০২০০৬৫৮৮, ৯৮৩২০৬২৯৮৬. (C/119476)

■ মাঙ্গলিক, 31/5'-2", কায়স্থ, মেষ রাশি, দেবগণ, শিলিগুড়িতে ইং-মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষিকার জন্য উপযুক্ত পাত্র (ভালো মানুষ) চাই। 9475961468. (C/119452)

■ কায়স্থ, B.A., 35/5'-1", দেবারি, ফর্সা, চাকরি/ব্যবসায়ী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mob : 8617861172. (C/113632)

■ ব্যবসায়ীর কন্যা, সাহা, ফর্সা, 1997 সাল, H : 5'-2", Eng. Medi. থেকে পড়া, Master Deg., সুপাত্র প্রয়োজন। (M) 9434106318, 8967190372. (C/119431)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, 29+/5'-5", M.Sc., B.Ed., Health dept. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। No caste bar. Ph : 9475247544, 9382084797. (C/119119)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", M.A., B.Ed., শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রীর জন্য সরকারি, IT সেক্টর/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9474428964. (C/119460)

■ কায়স্থ, 32/5'-3", B.Sc., B.Ed., পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9475104668. (K/D/R)

■ পিতা অবঃ সঃ কর্মী, মাতা অবঃ স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রী একমাত্র সন্তান, কায়স্থ, 5'-2", B.A., Comp. (Dip.), 30 বৎসর, পাত্রীর জন্য কেবলমাত্র শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত সুচাকুরে/সুব্যবসায়ী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। Mob : 9434352445. (C/119466)

■ কায়স্থ, 25+/5'-8", দেবারি, বৃশ্চিক, M.A. (English) পাত্রীর জন্য 35 মধ্যে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। ম্যাট্রিমনি নয়। (M) 9609848521, 9064966352. (K)

■ পূঃ বঃ, সাহা, বয়স 34+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। কাস্ট বার নেই। (M) 9434183574. (C/118751)

■ নমঃ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, M.A., B.Ed., ২৯+/৫'-৩", পাত্রীর চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9064215929, 9635743984. (C/119468)

■ স্বর্ণবণিক, 28/5'-3", B.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য কোচবিহার জেলার মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কৃষ্ণভক্ত পরিবার কাম্য। (M) 892749716. (D/S)

■ পাত্রী রাজবংশী, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.A., B.Ed., 30/5'-1", সুশ্রী, ফর্সা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক, মাতা গৃহবধূ। সরকারি/বেসরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9832041827. (C/119492)

■ কায়স্থ, মদগোল্য গোত্র, ৫২/৫'-৪", সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ, অবিবাহিতা। সুউপায়ী, উদার মনের ভদ্র পাত্র কাম্য। (M) 8900685645. (C/113636)

■ কায়স্থ, 35+/5'-4", ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। চাকরিজীবী এবং উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M+W/A) : 8900700184, 9832001411. (C/113637)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, শিলিগুড়ি, একমাত্র কন্যা, অতীব সুন্দরী, M.A., 27/5'-5", পাত্রীর উচ্চপদস্থ সরকারি/বেঃ সঃ পাত্র কাম্য। 9749338440. (C/113638)

■ 32/5'-2", নরগণ, সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য (35-38) পাত্র চাই। (M) 7001367660. (C/119482)

■ কায়স্থ, 35/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., Govt. Primary Teacher, জলপাইগুড়িতে কর্মরতা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য স্থানীয় উপযুক্ত 38 মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9434179701, 9832056340. (C/118759)

পাত্র চাই

■ স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, 33/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, রাজবংশী, LLM, কোচবিহার আদালতের আইনজীবী। নেশাহীন, সুচরিত্র, শিক্ষিত, সরকারি কর্মচারী, স্বর্ণ/অসবর্ণ, কোচবিহার শহর/শহর সংলগ্ন এলাকার পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-7363012670. (C/118925)

■ SC দাস, 27/5'-2", M.Sc. Zoology, B.Ed., পিতা Central Govt. Service, মা Teacher, Govt. Service, 28-33 বছরের উপযুক্ত পাত্র চাই। কেবল অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। No caste bar. (M) 9382378095. (C/118924)

■ পাত্রী রাজবংশী, 35+/5', প্রাথমিক শিক্ষিকা, আলিপুরদুয়ার। উপযুক্ত রাজবংশী পাত্র কাম্য। (M) 7679949427. (P/S)

■ বৈশ্য, রায়গঞ্জ নিবাসী, 27+/5'-4", ফর্সা, M.Sc., সরকারি কর্মচারী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। উত্তর দিনাজপুর অগ্রগণ্য। Mob : 9593612001. (C/119472)

■ রাজবংশী, 34+/5'-1", হাইস্কুল শিক্ষিকা (Upper Primary), সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত Govt. Employee, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী, 35-40 মধ্যে রাজবংশী পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। M.No. 9735005435. (C/118929)

■ দাস, 30/5', বিকম, গৃহশিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ/বেঃ সঃ চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। 7908033942. (C/119481)

■ কায়স্থ, ৪০+/৫'-১", দেব, কর্মরতা, M.A., B.Ed., স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ৪৭-র মধ্যে চাকরি/উপার্জনক্ষম, ডিভোর্সি/বিপত্নীক, অব্রাহ্মণ, জলপাইগুড়ির পাত্র চাই। অভিভাবক সত্বর যোগাযোগ। 7718434825. (C/119217)

■ সাহা, 32, Govt. নার্স, চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7001975542. (C/119484)

■ কায়স্থ, 24/5'-2", কায়স্থ, M.Sc. ও D.El.Ed. পাঠরতা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ হলে ভালো হয়। Mob : 9474196632. (C/119486)

■ শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, উচ্চতা ৫'-২", বয়স ২৭, ফর্সা, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। 8759081119. (C/119495)

■ ব্রাহ্মণ, 41/5'-1", M.A. সরকারি চাকরি, পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী, অবিবাহিত, 45-এর মধ্যে ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। শীঘ্রই বিবাহ। (M) 9547076200. (C/119498)

■ হাইস্কুলের টিচার, 37, নমশূদ্র, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9647489738. (C/119606)

■ জন্ম ১৯৯১, একমাত্র কন্যা, রাজ্য সরকারি চাকরি, জলপাইগুড়ি। উপযুক্ত পাত্র চাই। 8538081902. (K)

■ গন্ধবণিক, দেবগণ, শান্ত স্বভাব, শাণ্ডিল্য গোত্র, 33+/5'-3", M.A., B.Ed. (Beng.), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য নেশাহীন, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, কায়স্থ/গন্ধবণিক পাত্র চাই। দালাল নিষ্প্রয়োজন। (M) 9832497118, 7908683049 (5 P.M.- 8 P.M.). (C/118753)

■ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই-শিলিগুড়ি নিবাসী, বয়স ৩১-৩৫ বছর। সরকারি চাকরিজীবী বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, উচ্চতা 5'-9"-6', 8101358172. (K)

■ কায়স্থ, 38+/4'-9", H.S. (ব্যাক), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 8167581218. (B/B)

■ কায়স্থ, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 28/5'-5", M. Pharma, প্রাইভেট কোঃ কর্মরতা, ফর্সা, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী (Rtd.), সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7001015802, 9475955882. (C/118758)

■ নমঃ, 34/5'-3", M.A., ফর্সা, সুশ্রী, Accountant, পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (7 P.M. - 10 P.M.), ফোন : 9641329517. (C/119186)

■ বয়স 43, ডিভোর্সি, সরকারি স্কুলে কর্মরতা। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যোগাযোগ-6296009923. (K)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 7679478988. (C/119187)

পাত্র চাই

■ Age 32, বিধবা, নিঃসন্তান, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। যোগাযোগ-8637372440. (K)

■ বয়স 25, M.A., B.Ed., প্রকৃত সুন্দরী, পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। ফোন-7980833520. (K)

■ Nomosudra, Kashyap, 31/5'-1", M.A., 36 মধ্যে স্নাতক Kashyap, সুচাকুরে/Businessman পাত্র চাই। 9734370704, sunistha704@mail.com (K)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, জন্ম ১৯৯৬, সুশ্রী, M.Sc. পাশ ও প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। পরিবারের উপযুক্ত কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119187)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৯, রাজবংশী, M.Sc. পাশ ও সরকারি ব্যাংকে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119187)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.A. ইন ইংরেজি। সুশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119187)

■ সাহা, 21+/5'-4", B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। 8016232769. (C/119187)

■ 28/5'-3", MBBS, MD, শিলিগুড়িতে কর্মরত একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/119187)

■ গন্ধবণিক, 23+/5'-3", দেবারিগণ, B.A. পাশ, পাত্রীর জন্য 30-এর মধ্যে সঃ চাকরি/বড় ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7319570763. (C/119191)

■ 28/5'-3", M.A., B.Ed. (Eng.), মোদক। সঃ চাকরি, স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। (M) 9933450209. (C/119187)

■ নামমাত্র ডিভোর্সি, 25, গৃহকর্মে নিপুণা, গান জানা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র চাই। 9593965652. (C/119187)

■ জেনারেল, 23, B.Sc. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের জেষ্ঠ কন্যার জন্য সুপাত্র চাই। 9733066658. (C/119187)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৫/৫'-৪", আইনজীবী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য। মোঃ 9434411534, 9735070908. (C/119189)

পাত্র চাই

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, সরকারি চাকরিজীবী। পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119187)

■ পাত্রী কায়স্থ, 35/5'-4", M.A., B.Ed. (Eng.), বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা (H.S.), সুশ্রী, দেবগণ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। সত্বর বিবাহ। (M) 9593221051. (C/119187)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.A. (ইংলিশ), & B.Ed., স্টেট গভঃ কর্মরতা। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119187)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়িবাসী, M.A., B.Ed., 5'-3", ফর্সা, সুদর্শনা, জন্ম সন 1990, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর মেয়ের জন্য অনূর্ধ্ব 40, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। ফোন : 9434048912. (C/119190)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, ২৯+, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গভঃ স্কুলের নন টিচিং স্টাফ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/119187)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৯০, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে কর্মরতা। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119187)

■ পাল, কায়স্থ, 30/5', M.A., B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। শুধু অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। মোঃ 8101182609. (D/S)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, 30+/5'-2", M.A. (রবীন্দ্র নৃত্য), সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যবসায়ী, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9800477878. (C/118934)

পাত্রী চাই

■ পাত্র কায়স্থ, ৩১, MBBS, সরকারি হাসপাতালের M. Officer, সুশিক্ষিতা, সুদর্শনা/সুচাকুরে/ডাক্তার পাত্রী চাই। (M) 9083527580. (C/113414)

■ পাত্র শীল, 34, সুদর্শন, 5'-7", রাজ্য সরকারের উচ্চপদে কর্মরত। সুশ্রী, স্লিম, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 8944864063. (C/119214)

পাত্রী চাই

■ পাল, 31+, কায়স্থ, মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ, কোলকাতা নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি ও কাপড়ের ব্যবসা, নেশাহীন, দাবিহীন, একমাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9126928283. (C/113631)

■ সম্ভ্রান্ত পরিবারের পিতৃ-মাতৃহীন, একমাত্র সন্তান, কায়স্থ, ৩৪+, M.A., ৫'-৬", স্থায়ী রাজ্য সরকারি কর্মী। M.A./M.Sc., ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9332669115. (C/113633)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৮, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/119039)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 41/5'-6", ডিভোর্সি, সার্জিক্যাল কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 6297017568. (C/119331)

■ বাগডোগরা নিবাসী, কায়স্থ, 38/5'-7", একমাত্র ছেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নামমাত্র ডিভোর্সি, মা ও ছেলের সংসারের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। Cont.: 7362988089. (C/119457)

■ মালদা নিবাসী, কুম্ভকার পাল, 34/5'-7", পাত্র M.Tech. (Civil), IIT-তে গবেষণারত (SRF), 6 LPA, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9734071177. (C/119456)

■ পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, B.E. ইঞ্জিনিয়ার, MBA, সুদর্শন পাত্রের (বয়স-34), সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Mobile : 8101181676 (Time : 4 P.M. to 10 P.M.).

■ ৪৫, কায়স্থ, সেঃ গভঃ কর্মরত সুপাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 8282803518. (K)

■ কোচবিহার, জেনারেল, 34/5'-5", B.A. পাঠরতা। বেসরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। মোঃ 9002902482. (C/118922)

■ কর্মকার, 32/5'-10", পঃ বঃ বনবিভাগে কর্মরত, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বর্ণ, ঘরোয়া পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9679694837. (C/113634)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, EB কায়স্থ, 32/5'-5", B.Tech., IT Sector, শিলিগুড়িতে কর্মরত পাত্রের জন্য শিলিগুড়ি বা আশপাশের ফর্সা, সুশ্রী, কর্মরতা পাত্রী চাই। (M) 9431788190. (C/119182)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", B.Com., দেবারি, বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9749570822. (C/119490)

■ রাজবংশী, 36/5'-6", B.A., ফর্সা, নামমাত্র ডিভোর্সি, ভালো জমিজমাসম্পন্ন ও ব্যবসা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্রের জন্য স্বর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। নিঃসন্তান ডিভোর্সি/বিধবা চলবে। (M) 9733192897. (C/118756)

■ মাহিষ্য, 33/5'-3", B.Tech. Engg., মালদায় রেলে কর্মরত পাত্রের শিক্ষিতা, সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। (M) 8900393335. (C/119469)

■ কায়স্থ, 31, একমাত্র মা ও ছেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার। সুন্দরী সুপাত্রী চাই। উঃ দিনাজপুর। 9933967807. (C/119472)

■ B.Tech., MBA, Masters (IIT, Kanpur), HSBC কর্মরত, উঃ বঙ্গ/দমদম নিবাসী, কায়স্থ, মাঙ্গলিক (কাটানো), দেবারি, ধনু, 32/5'-8", পাত্রের স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী চাই। (M) 9434424039. (C/119472)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 32, B.Tech., 5'-4", সরকারি কর্মচারী (PSC), অনূর্ধ্বা 27, সুশ্রী, M.A (Eng.)/M.Sc. পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। (M) 9231681731. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, মাঙ্গলিক, ৪৩, অল্পদিনে ডিভোর্সি, ব্লক অফিসে কর্মরত, মা ও ছেলে, ৩৮ অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। (M) 9434687482. (S/M)

■ পাত্র কায়স্থ, 36, বিএ, 5'-5", LIC এজেন্ট। সুপাত্রী চাই। (M) 7585044922. (S/M)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 37/5'-7", B.Com., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9832324540. (C/119479)

■ কায়স্থ, ৩৭/৫'-৬", MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, ডিভোর্সি। সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া, দেবারি পাত্রী চাই। (M) 9434027098, ম্যাট্রিমনি বাদে। (C/119205)

■ কায়স্থ, দত্ত, একমাত্র সন্তান, উচ্চতা 5'-7½", সুদর্শন, BDS, MDS, 35 বছর। নিজস্ব চেম্বার, ডাক্তার পাত্রের জন্য Dentist বা চাকরিরতা, বয়স 32-র মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। Ph.No. 8900083113. (C/118931)

■ ব্রাহ্মণ, নরগণ, 35/5'-8", M.A., MNC-তে Sales Manager পদে কর্মরত, নিজস্ব বাড়ি, 25-30, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9635879353. (C/119219)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 32/5'-10", B.Tech., MNC, Kolkata, সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। BE/B.Tech./তৎসম অগ্রগণ্য। (M) 9609982551. (C/119216)

■ পাত্র কুলীন কায়স্থ, বয়স ৩৩/৫'-১১", ভদ্র, সুশিক্ষিত, প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, বাবা কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশনভোগী, একমাত্র পুত্রের জন্য লম্বা, শিক্ষিতা ও সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ফোন নং-9475133395. (C/119474)

■ কায়স্থ, ৩৩/৫'-৭", দেবারি, কেঃ সরকারি চাকরি, পিতা-মাতা পেনশনার। যোগ্য সুশ্রী, দেবারি, ২৮-র মধ্যে পাত্রী চাই, চাকরিরতা চলবে। জলপাইগুড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারে। অভিভাবক যোগাযোগ করুন। 7718434825. (C/119218)

■ SC, দাস, 37/5'-1", H.S. Pass, রাজ্য সরকারি কর্মী। কোচবিহারের মধ্যে ঘরোয়া, সংসারী, B.A./H.S. Pass, বয়স 25-33 মধ্যে পাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহ। (M) 7363089089. (C/118930)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, 38+, উচ্চতা 5'-7', একমাত্র পুত্র, M.A. (EVS), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং Oction ব্যবসা, জমিজমা রয়েছে। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে, মা পেনশনার (Govt.), সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 9832539450. (C/118927)

■ কোচবিহার নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 30/5'-10", Eng.-এ M.A., M.Phil., B.Ed., বেসরকারি H.S. শিক্ষকের জন্য উত্তরবঙ্গ/নিম্ন অসম অঞ্চলের কর্মরতা সুপাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9832534177 (Time : 3 P.M. to 7 P.M.). (C/118933)

■ কায়স্থ, 38, B.A., 5'-8", Job করে (ইনকাম 50K)। ডিভোর্সি পাত্রের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। সন্তান চলবে। (M) 9126261977. (C/119485)

■ সুদর্শন, ৩১, H.S., প্রঃ ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী ও মানানসই, H.S./B.A. পাশ, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832052447. (A/K)

পাত্রী চাই

■ মাঙ্গলিক, দত্ত, বারুজীবী, ৩৬, উঃ মাঃ, ব্যবসায়ী, সৎ ও নেশাহীন পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার। 8250243906. (C/119489)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, জন্ম 1994, 5'-4", প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত, আলিপুরদুয়ার নিবাসী পাত্রের জন্য আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার সংলগ্ন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী কাম্য। (M) 8918404630. (C/118754)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সেঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 39+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন। ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিত, অবিবাহিত অনূর্ধ্ব 34 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে। Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/113639)

■ 28+/5'-8", B.Tech., Rly. কর্মরত, SC পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9123306512, Matrimony নিষ্প্রয়োজন। (C/113640)

■ কায়স্থ, ৫'-৬", M.A., B.Ed., বয়স ৩৬, সরকারি অস্থায়ী চাকরিজীবী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9434410862. (C/119493)

■ কায়স্থ, 39/5'-11", নেশাহীন, 50,000/- PM, 18-34, সুন্দরী পাত্রী চাই, ইস্যুহীন ডিভোর্সি/বিধবা চলবে। 8902552680. (C/119494)

■ তিলি কুণ্ডু, 33+/5'-6", H.S., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী ও ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 8876596787. (C/119497)

■ সাহা, আলিম্মান, 29+/5'-9", আলিপুরদুয়ার নিবাসী, পারিবারিক হার্ডওয়্যার ব্যবসা, B.Tech. (Mechanical), সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী (অনূর্ধ্ব 26) পাত্রী কাম্য। 9932382919. (C/119500)

■ স্বল্পকালীন ডিভোর্সি (ইস্যুলেস), 48+/5'-6", সরকারি উঁচু পদে কর্মরত। উপযুক্ত অবিবাহিতা/ডিভোর্সি পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/119184)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, পাল, 32+/5'-10", B.Tech., রেলে JE হিসাবে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 25, ভদ্র, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য (পাল অগ্রগণ্য)। যোগাযোগ-7001017794 (ঘটক/Matrimony ব্যতীত)। (C/119602)

■ EB কায়স্থ, দিল্লী, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times. 35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob.- 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ কায়স্থ সেন, আলিম্যায়ন গোত্র, 33, BCA & ITI পাশ, দাবিহীন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9932857225. (C/119607)

■ 30/5'-10", কোচবিহার, রাজবংশী, গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 9832056340. (C/118760)

■ বারুজীবী, MBBS, MD, 33+, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 30+, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ডাক্তার অগ্রগণ্য। (M) 9434249241. (C/119177)

■ জেঃ, 35, B.A., Eng.(H), নিজ বাড়ি, দোকান (মেডিসিন) একমাত্র পুত্র। ঘরোয়া, স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ 8145942277. (C/119186)

■ আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাজবংশী, ৩৫, সেটেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119187)

■ ব্রাহ্মণ, বাৎস্য, 35/5'-7", M.A., বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। বাড়ি জলপাইগুড়ি। কর্মস্থল শিলিগুড়ি। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সঃ চাঃ, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র সন্তান। অনূর্ধ্ব 30, সুশ্রী পাত্রীর সন্ধানে আছি। আগ্রহী অভিভাবকরা যোগাযোগ করতে পারেন। (M) 9775474834, 8927550360. (C/119220)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MBBS, MD, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119187)

■ কায়স্থ, 41/5'-8", Sub-Inspector পদে কর্মরত, শিলিগুড়ি Posting, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অবিবাহিত/স্বল্প সময়ে ডিভোর্সি পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/119187)

■ 33/5'-8", Railway-তে কর্মরত, আলিপুরদুয়ারে বাড়ি, আলিপুরদুয়ারেই Posting, একমাত্র সুপাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 8653243203. (C/119187)

■ রাজবংশী, 32, B.Tech., রেলের ইঞ্জিনিয়ার, উত্তরবঙ্গে কর্মরত পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই, SC/ST চলিবে। 7407777995. (C/119187)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33, M.Tech., গভঃ জল দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র পুত্রের জন্য ভদ্র, নম্র সুপাত্রী চাই। 9432076030. (C/119187)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮, M.Tech পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119187)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ করে ভারতীয় রেলওয়েতে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/119187)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, M.Tech. পাশ, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119187)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৪৬+, সরকারি কলেজের প্রফেসর। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9836084246. (C/119187)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৫, সেন্ট্রাল গভঃ-এর কর্মরত। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119187)

■ জন্ম ১৯৯০, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Tech. পাশ ও Indian Railway-তে উচ্চপদস্থ অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/119187)

■ তিলি, পাল, বয়স 32+/5'-4", B.Com., LLB Profession-Advocate, পিতা ব্যবসায়ী, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মোঃ 9832086299. (D/S)

■ পাত্র পাল, B.Sc.(H), B.Ed., 35 বছর, 5'-6", রাজ্য সরকারের স্থায়ী কর্মী UDC, বর্তমানে কলকাতায় কর্মরত, পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত H.S. শিক্ষক, বাড়ি দিনহাটা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। শীঘ্রই বিবাহ, দেবারি বাদে। মোঃ 7384117714. (D/S)

■ পাত্র প্রতিষ্ঠিত ডেন্টাল সার্জেন, B.Sc., BDS (WBHU), 38+/5'-7", দেবগণ, নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্র শিলিগুড়িতে, উক্ত নেশাহীন পাত্রের জন্য সাধারণ জাতিভুক্ত, অনূর্ধ্বা 31 বৎসর, স্নাতক, ফর্সা ও গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রী চাই। যোগাযোগ : (M) 9434872996, W/App : 8389020719 (6 P.M. - 10 P.M.). (C/119188)

■ OBC, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, বয়স 35, উচ্চতা 5'-9", BBA পাশ পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 28 বছরের মধ্যে ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9547271587. (C/119188)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কুলীন কায়স্থ, 37/5'-11", B.Com., বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সাধারণ, ঘরোয়া পাত্রী চাই। ভাড়া বাড়িতে থাকি। (M) 7797225834. (C/119186)

■ পাত্র কর্মকার, 33/5'-10", B.Tech., Associate Project Manager, কলকাতায় MNC-তে কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য শিলিগুড়ি/উত্তরবঙ্গস্থ, শিক্ষিতা, সুশ্রী, সম্ভ্রান্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। (M) 9333614139. (C/119188)

■ উঃ বঙ্গ নিবাসী, 33/5'-7", ব্রাহ্মণ, Govt. Employee, একমাত্র সন্তান। সুশ্রী, ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব 27, যোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9851260123. (C/119612)

■ উঃ বঙ্গ, 32/5'-7", সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বেসরকারিতে কর্মরত পাত্রের, পাত্রী কাম্য। নো দেবারি/মাঙ্গলিক। 8250780591. (C/119223)

■ UCO ব্যাংকে কর্মরত। বয়স 34 yrs./5'-8", সরকার, কায়স্থ। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন নং-8293324220. (C/119609)

Muslim Bride Wanted

■ Seeking a Sunni Muslim religious suitable match, MS/MD (passed out) preferably Gynaecologist capable of speaking Hindi/Urdu for MD (Medicine), 34/5'-7" at present senior resident in a reputed hospital, parents being Surgeon and Gynaecologist respectively and possessing Nursing Home, residence. Mobile and WhatsApp : 7001016623. (S/N)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119166)

বাগডোগরা বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর কাউন্টারের সামনে যাত্রীদের ভিড়। শনিবার।

ইন্ডিগো বিভ্রাট, তীর্থযাত্রা বাতিল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিগোর বিভ্রাট শনিবারও জারি রয়েছে। এদিনও দেশজুড়ে প্রচুর বিমান বাতিল হয়েছে। বাগডোগরা থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ইন্ডিগোর পাঁচটি বিমান বাতিল হয়েছে। যার জেরে সমস্যার মুখে পড়েছেন যাত্রীরা। এদিকে, ইন্ডিগোর বিমান বাতিলের ফলে শনিবার শ-খানেক তীর্থযাত্রী সৌদি আরবের জেড্ডায় যাওয়া বাতিল হয়ে যায়। বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ায় নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরতে হল সকলে।

বাগডোগরা থেকে মুম্বই যার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বিহার থেকে প্রায় শ-খানেক ইসলামী তীর্থযাত্রী সকালে বিমানবন্দরে আসেন। বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে ইন্ডিগোর বিমানে মুম্বই পৌঁছে রবিবার সকালে সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানে সৌদি আরবের যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। এদিকে, বিমানবন্দরে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন মুম্বই যাওয়ার জন্য ইন্ডিগোর যে বিমানটি ছিল সেটি বাতিল হয়েছে। বিষয়টি জানার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন কয়েকজন।

ভাড়া বাঁধল কেন্দ্র

৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ৭৫০০ টাকা

৫০০ থেকে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ১২০০০ টাকা

১০০০ থেকে ১৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ১৫০০০ টাকা

১৫০০ কিলোমিটারের বেশি হলে ১৮০০০ টাকা

ইসলামপুরের বাসিন্দা শহিদুর রহমান বললেন, ‘ওমরাহ করার জন্য সৌদি আরবের জেড্ডায় যাচ্ছিলাম। বাগডোগরা থেকে আজকে মুম্বই যাওয়ার কথা ছিল। রবিবার সকালে মুম্বই থেকে সৌদি এয়ারলাইন্সের বিমানে জেড্ডায় যাওয়ার টিকিট ছিল। এর জন্য সবমিলিয়ে ৯৬ হাজার টাকা লেগেছিল। কিন্তু যেতে পারলাম না।’ ইন্ডিগো টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু সৌদি এয়ারলাইন্স টাকা ফেরত দেবে না বলে জানান তিনি।

তবে শুধু যে তীর্থযাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন এমনটা নয়। একই সমস্যায় পড়েছেন আরও অনেক যাত্রী। এই যেমন পুনে থেকে রবীন্দ্র গোখলে ও পদ্মজা রানধে নামে এক দম্পতি সিকিম ও দার্জিলিংয়ে ঘুরতে এসেছিলেন। শনিবার ইন্ডিগোর বিমানে মুম্বই যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তবে বিমান বাতিল হওয়ায় এদিন আর ফেরা হয়নি। এই অবস্থায় কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না ওই দম্পতি। এদিকে, ইন্ডিগো বিভ্রাটের মধ্যে অন্য বিমান সংস্থাগুলি যাতে টিকিটের বেশি দাম নিতে না পারে তার জন্য বিমানভাড়া বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র।

এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে দেখা গেল, ইন্ডিগোর টিকিট কাউন্টারের সামনে যাত্রীরা ভিড় করে রয়েছেন। কেউ বিমান বাতিল বা দেরিতে চলা নিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন, কেউ আবার টিকিট বাতিল করতে ব্যস্ত। এদিন দুপুর পর্যন্ত যে পাঁচটি বিমান বাতিল হয়েছে তার মধ্যে বাগডোগরা-হায়দরাবাদ দুটি, বাগডোগরা-কলকাতা দুটি এবং বাগডোগরা-মুম্বই একটি বিমান রয়েছে।

খুশি তেনজিং নোরগের ছেলে

২৫ বছর পর চালু এভারেস্ট যাত্রার হাইকিং রুট

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস ফিরল মেলো টি ফেস্টিভালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। দার্জিলিংয়ে পুনরায় চালু হল তেনজিং নোরগের সূচনা করা হাইকিং রুট। প্রায় ২৫ বছর আগে এভারেস্ট যাত্রার দার্জিলিংয়ের চৌরাস্তা থেকে রঙ্গারুন পর্যন্ত হাইকিং রুটটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই স্থানীয়রা পুনরায় রুটটি চালু করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। শনিবার তেনজিং নোরগের ছেলে জ্যামলিং তেনজিং নোরগে এই হাইকিং রুটের উদ্বোধন করেন। দার্জিলিং পুলিশ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় বর্ষ দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টিভালে এভারেস্ট আরোহণের ঐতিহ্যবাহী এই ট্রেকিং রুট চালু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয়রা। খুশি পর্যটকরাও।

তেনজিং নোরগে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর ফিল্ড ডিরেক্টর থাকাকালীন পর্বতারোহীদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬০-এর শেষের দিকে এই রুটটি চালু করেছিলেন। ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের এই রুটে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হত। দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক এই পথটি ধরে হাইকিং করতেন। তবে ২০০০ সালে ঐতিহ্যবাহী এই হাইকিং রুটটি বন্ধ হয়ে যায়। এই রুট যাতে পুনরায় খোলা হয়, সেজন্য স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও দাবি জানিয়েছিলেন। এদিন পুনরায় এই রুট খোলায় আনন্দের সঙ্গে জ্যামলিং তেনজিং নোরগে বলেন, ‘ইতিহাসবিজড়িত এই রুটটি খোলার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবেও চেষ্টা করেছিলাম। রাস্তাটি পুনরায় খোলায় হাইকিংপ্রেমীরা ঐতিহ্যবাহী এই রুটে হাইক করার সুযোগ পাবেন।’

দার্জিলিংয়ে প্রতিবছর হাইকিংয়ের জন্য দেশ, বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটন আসেন। বহুবছর ধরে বন্ধ থাকা এই রুটের অভিজ্ঞতা যাতে পর্যটকরা নিতে পারেন, সেজন্য জিটিএ'র কাছেও স্থানীয়রা আবেদন জানিয়েছিলেন।

এদিন দার্জিলিংয়ের এসপি প্রবীণ প্রকাশ বলেন, ‘গ্রামবাসীর তরফে আমাদের কাছে বহুদিন থেকে পুরোনো এই রুটটি পুনরায় চালু করার আবেদন জানানো হচ্ছিল। প্রায় ১৬ কিলোমিটার এই রুটটিতে হাইকিংয়ের সময় প্রাকৃতিক মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারা যাবে।’

ইতিমধ্যে গ্রামীণ পর্যটনকে দেশ, বিদেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্নরকমের উদ্যোগ নিয়েছে জিটিএ। তেনজিং নোরগে হাইকিং ট্রেলে পর্যটকদের কাছে গ্রামীণ পর্যটনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

আশায় পর্যটকরা

- এইচএমআই-এর ফিল্ড ডিরেক্টর থাকাকালীন ১৯৬০-এর শেষে এই রুটটি চালু করেছিলেন তেনজিং
- ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের এই রুটে ফিজিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হত
- দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও বহু পর্যটক এই রুট ধরে হাইকিং করতেন
- তবে ২০০০ সালে ঐতিহ্যবাহী এই হাইকিং রুটটি বন্ধ হয়ে যায়
- শনিবার দার্জিলিংয়ে এই হাইকিং রুট ফের চালু হল

বুনোদের নজরে রাখতে কন্ট্রোল রুম

মাদারিহাট, ৬ ডিসেম্বর : বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে হাতির গতিবিধি জানতে মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় ৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল কয়েকদিন আগেই। আর শনিবার তার কন্ট্রোল রুম খোলা হল জলদাপাড়ার সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষকের অফিসে। যেখানে বিশেষজ্ঞ ছাড়াও থাকবেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিট ও রেঞ্জ অফিসাররা। এছাড়াও সাধারণ মানুষের জন্য দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।

জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানালেন, প্রথম দিনেই তাঁরা বুনোদের ১০টি ফুটেজ পেয়েছেন। যেখানে হাতি, সাপ, বাইসন ও চিতাবাঘের দেখা মিলেছে। জঙ্গলের ভেতর থেকে লোকালয়ে কোন পথে হাতির পাল ঢোকার চেষ্টা করছে, তার জানান দেবে ওই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি।

এছাড়া চোরাশিকারিদের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে কন্ট্রোল রুম থেকে নজর রাখা হবে বলে বনাধিকারিক জানিয়েছেন। সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নবিকান্ত ঝা'র কথায়, ‘এর ফলে সহজেই সন্দেহজনক কিছু শনাক্ত করা সম্ভব হবে। কন্ট্রোল রুম থেকে দ্রুত ফিল্ড টিমকে জানালে তারা চোরাশিকার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।’

ছন্দে ফিরুন, এগিয়ে চলুন।
নিশ্চিত করুন এক সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন।

যত্নশীল পরিচর্যা এবং উন্নত চিকিৎসার মাধ্যমে,
আমাদের কার্ডিয়াক সায়েন্সেস বিভাগ সবসময় আপনার পাশে আছে। হার্ট ও ভাসকুলার যেকোনো জটিল সমস্যার জন্য আমরা রোগী-প্রথমভাবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও সঠিক চিকিৎসা দিই। আপনার হৃদয়কে আরও সুস্থ ও শক্তিশালী রাখতে আমরা সবসময় প্রস্তুত।

নির্ভরযোগ্য হার্টের চিকিৎসা চান? গেটওয়েল বেছে নিন।

সেবা সমূহ:
- ইকো, টি.এম.টি ও হল্টার মনিটরিং
- করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ও অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি
- স্থায়ী পেসমেকার সংস্থাপন
- করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং
- হার্ট ভালভ সার্জারি
- অ্যাওর্টিক সার্জারি
- ওপেন হার্ট সার্জারি
- মিনিমালি ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি

Emergency
0353 660 3030

Neotia Getwel
Multispeciality Hospital
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

P. C. CHANDRA MORE THAN GOLD GROUP
MARK OF QUALITY & TRUST

P. C. CHANDRA 85+ Years MORE THAN GOLD

Since 1939
P. C. CHANDRA JEWELLERS
A jewel of jewels

BIGGEST GOLD EXCHANGE UTSAV

0%* DEDUCTION
যেকোনো জুয়েলার-এর
যেকোনো ক্যারেটের পুরোনো সোনার
Exchange-এর উপর

+ 10%* OFF
সমস্ত গয়নার মজুরীর উপর

*শর্তাবলী প্রযোজ্য।

অফারঃ 5th December, 2025 থেকে শুরু

যেকোনো জুয়েলার-এর থেকে কেনা আপনার পুরোনো সোনা নিয়ে
আসুন আর এক সুবিশ্বস্ত, স্বচ্ছ এবং সঠিক মূল্যের এক্সচেঞ্জ উপভোগ করুন।

#InfiniteChoices
#HandcraftedJewellery

এই অফার আমাদের আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, পুনে এবং গুয়াহাটি শোরুমে প্রযোজ্য নয়।

pcchandraindia.com | amazon | TATA CLiQ
Follow us on
Customer Care: 8010700400
WHATSAPP US: 6293759760

আমাদের শোরুমগুলির লোকেশন বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই QR Code Scan করুন

75+ Showrooms

যোগানের কার্য

নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার নং: এনবি২৫৬০৮৫, তারিখ: ০৪-১২-২০২৫। পি.এল. কোড (গ্রুপ): ৩৮১০৬৪২৫। বিবরণ: এডাপ্টার (ওয়াইড জ'); আরডিএসও ডিআরজি. সংখ্যা. এসকে-৭৮৫২৭, এএলটি- ৯ অথবা অনন্তিম এবং স্পেসিফিকেশন নং এবি/আরবি-৪০-২০১৬, আরইভি.২ জুন ২০২১ অনুসারে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশি: ১০,৪৮০/- টাকা। ২। টেন্ডার নং: এনবি২৫৬০৮৬, তারিখ: ০৪-১২-২০২৫ পি.এল. কোড (গ্রুপ): ৩৮০৪০০৬২। বিবরণ: বিএলসি ওয়াগনের জন্যে বোলস্টার স্প্রিং আউটার; আরডিএসও ডিআরজি সংখ্যা. সিওএনটিআর-৯৪০৪-এস/৭, এএলটি-৭ বা অনন্তিম অনুসারে, আইটেম নং-১। মেটেরিয়েল স্পেসিফিকেশন: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন ডব্লিউডি-০১-এইচএলএস-৯৪ (আরইভি. ৫)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশি: ১,৩২,১৬০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার নং: এনবি২৫৬০৮৭, তারিখ: ০৪-১২-২০২৫। পিএল. কোড (গ্রুপ): ৩৮০৪০০৭৪। বিবরণ: বিএলসি ওয়াগনের জন্যে বোলস্টার স্প্রিং ইনার; আরডিএসও ডিআরজি নং. সিওএনটিআর-৯৪০৪-এস-৭, এএলটি সংখ্যা ৮ বা অনন্তিম, আইটেম নং-২ এবং অন্যান্য কারিগরি প্রয়োজনীয়তা আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং ডব্লিউডি-০১-এইচএলএস-১৯৯৪, আরইভি. ৩ জানুয়ারি-২০০৯ এর সঙ্গে সমস্ত সংশোধনী, অনন্তিম সংশোধনী নং ৩, আগস্ট ২০১৯ অনুসারে। মেটেরিয়েল গ্রেড ৬০এসআই৭, আইএস ৩১৯৫-১৯৯২ সংশোধনী নং ২, সেপ্টেম্বর ২০০০ অনুসারে পড়তে হবে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশি: ১,১০,১৬০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৪. টেন্ডার নং: এনবি২৫৬০৯৩, তারিখ: ০৪-১২-২০২৫। পি.এল. কোড (গ্রুপ): ৪১৪০০০০২১৫৩২। বিবরণ: ৬০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার ৭৫০/৪১৫ভি, থ্রী-ফেজ; আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮০-২০০৭ (আরইভি. ২) এবং আরডিএসও এর পত্র নং ইএল/৭.১.১০৮/ট্রান্স তারিখ ১৭/০২/২০২০ অনুসারে। টোকা: ফার্ম কেবল আরডিএসও/ইউভিএএম অনুমোদিত বিক্রেতাহে উদ্ধৃত করতে পারবেন। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশি: ৫৯,২১০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার নং: এনবি২৫৬১১৩, তারিখ: ০৪-১২-২০২৫। পি.এল. কোড (গ্রুপ): ৬৫৯০০৫০৯০০১২। বিবরণ: ইওটি. ক্রেনের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং; ক্ষমতা-১০ টন, এসপিইসিএন-১৪.৪৭৮ মিটার; সংলগ্ন পরিশিষ্ট অনুসারে মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশি: ১,৭৫,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৬-১২-২০২৫ তারিখে ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্বপ্ন দেখাচ্ছে মণীশ

ফালাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : বাবা, বিধান রায় পরিযায়ী শ্রমিক। বছরভর কেরলে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। মা, পিংকি রায় বাড়ি বাড়ি গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। ফালাকাটা খগেনহাটের এই অভাবী পরিবারের সন্তান, বছর তেরোর মণীশ রায় অংশ নেবে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায়।

চলতি মাসে স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন হবে মধ্যপ্রদেশে। তার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত খগেনহাটের চাঁদনিকুড়া জুনিয়ার হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মণীশ। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোয় ভীষণ আগ্রহী এই কিশোর। পরিবারের আর্থিক সংগতি ছিল না খেলার সরঞ্জাম কিনে দেওয়ার। তবু হাল ছাড়েনি মণীশ। স্থানীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষক সাগর রায় তাকে বক্সিং প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। পাশাপাশি, অংশগ্রহণ করতে থাকে স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতায়। সেপ্টেম্বরে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় চাম্পিয়ন হয়। আর তাতেই খুলে যায় জাতীয় স্তরের ছাড়পত্র।

মণীশ রায়, বক্সার।

ডাবল লাইন করতে টাকা বরাদ্দ রেলের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে তৎপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। নিউ কোচবিহার থেকে গৌরীপুর হয়ে অসমের অভয়াপুরী পর্যন্ত ডাবল লাইন করার উদ্যোগ নেওয়া হল এবার। রেলের তরফে ইতিমধ্যেই এনিয়ে নিউ কোচবিহার থেকে অভয়াপুরী পর্যন্ত ১৫২ কিলোমিটার পথ সমীক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'নিউ কোচবিহার থেকে অভয়াপুরী পর্যন্ত ১৫২ কিলোমিটার রেলপথ ডাবল লাইন করার লক্ষ্যে সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে নিউ কোচবিহার হয়ে অসমের নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত রেলের ডাবল লাইন রয়েছে। এটিই মূল লাইন। এই পথ দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গ সহ দেশের বাকি রাজ্যগুলির যোগাযোগ স্থাপন হয়। ফলে ওই রুটটি এমনিতেই যথেষ্ট ব্যস্ত। অন্যদিকে, নিউ কোচবিহার থেকে অভয়াপুরী পর্যন্ত সিঙ্গল লাইন রয়েছে। এই অভয়াপুরী থেকে আজারা স্টেশনের দূরত্ব কমবেশি ১৫০ কিলোমিটারের মতো। যদিও সেখানে রয়েছে রেলের ডাবল লাইন। আজারা থেকে আবার অসমের কামাখ্যা স্টেশনের দূরত্ব মাত্র ১০-১২ কিলোমিটার। সেখানেও ডাবল লাইনের কাজ চলছে।

এই অবস্থায় নিউ কোচবিহার থেকে অভয়াপুরী পর্যন্ত ডাবল লাইন হয়ে গেলেই নিউ কোচবিহার থেকে কামাখ্যা স্টেশন পর্যন্ত পুরো পথটিই ডাবল লাইন হয়ে যাবে। এতে এনজেপি থেকে নিউ কোচবিহার হয়ে নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত মূল ডাবল লাইনের পাশাপাশি বিকল্প আরেকটি রুটে ট্রেন চলাচল করলে তা যাত্রীদের জন্যও অনেকটা সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেমন অনেক উন্নতি ঘটবে, তেমনই ওই পথে অনেক বেশি করে ট্রেন দ্রুতগতিতে চালানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে বিকল্প পথটিকেও ব্যবহার করা যাবে।

> নিউ কোচবিহার থেকে অভয়াপুরী পর্যন্ত ১৫২ কিলোমিটার রেলপথ ডাবল লাইন করার লক্ষ্যে সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা** *মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, এনএফ রেল*

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৩৭-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/স্থানে বন্যার রিজার্ভ মজুদ পুনরুদ্ধারের জন্য ন্যূনতম ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি শিঙ্গেল বোল্ডার এবং অনক্লিনড শিঙ্গেল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য: ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা; বায়নার ধন: ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিস্তৃত মার্কেট স্টাডির জন্যে পরামর্শদাতা নিযুক্তি

টেন্ডার নং. বিডিইউ-কনসালট্যান্ট-০২-২০২৫ তারিখ: ০৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিস্তৃত মার্কেট স্টাডি এবং মাল পরিবহনের বৃদ্ধি, নতুন গতি শক্তি কার্গো টার্মিন্যালের সম্ভাব্যতার শনাক্তকরণের জন্যে, রেলওয়ের নতুন মাল পরিবহন/পার্সেল টার্মিনেল, নতুন ওয়ের হাউস অথবা গো-ডাউন এবং বর্ধিত রেলের সহ পরিমাণের গুণাঙ্কের হেতু বিদ্যমান সুবিধার বৃদ্ধির জন্যে পরামর্শদাতা নিযুক্তি। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ১,৭০,৫১,৮৫০/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৩৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মহাপ্রবন্ধক (সি) মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

JOBS

Applications are invited at Air Force School Hasimara for the following teaching posts (purely on contractual basis) :

Sl No.	Post	No of Posts	Salary
(a)	PGT (English)	01	Rs. 35,000/- (Fixed)
(b)	PGT (History)	01	Rs. 35,000/- (Fixed)

Interested candidates are to check the eligibility criteria at **www.afschoolhasimara.com** and contact at mobile number-8158019552 (between 9 am to 3 pm from Monday to Saturday). All eligible candidates must submitted their applications by hand at AF School/by e-mail **(airforceschoolhasimara@gmail.com)** or by post at following address.

To
The
Principal
Air Force School Hasimara
Dist : Alipurdur
Pin-735215

Applications must reach to above side address on or before 14 Dec 25.

আজ টিভিতে

ওয়াইল্ড আলাস্কা বিকেল ৫.৩৪ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, দুপুর ১.০০ মন মানে না, বিকেল ৪.০০ হিরোগিরি, সন্ধে ৭.১৫ জিও পাগলা, রাত ১০.৩০ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ লে হালুয়া লে, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৩.৪৫ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ প্রেমী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ স্বপ্ন, দুপুর ১২.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, ২.৩০ লোফার, বিকেল ৫.০০ বাজি, রাত ১০.০০ বদনাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনে মনে, সন্ধে ৭.৩০ কুমারী মা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমাদের সংসার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধন্যি মেয়ে
জি সিনেমা : সকাল ১০.২১ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, দুপুর ১.১৮ বিবাহ, বিকেল ৪.৪৫ সিম্বা, সন্ধে ৭.৫৫ গেম চেঞ্জার, রাত ১০.৪৪ মিশন রানিগঞ্জ
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.১০ ভোলা, দুপুর ১২.১৪ কে থ্রি-কালী কা করিশমা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ ভাগমভাগ, বিকেল ৩.৫০ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৬.৫০ অর্জুন পণ্ডিত, রাত ১০.০০ ঢোল
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৪৫ লাপতা লেডিজ, দুপুর ২.২০ সবসে বড়া ডন, বিকেল ৫.১৯ সুপ্রিম খিলাড়ি-টু, সন্ধে ৭.৫৩ তু ঝুটি ম্যায় মক্কার, রাত ১০.৪৪ অ্যানাকোন্ডা : দ্য হান্ট ফর দ্য ব্লাড অর্কিড
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.১৩ সুলতান, দুপুর ১.৩৩ হাউসফুল ফাইভ, সন্ধে ৭.৫০ ফির হেরা ফেরি, রাত ১১.০৭ আখিয়োঁ সে গোলি মারে

এক্সপেডিশন ফাইলস
রাত ৮.৫৫ ডিসকভারি

হাউসফুল ফাইভ
দুপুর ১.৩৩ স্টার গোল্ড

লাপতা লেডিজ বেলা ১১.৪৫ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

রঙ্গিয়া মণ্ডলে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম

রঙ্গিয়া মণ্ডলে ১১ টি স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১৮২৬।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. সিএটিজি-আরএনওয়াই-৪৯

এলইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইচএমএল-জিএমইউ-২১৮-২২-১(ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ই' শ্রেণীর হেলেম রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এএ/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৩-২৩-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণীর রঙ্গাপারা নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এএ/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৪-২৩-১(ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ডি' শ্রেণীর রঙ্গাপারা নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এএ/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইচএমওয়াই-জিএমইউ-৫৫৯-২৪-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	হারমতী জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এএ/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ভিএনই-জিএমইউ-৪৫১-২২-১ (ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ))	'ই' শ্রেণীর বিশ্বনাথ চারালি রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১
এবি/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ইউএলজি-এসএমইউ-৫৬৪-২৫-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণীর উদালগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এবি/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-এসএমইউ-৫২৯-২৩-১(ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ডি' শ্রেণীর রঙ্গাপারা নর্থ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এবি/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিভিআর-এসএমইউ-৫৬২-২৪-১(ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'ই' শ্রেণীর গোরেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায়
এবি/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এসএমইউ-৪৭৭-২২-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'এ' শ্রেণীর বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এবি/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনএইচএলএন-এসএমইউ-৫৬১-২৪-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	নাহরলগুন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ
এবি/৬	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এসএমইউ-৫৩৪-২৩-১ (ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ))	'বি' শ্রেণীর নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে (টেনিয়া নদীর সেতুর উপরে)

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১৩.১০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিভিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender Notice

The Chairman,
Mal Municipality
invites Quotation for APAS Scheme within Mal Municipality
eNIT No. MM/C/APAS/07/2025-26 (Sl 01 to 28)
Memo No. MM/C/1271/2025-26 Dt. 24.11.2025.
Last date of receiving application : 08.12.2025 up to 17:00 Hrs.
Details of Tender Documents will be available at our office website **www.malmunicipality.org** and in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Chairman
Mal Municipality

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৮-এএমসি-কন্ট্রি-কেআইআর-২৫; তারিখ : ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা "সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম"-এ মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: ০২ (দুই) বছরের জন্য কাটিহার কোচিং ডিপোর স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক লন্ড্রির কম্প্রিহেনসিভ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৩৮,৬৭,৯৬২.৪৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি : ৭৭,৪০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Tender vide e-N.I.T No.:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-22/2025-26,
Memo No. 4161/JM DATE: 06/12/2025
Tender ID : 2025_MAD_5000282_1
Tender ID : 2025_MAD_5000282_2
Tender ID : 2025_MAD_5000282_3
Tender ID : 2025_MAD_5000282_4
Tender ID : 2025_MAD_5000282_5
Tender ID : 2025_MAD_5000282_6
Tender ID : 2025_MAD_5000282_7
Tender ID : 2025_MAD_5000282_8
Last Date of bidding (On line) dated: December 23, 2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my clients Sri Gautam Agrawal and Sri Mukesh Agrawal, both are sons of Sri Gobind Lal Agrawal and Smt. Rashmi Agrawal, wife of Sri Ajay Agrawal, residing at Pustakalaya Road, Campus Dedani, P.O., P.S. and Dist. Forbesganj, Bihar are the absolute owner of the landed property measuring 9 Katha 13 Chhataks 40 sq. ft. in Plot No. 117(R.S), 4(L.R.), Khatian Nos. 239 (R.S), 87,88 & 89 (L.R.), Mouza - Dabgram, J.L. No. 2, Sheet No. 8 (R.S), 25 (L.R.), Ward No. 41 under Siliguri Municipal Corporation, Police Station - Bhaktinagar, District of Jalpaiguri and my clients have lost their Chain Deed being Deed No. I - 6401 for the year 2012 in the name of Sri Avishek Lakhotia, son of Sri Uday Lakhotia and one of them namely Reshmi Agarwal lodge a General Diary before the Adarsh Thana, Forbeshganj vide S.D. Entry NO. 0195 dated 04-12-2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.

Tapash Nandi
Advocate, Siliguri
94341-51274 (Cell)

রঙিয়া ডিভিশনে ১২টি বহুমুখী স্টলের জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের ১২টি বহুমুখী স্টলের জন্য ৫ বছরের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং: আরএনওয়াই-এমপিএস-০৪; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট): ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়। দিন: ১৮২৬।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বর্ণনা
এএ/১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'এ' শ্রেণির বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ।
এএ/২	এমপিএস-আরএনওয়াই-এসবিই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'ই' শ্রেণির সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ।
এএ/৩	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'ই' শ্রেণির ডেকারগাঁও স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায়।
এএ/৪	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএমএম-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'ডি' শ্রেণির নিউ মিসামারী স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায়।
এএ/৫	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'ই' শ্রেণির ডেকারগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ।
এএ/৬	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'এ' শ্রেণির বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ।
এএ/৭	এমপিএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'ডি' শ্রেণির গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ।
এএ/৮	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'এ' শ্রেণির বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ।
এএ/৯	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'এ' শ্রেণির বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ
এএ/১০	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'এ' শ্রেণির বরপেটা রোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ।
এএ/১১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-৫-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'এ' শ্রেণির বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-২ এ।
এএ/১২	এমপিএস-আরএনওয়াই-ভিএনই-এমপিএস-২৯-২৩-১ (এমপিএস-বহুমুখী স্টল)	'ই' শ্রেণির বিশ্বনাথ চরআলি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-১ এ।

বন্ধের তারিখ এবং সময় : ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১২:২০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন লিভিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৯৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ০৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ৩৫-এপি-III-২০২৫। কাজের নাম: সিনি. ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআইভিই এসটিটি. নং. ১২-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫, ১৩-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫, ১৪-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫ এবং ১৫-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৪-২৫ এবং ৩০-ইঞ্জি-এপি-III অব্ ২০২৫-২৬-এর অধীনে ব্রডগেজ ৬০কেজি/৫২ কেজি রেলের জন্য ফ্যাব্রিকেশন, অ্যাসেম্বলি ইন-সিটু জি-৩/এল আকার গ্লু ইনসুলেটেড জয়েন্টস। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৪,৫৫,০৪৪.৪০ টাকা; বায়নার ধন: ২,১৭,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৬-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
DHURANDHAR
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt & Others
Time : 1.00, 4.45 P.M.
(2 Shows daily)

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
*ing : Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshay Khanna, R Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun
Time : 11:30A.M., 3:15 & 7:00 P.M.
A.C/ Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

রঘু ডাকাত 2	SHOW TIME 11.00 AM, 1.30 PM BENGALI (U/A)
TERE ISHK MEIN	SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস	SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (A)

বইপত্র

■ স্পোকেন ইংলিশ দ্রুত শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতির একটি গাইড বুক রচনা করেছি। ডাকযোগে নিতে পারেন। বিস্তারিত জানতে ফোন : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/119189)

টিউশন

■ বাড়ি গিয়ে/ব্যাচে যত্ন সহকারে VI-XII Math/Sci (CBSE, ICSE, W.B.) পড়ানো হয়। (M) 8250947913. (C/119186)

লিজ

■ Required Land 1 bigha or Building on it for play school on lease/Rent or franchise Basis in Siliguri Area or Alipurduar Area for Play School contact 9144433325. (C/119188)

ভাড়া

■ 3 BHK Flat for rent with Garage (Toilet available), 1st Floor, Sachin-Sourav Apartment, Collegepara, Siliguri. And Commercial Space for rent at Jalpai more. (M) : 9153731359. (C/119190)

ভাড়া

■ Flat Rent Sree Maa Sarani, Lake Town, Siliguri. Mob- 9832302437. (C/119185)

■ ভালোবাসা মোড়, 1st Floor, 1500 sqf Bank, Office, Institute ভাড়া দেওয়া হবে। M-7908205079. (C/119601)

■ ফ্ল্যাট ও টিন শেড রুম ভাড়া আছে-N.S. রোড, বাইলেন, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, ফোনের সময়- 10 AM -9 PM. (M) 9475764429. (C/119186)

■ জলপাইগুড়ি শহরে দ্বিতল গৃহের নীচতলায় জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা সহ 2 BHK ভাড়া 6500/-. M-9972238912. (C/119222)

■ N.J.P. মেইন রোডে অফিস শোরুম, হোটেল, দোকানের জন্য, জল, বাথ সহ ঘরভাড়া দিব। M-9474962177. (C/119480)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক ও Document সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 9332115689. (C/119611)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-. (C/119188)

Calendar/Dairy

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস', পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M-9832083404. (C/119149)

ক্রয়

■ 2BHK /3BHK ফ্ল্যাট বা 1½ কাঠা / 2 কাঠা বাড়ি ক্রয় করতে চাই। এরিয়া কোচবিহার শহর। M : 9083925882. (C/119467)

ডিস্ট্রিবিউটর চাই

■ 'শ্রী দুর্গা' চানাচুর, ভুজিয়া, চিঁড়াভাজা, চিপস ও বিভিন্ন স্ন্যাক্স বিক্রয়ের জন্য ডিস্ট্রিবিউটর চাই। ৫/- ও ১০/- টাকা পাউচ প্যাকে উপলব্ধ। 9434024973. (K)

বিক্রয়

■ 1 BHK Flat Sale, College Para, Siliguri. M-9434225148. (C/113642)

■ জলপাইগুড়ি গোমস্তাপাড়ায় নবারুণ সংঘের নিকটে প্লটিং করা বাস্তু জমি অতি সত্বর বিক্রয় হইবে। প্রকৃত ক্রেতারাই যোগাযোগ করিবেন। মোঃ- 8250970116/ 7908314190. (C/118928)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/119188)

■ NJP স্টেশনের দক্ষিণে, ভোলা মোড়ের কাছে, টি পার্কের উলটো দিকে ৩.২৫ কাঠা নিজের জমি সত্বর বিক্রয়। 7864995563. (C/119471)

■ কোচবিহার শহরে পৌর এলাকায় ১ কাঠা বাড়ির জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ-9434824178. (C/118932)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119183)

বিক্রয়

■ কলিকাতায় কসবা নিউ বালিগঞ্জে আড়াই কাঠা জমির ওপর গ্যারেজ সহ নীরদায় ৩ তলা বাড়ি বিক্রয়। 1.8 Crore প্রকৃত ক্রেতা যোগাযোগ করুন, দালাল নয়। 70441-67244. (C/119186)

■ আলিপুরদুয়ারে মধ্যপাড়ায় রাস্তার ধারে ৬ ডেসিমেল জমি বিক্রি হবে (দালাল নিষ্প্রয়োজন)। M : 8918976870. (C/119186)

■ 2 BHK Flat 600 S.F. Ground Floor & Garage 105 S.F. Sale. Deshbandhu Para, YMA Ground. M : 79809-88782. (C/119188)

■ জলপাইগুড়ি জেলার চালসা দিনবাজারের কাছে দক্ষিণখোলা (৫৫.২২ ফুট) স্কোয়ার জমি সামনে ৩০ ফুট রাস্তা, ৭ ডেসিমেল রেজিঃ জমি বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। ৯৪৭৪৮৬৪৬০। (C/119221)

■ Flat for sale in South Bharat Nagar Siliguri. First Floor 3 BHK 1350 sqft @3800/- 3rd floor 3 BHK 1050 sqft & 2 BHK 700 sqft, 850 sqft @ 3500/- Ph : 9933042000. (C/119615)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি রানিনগরে 6 কাঠা বাড়ি সহ জমি বিক্রয়। প্রতি কাঠা ২ লক্ষ। মো. 7866039600. (C/119215)

কর্মখালি

■ লেডিস আইটেমে সেলাই কাজ জানা অভিজ্ঞ টেইলার এবং দক্ষ সেলসম্যান চাই। U & Boutique, জলপাই মোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9933634290. (C/119190)

■ ঔষধের দোকানে Computer জানা (Mark) ছেলে প্রয়োজন। শিলিগুড়িতে। (M) 9800899538. (C/119190)

■ Accountant Needed 10 yrs. Exp. For A Firm at Siliguri. Knowledge Tally & GST Return. Salary negotiable. Send CV : 9800191900.

■ Wanted a Teacher (D.El.Ed) for a Bengali Medium Primary School. Preferably with Science/ English background. Mail : pathbhawanhaiderpara@gmail.com. (C/113635)

■ Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/119189)

কর্মখালি

■ Required teachers with B.Ed/D.El.Ed & fluent in English for Sister Nivedita Convent School, Tufanganj (Coochbehar District). Subjects : Eng, Hist, Geog, Science, Math, Comp & Mother Teachers. Accountant, Nurse & School Counsellor needed too. Mail your CV with colour photo in swaksharsirsncs@gmail.com (K)

■ আলিপুরদুয়ারে বাইক সার্ভিসিং দোকানের অফিস সুপারভাইজার প্রার্থী চাই, স্টাফ রুম আছে। (ম) ৮০১৬৩২১২০৬. (C/119496)

■ Sales Executive (Product Sale) Smart and energetic Siliguri, Alipurduar, Kalimpong, Coochbehar, Jalpaiguri, Darjeeling, Gangtok, Singhtam, Islampur, Raiganj, Balurghat, Field Sales (Salary+Incentive) Own 2W. Send CV at 8918663036 parijatgroup.com. (C/119189)

■ শিলিগুড়িতে জাদুকরের পার্ট টাইম স্থানীয় সহকারী চাই। M-9477270222. (C/119186)

■ শিলিগুড়ি, ঘোড়ামোরের কাছে ফুলের বাগান পরিচর্যা করার জন্য কর্মঠ কর্মী চাই। বেতন ৮৫০০/- (M) 7797709455. (C/119186)

কর্মখালি

■ One vacancy for Cosmetic Store in Sales at S S Mrkt. SLG. Salary : 15-20K. Added fooding & lodging. Ph : 8670611309. (C/119608)

■ শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে দোকানে কাজের জন্য লোক চাই। Ph :-99328-90077. (C/119187)

■ অফিস কাম মার্কেটিং স্টাফ এবং পিকআপ ভ্যান ও JCB চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। M :-9832012224. (C/119188)

■ Phansidewa Little Flower School (WBBSE Affiliated) seeks following Teachers. English (M.A., B.Ed.), Gegraphy (M.A., B.Ed) Pure Science (B.Sc, B.Ed). WhatsApp Resume at : 85097-66013. (C/119188)

■ Female Chinese Cook required for Momo Shop Near Delhi. Salary with Accommodation Food. Contact 9910989585. (C/119477)

Medical Representative

■ প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরির জন্য under 26, Graduate যোগাযোগ করুন Iimbibe Skills 8389893897. (C/119163)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাঙ্কি ম্যান... শনিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম বনাম সংহতি

লড়াই জারির বার্তা মমতার

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : একদিকে মুর্শিদাবাদে যখন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বাবরি মসজিদের উদ্বোধন করছেন, তখন কলকাতায় নাম না করে তাঁকে বিঁধলেন তৃণমূল নেতারা। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন প্রতিবছরই তৃণমূল সংহতি দিবস পালন করে। শনিবারও কলকাতার মেয়ো রোডে এই অনুষ্ঠান হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও তিনি আসেননি। তবে রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে সকালেই এক্স হ্যান্ডেলে সংহতি দিবসে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, 'একতাই শক্তি। বাংলার মাটি একতার মাটি, নজরুলের মাটি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাটি। এই মাটি কখনও মাথা নত করেনি বিভেদের কাছে। আগামী দিনেও করবে না।'

সেইসঙ্গে এদিনও তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে সেই নিয়ে সতর্ক করে বলেন, 'যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখুন।'

আজ ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ ব্রিগেডে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : রবিবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 'সনাতন সংস্কৃতি'র উদ্যোগে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে সমবেত গীতাপাঠের এত বড় আয়োজন এই প্রথম বলেই দাবি। সংগঠনের পক্ষে কার্তিক মহারাজ জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ সকলকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।' আর মাত্র কয়েক মাস পর বিধানসভা নির্বাচন।

তার আগে বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর শনিবারই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন। পরের দিনই এই গীতাপাঠের আয়োজন। ফলে বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এভাবেই বেড়ে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও কার্তিক মহারাজ দাবি করেছেন, 'ভোটের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। সমাজে যে অবক্ষয়, তা কাটাতে আত্মিক চর্চা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই এই গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে।'

এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষকণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। এবার ৫ লক্ষ মানুষের জন্য তিনটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ঢোকা ও বেরোনোর জন্য বানানো হয়েছে ১৮টি গেট।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই। রাজভবন সূত্রের খবর, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস যেতে পারেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শনিবার স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ওই কর্মসূচিতে থাকছেন। এছাড়াও বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ উপস্থিত থাকবেন।

শনিবার রাত পর্যন্ত মঞ্চ তৈরির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। রবিবার সকাল ৯টা থেকে এই গীতাপাঠ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই পুলিশের পদস্থ কর্তারা মঞ্চ ও তার আশপাশ এলাকা ঘুরে গিয়েছেন। রেড রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে। অনুষ্ঠানে আসা গাড়িগুলিকে আশপাশের সমস্ত রাস্তায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পথে বিজেপি, বাম, কংগ্রেস

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ২৬-এর নির্বাচনের আগে ধর্মাস্ত্রে শান দিয়ে পথে নামল বিজেপি, বাম, কংগ্রেস। একদিকে হিন্দু অস্ত্রে শান দিয়ে ব্রিগেডের ময়দানে ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আগের দিনই সাধুসন্তদের নিয়ে শৌর্য যাত্রায় হাঁটলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সাংসদ শান্তনু ঠাকুর, বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর অংশ নিলেন ঠাকুরনগরে মতুয়াদের মিছিলে।

এদিন সিমলা স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেন শুভেন্দু। হুমায়ুনের শিলান্যাসকে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'বাবরি মসজিদ তৈরি করে আরবি সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে পার্কসার্কাস থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত বামফ্রন্টের সংহতি যাত্রায় সেলিম বলেন, 'দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করতে হবে।' ধর্মতলা থেকে শোভাবাজার পর্যন্ত সম্প্রীতি যাত্রা করে ধর্মের নামে রাজনীতি প্রতিহত করার বার্তা দিল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'গীতা সবার ঘরে আছে। পড়তে চাইলে লক্ষ কণ্ঠে সংবিধান পড়ুন।'

পিছু ছাড়ছে না আইনি জট

'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীর তালিকায় প্রশ্ন

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশিত তালিকা অসম্পূর্ণ বলে অভিযোগ তুলছেন আইনজীবীদের একাংশ। ফলে নির্দেশ মেনে ৩৫১২ জনের সম্পূর্ণ তথ্য সহ তালিকা প্রকাশের পরেও ফের আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। আইনজীবী মহল এই নিয়ে প্রশ্ন তুললেও এসএসসির কর্তাদের যুক্তি, আদালতের নির্দেশ মেনে শীঘ্রই বাকি থাকা তালিকা প্রকাশ করা হবে। কর্মরত শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে থেকেও ঝাড়াইবাছাই করে তালিকা প্রকাশ করা হবে। যদিও কবে সেই তালিকা প্রকাশিত হবে তা এখনও খোলসা করেনি কমিশন।

শুক্রবার শুধুমাত্র নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৫১২ জন 'অযোগ্য' শিক্ষাকর্মীদের তালিকা প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশ করা হয়নি অপেক্ষমান তালিকায় থাকা নম্বরে গরমিল প্রার্থীদের তালিকা। এসএসসির এক কর্তার কথায়, যেহেতু এই তালিকা প্রকাশের জন্য কোনও নির্ধারিত সময় আদালত বেঁধে দেয়নি, তাই সবদিক খতিয়ে দেখে ধীরেসুস্থে কমিশন এই তালিকা প্রকাশের প্রস্তুতি নিচ্ছে। লক্ষ্য রাখছে যেন কোনওরকম আইনি জটিলতার পুনরাবৃত্তি না হয়। তালিকা প্রকাশের বিষয়ে আইনি পরামর্শও নিচ্ছে কমিশন। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের কথায়, 'যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ প্রার্থীদের তালিকা এখনও প্রকাশ করেনি কমিশন। এই নিয়ে আদালতে জানাব আমরা।'

আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশ মেনে তালিকা প্রকাশ করেনি কমিশন। আমরা আদালতের দ্বারস্থ হব।' এছাড়াও একাধিক আইনজীবী বিষয়টি নিয়ে মামলা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ফের জটিলতা তৈরি হওয়ার সিঁদুরে মেঘ দেখছেন চাকরিহারারা। শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, 'আদালত যখন বলেছে, তখন ওয়েটিং লিস্টে গরমিলের তালিকা প্রকাশ করতে হবেই এসএসসিকে। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যেই সবথেকে বেশি অযোগ্যরা মিশে রয়েছেন। যখন সেই দাগিদের সংখ্যা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন যোগ্যদের বিকল্প সাহায্যের কথা এখনও কেন ভাবছে না রাজ্য সরকার?'

রাজ্যের কাছে ৯০ কোটি চাইল কমিশন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে যুক্ত বিএলওদের জন্য ১২ হাজার টাকা করে এবং সুপারভাইজারদের জন্য ১৮ হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা আগেই ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। এই টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে তারা। এবার সেই বাবদ ৯০ কোটি টাকা চেয়ে রাজ্যের অর্থ দপ্তরকে চিঠি দিল কমিশন। তবে নবান্ন এখনও সেই টাকা বরাদ্দ করেনি। ফলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ শেষ হয়ে গেলে বিএলওরা এই টাকা কবে পাবেন, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। যদিও কমিশনের কর্তাদের দাবি, অর্থ দপ্তর আগামী সপ্তাহে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পারে বলে। ওই টাকা পাওয়া গেলে বিএলওদের প্রথম কিস্তিতে টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। বিএলও বা বুথ লেভেল অফিসারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করতে হয়েছে এবং তা পূরণ করে সংগ্রহ করে ডিজিটাইজড করতে হয়েছে। বিএলওদের এই কাজের জন্য প্রথমে ৬ হাজার টাকা করে বরাদ্দ থাকলেও পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়। একই সঙ্গে বিএলও সুপারভাইজারদের পারিশ্রমিক ১২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৮ হাজার টাকা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিএলও, ইআরও, এইআরও-রা এই টাকা আদৌ কবে পাবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

কমিশনের তরফ থেকে এর আগেই এই টাকা দেওয়ার জন্য নবান্নকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নবান্ন সেই টাকা ছাড়েনি বলে প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছিলেন নির্বাচন কমিশনের অফিসাররা। কমিশনের এই বক্তব্যের জবাবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'কেন্দ্রের কাছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা পাবে রাজ্য সরকার। নির্বাচন কমিশন এই টাকা ছেড়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা চিঠি লিখুক। কেন্দ্রীয় সরকার যেদিন ৫০ শতাংশ টাকাও ছাড়বে পরের দিনই রাজ্য সরকার বিএলওদের ১২ হাজার টাকা কেন, ৬০ হাজার টাকা করে দেবে।' অর্থাৎ, রাজ্যের আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে নবান্ন যে এখনই এই টাকা বরাদ্দের দিকে এগোচ্ছে না তা একপ্রকার নিশ্চিত। কমিশনের কর্তারা বলেছেন, যে সমস্ত

বিএলও-দের পারিশ্রমিক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি নবান্ন

রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন হচ্ছে, এই টাকা সেই রাজ্য সরকারই বহন করছে। ফলে এই রাজ্যের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়ে থাকছে।

কমিশন সূত্রে খবর, আগে বিএলওদের ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হত। পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও ইআরও-রা ৩০ হাজার টাকা করে এবং এইআরও-রা ২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। আগে ইআরও এবং এইআরও-রা এই টাকা পেতেন না। ২০১৫ সাল থেকে শুধুমাত্র বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজাররা এই টাকা পাচ্ছেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের বাজেটে এই সংক্রান্ত কোনও অর্থ বরাদ্দ করা নেই। ফলে এই খাতে টাকা খরচ করতে গেলে মন্ত্রীসভার বিশেষ অনুমোদন নিতে হবে। এখনও পর্যন্ত মন্ত্রীসভা সেই অনুমোদন দেয়নি।

বিশেষ সহায়তা শিবির যৌনপল্লিতে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর কাজে সোনাগাছিতে যৌনকর্মীদের সহায়তা করার জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন হতে চলেছে ৯ ডিসেম্বর। দুটি ওয়ার্ডে এনুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত এই বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। তিনটি ক্যাম্প করে কমিশনের আধিকারিকরা যৌনকর্মীদের সমস্যার কথা শুনবেন।

এসআইআর ঘোষণার পর থেকে নথি নিয়ে আতঙ্কে ছিলেন সোনাগাছির যৌনকর্মীরা। কমিশনের কাছে যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি চিঠিও দিয়েছিল। জানা গিয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার ও ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের। দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সভাপতি বিশাখা লস্কর জানান, ১৮ ও ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে তিনটি শিবির করা হবে। যৌনকর্মীদের কারও নাম বাদ পড়ছে কি না বা ফর্ম পূরণে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে ওই ক্যাম্পে। যৌনকর্মীদের সন্তানদের একটি সংগঠন 'আমরা

৯ ডিসেম্বর

পদাতিক'-এর তরফে মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা তিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কমিশনে আবেদন জানিয়েছিলাম। তার ভিত্তিতে যৌনকর্মীদের জন্য বিশেষ শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। আধিকারিকদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি যাতে কোনওরকম অসুবিধা তৈরি না হয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

02.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59G 41479 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে আমি কোটিপতি হব। এই সুযোগ আমার জীবন বদলে দিয়েছে। এখন আমি গর্বিত এবং পরিপূর্ণ বোধ করছি, যেন আমি আসাধারণ কিছু অর্জন করেছি। আমি অন্যদেরও ডিয়ার লটারিতে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করি।"

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা গৌর পদ বিশ্বাস - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

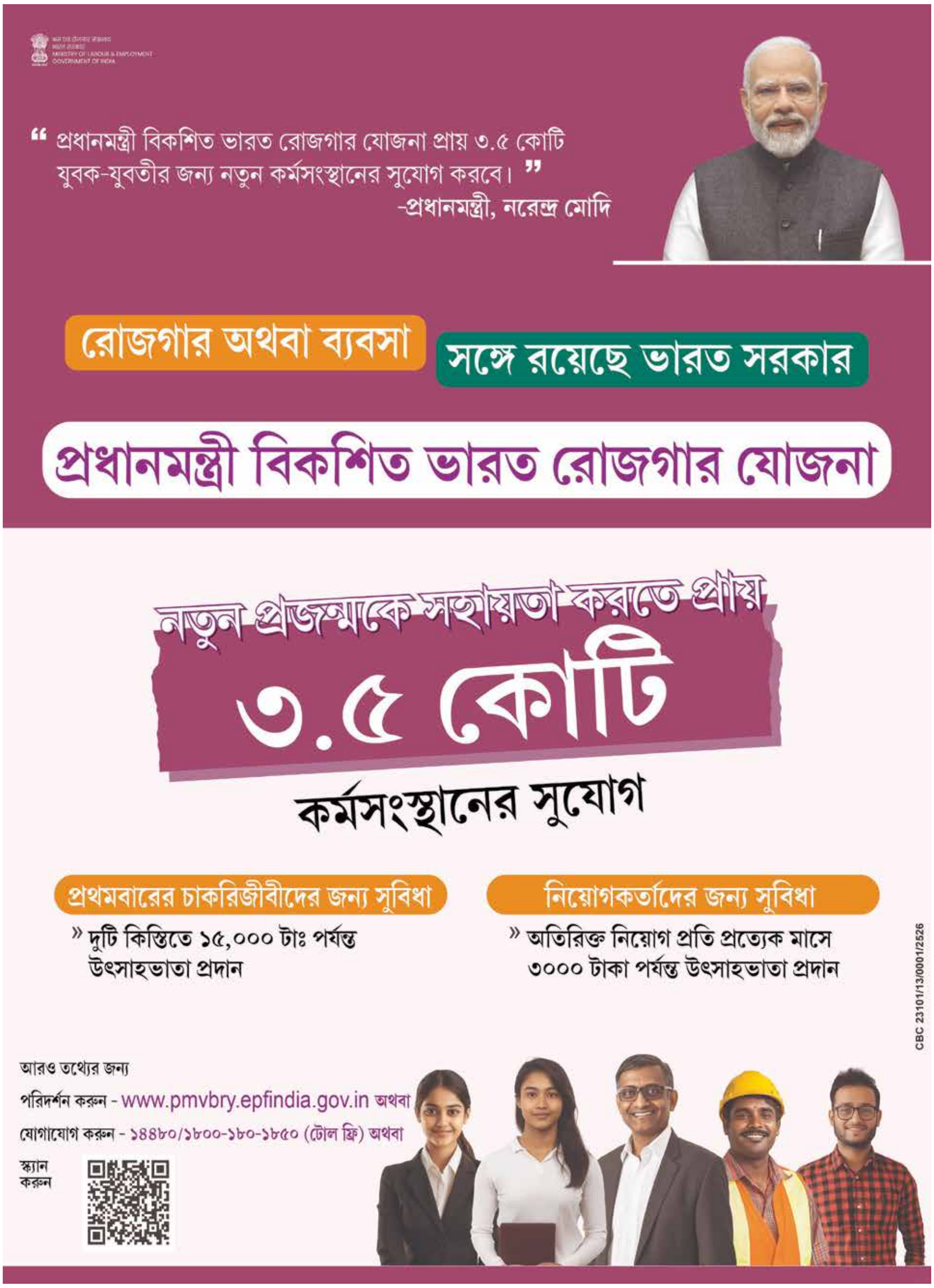

সিনেমা তৈরির জন্য মিডজার্নি, স্টেবল ডিফিউশনের মতো এআইভিত্তিক সফটওয়্যার চোখের নিমেষে স্টোরিবোর্ড, মুডবোর্ড ও কনসেপ্ট আর্ট বানিয়ে দিচ্ছে। সাউন্ড্র'র মতো ইন্টেলিজেন্ট টুল কয়েক সেকেন্ডে কণ্ঠস্বর, মিউজিক ট্র্যাক এবং গান তৈরির সব কাজ গুছিয়ে ফেলতে দারুণভাবে দক্ষ। আর এই সুবাদেই আশঙ্কা বাড়ছে। সিনেমা বানানো ও সুর সৃষ্টির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা প্রমাদ গুনছেন। কিন্তু পরিস্থিতি কি সত্যিই ততটা আশঙ্কাজনক? জাতীয় স্তরে কর্মরত উত্তরবঙ্গের দুই কৃতী উত্তর সম্পাদকীয়র জন্য কলম ধরলেন।

প্রযুক্তি Vs সৃজন

হয়তো একদিন নীতার জন্য সংলাপও লিখে ফেলবে

অভ্রদীপ ঘটক

প্রযুক্তির দুনিয়ায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিঃস্বন্দেহে এক অভাবনীয় বিপ্লব। 'ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট' ব্যাপ্তিতে আধুনিক পৃথিবীতে জীবজগতের পাশাপাশি এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগৎসংসারও ছড়িয়ে চলেছে। মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্কের মতোই সে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে আপডেট করে চলেছে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মানুষের সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত পালটে যেতে চলেছে। বহু চাকরির ভবিষ্যৎ চলে যেতে যাচ্ছে। যাঁরা সিনেমা তৈরি বা গানবাজনা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এআই বেশ গভীর প্রভাব ফেলছে।

আমি নিজে সিনেমা তৈরির জগৎটার সঙ্গে যুক্ত। তাই এ বিষয়ে হয়তো কিছুটা আলোকপাত করতে পারি। এই জগৎ নিয়ে টুকটাক পড়াশোনাও আছে। আর তাই এআই এই জগতে কতটা প্রভাব ফেলছে তা পরিষ্কার টের পাচ্ছি। কিছুটা নাড়াঘাঁটা করে দেখেছি কীভাবে চ্যাটজিপিটি (ChatGPT), জ্যাসপার (Jasper), বা সুডোরাইট (Sudowrite)–এর মতো এআইভিত্তিক সফটওয়্যার ফিল্মের গল্পের কাঠামো, চরিত্র বিশ্লেষণ, দৃশ্য বিভাজন, কিংবা সংলাপ লেখায় সাহায্য করে চলেছে। বিজ্ঞাপন, ফিচার? এই ক্ষেত্রগুলিতেও এআই বেশ দাপট দেখানো শুরু করেছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করতে থাকা ক্রিয়েটিভ নিয়ে ভিজুয়াল পরিকল্পনায় মিডজার্নি (Midjourney), স্টেবল ডিফিউশন (Stable Diffusion) বা 'Krea.ai' স্টোরিবোর্ড, মুডবোর্ড ও কনসেপ্ট আর্ট তৈরিতে ক্রমশই কার্যকর হয়ে উঠছে।

এআই-এ আপাতত সবচেয়ে আলোচিত ক্ষেত্র হল টেক্সট-টু-ভিডিও প্রযুক্তি। নির্মাতা চাইলেই তাঁর বিস্তারিত লিখিত বর্ণনা থেকে ছোট বা মাঝারি ভিডিও ক্লিপ তৈরি করতে পারেন। রানওয়ে জেন-৩ (Runway Gen-3), পিকা ল্যাবস (Pika Labs), লুমা ড্রিম মেশিন (Luma Dream Machine), এবং হাইপার (Haiper)— এই টুলগুলো সিনেমাটিক শট, ডাইনামিক ক্যামেরা মুভমেন্ট এবং ভিজুয়াল ন্যারেশন তৈরিতে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। ওপেন এআই সোরা (OpenAI Sora) বর্তমানে বাস্তবমুখী ও দীর্ঘ ভিডিও তৈরির ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত টুল। ডিপমোশন (DeepMotion) একটি সাধারণ ভিডিও দেখে প্রতিটি চরিত্রের পূর্ণ মোশন ক্যাপচার তৈরি করতে পারে। এই মোশন ক্যাপচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বলিউড, হলিউডে ১০০ কোটির ক্লাবে দেদার চলচ্চিত্র তৈরি চলছে। ডিপফেক ও ডিজিটাল পারফরম্যান্স–এর দাপটও যথেষ্টই। এআই-এর মাধ্যমে মৃত অভিনেতার মুখ পুনর্নির্মাণ থেকে শুরু করে যে কোনও অভিনেতার শিশুকাল বা বার্ধক্যের ভার্সন তৈরি করে তার প্রয়োগ শুরু হয়েছে। একই অভিনেতার একাধিক চরিত্রে উপস্থিতি, বা যাকে বলে ডাবল বা ত্রিপল রোল, খুবই সহজেই বানিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। এমনকি নন-অ্যাক্টরকে এআই–এর জাদুর ছোঁয়ায় দক্ষ পারফর্মার তৈরিও সম্ভব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে নিজের জায়গা শক্ত করছে। আগে যেখানে সিনেমা মানেই ছিল মানুষের পরিশ্রম, দীর্ঘ সময় আর বিপুল খরচ, এখন সেখানে এআই অনেক কাজ সহজ করে দিচ্ছে। চিত্রনাট্য লেখার প্রাথমিক খসড়া তৈরি থেকে শুরু করে দর্শকের রুচি বিশ্লেষণ— সবেতেই এআই ব্যবহার হচ্ছে। ভিএফএক্স ও গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রেও এআই এক নতুন বিপ্লব এনেছে। কম খরচে ও কম সময়ে জটিল দৃশ্য তৈরি করা এখন সম্ভব হচ্ছে। এআই শুধু প্রযুক্তিগত সহায়তা নয়, বক্স অফিস সম্ভাবনা আন্দাজ করতেও স্টুডিওগুলিকে সাহায্য করছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃজনশীলতার গুরুত্বও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

কিন্তু এটাই কি 'সব'? হয়তো না। বা বলা ভালো নিশ্চিতভাবে না। আধুনিক এআই-নির্ভর চিত্রনাট্য, চরিত্র সৃষ্টি বা দৃশ্য নির্মাণে দেখা যায় একই ধাঁচের গল্প, ফর্মুলা-নির্ভর গঠন ও একদম আবেগহীন চরিত্র চিত্রায়নে বারবার উঠে আসে। মানবিক অনুভূতি, সময়, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং সবচেয়ে জরুরি হিসেবে পরিচালক এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা— এসব এখনও একদমই অনুকরণ করতে পারে না। ফলে চলচ্চিত্রের ধীরে ধীরে রোবোটিক ও পুনরাবৃত্তিমূলক হয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। এআই জেনারেটেড সিনেমা দেখে মনে হয় র‍্যাপার সমেত চকোলেট চিবিয়ে খাচ্ছি। রাশমিকা মান্দানার মতো তারকাদের 'ডিপফেক' ভিডিওর মাধ্যমে এই প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ বেড়েছে। সামগ্রিকভাবে, এআই নির্মাণ প্রক্রিয়াকে দ্রুত করলেও, এটি সৃজনশীল কর্মী এবং বিশেষত জুনিয়ার আর্টিস্টদের কাজের উপর প্রভাব ফেলছে, যা ভবিষ্যতে আরও বড় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

তবে ভালো দিকও আছে। সাম্প্রতিক অস্কার জয়ী অ্যাড্রিয়েন ব্রডি র, 'দ্য ব্রুট্যালিস্ট ছবিতে' হাঙ্গেরিয়ান উচ্চারণ পালটে এআই–এর সাহায্যে আমেরিকান উচ্চারণ যুক্ত করা হয়েছে। এতে ছবির মান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে এআই প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে। আইএফএফআই-এর মধ্যে 'সিনেমা এআই হ্যাকাথন'-এর মতো বিশেষ প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠছে, যেখানে 'বেস্ট এআই ফিল্ম', 'বেস্ট এআই ভিজুয়াল ডিজাইন', 'মোস্ট ইনোভিটিভ ইউজ অফ এআই' বিভাগ থাকছে। এআই–এর সাহায্যে নির্মিত সিনেমা ধীরে ধীরে মূল ধারার সিনেমায় প্রবেশ করবে। অস্কার আয়োজক সংস্থা, 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বিষয় জানিয়েছে। মানুষের সৃজনশীল ভূমিকা যথেষ্ট রয়েছে এমন সিনেমায় যদি জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলেও সেটি অস্কারের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলে তারা জানিয়েছে।

আমরা যাঁরা এ ধরনের সৃজনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের অনেকেই হয়তো ভয় পাচ্ছি। সেই ভয়টা হয়তো অমূলক। আর্টের মর্যাদা দেওয়া হয়নি সর্বত্র। কম্পিউটার আমাদের জীবনে আসার পরও মানুষ এই ভয়টাই পেয়েছিল। ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কারের পর টেকনিশিয়ানরা সেদিন পর্যন্ত ডিজিটাল সিনেমাকে স্বীকৃতি দেননি। স্টিল ফোটোগ্রাফির বয়স ১৫০ বছর হলেও তাকেও সর্বত্র শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই টানাপোড়েন হয়তো থেকেই যাবে।

গোদার, ফেলিনি বা কিয়রোস্তামির মতো জাদুকররা তাঁদের নিজস্ব জাদুকাঠির ছোঁয়ায় সিনেমাকে প্রাণ দেন। এআই–এর হাতে সেই জাদুকাঠি কোথায়?

তবুও আমরা সুদূর ভবিষ্যৎ দেখতে পাই, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর মতো অতিকৃত্রিম প্রোবাবিলিটি এবং স্ট্যাটেস্টিক্যাল ডেটা অ্যানালাইসিস প্রোগ্রাম হয়তো আগামী কোনও এক দিনে লিখে ফেলবে ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা'য় নীতার সেই বিখ্যাত সংলাপ 'দাদা আমি বাঁচতে চাই!'

সেটা কি সম্ভব? এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আমরা সেই দিনটি দেখার অপেক্ষায়।

লেখক ফিল্মমেকার। জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির

অন্যের ভাবনায় মৌলিক সুর সৃষ্টিতে দারুণ

মৈনাক মজুমদার

খুব সহজে একটি গান তৈরি করে ফেলা আজকাল হয়তো কোনও ব্যাপারই নয়।

গত কয়েক বছর ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই গানের জগতে একটি বিশাল পরিবর্তন এনেছে, যা আমরা এখন খুব সহজে দেখতে পাচ্ছি। এই পরিবর্তনটি এত দ্রুত হচ্ছে যে এটি এখন আর আলোচনার বিষয় নয়, বরং বাস্তব। সুনো (Suno), ইউডিও (Udio), সাউন্ড্র (Soundraw) -এর মতো আধুনিক টুলগুলি এখন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কণ্ঠস্বর, মিউজিক ট্র্যাক এবং গান তৈরির সব কাজ গুছিয়ে ফেলতে পারে, যেমন: গানের মেজাজ ঠিক করা, বিভিন্ন যন্ত্রের শব্দ মেলানো, এমনকি দুটি আলাদা ধরনের গানকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া। এই কারণে স্পটিফাই (Spotify), ইউটিউব মিউজিক (YouTube Music), অ্যাপল মিউজিক (Apple Music) -এর মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মগুলিতে এআই দিয়ে তৈরি গানের সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে এবং আক্ষরিক অর্থেই বাজারের একটি বড় অংশ দখল করে নিচ্ছে। এই প্রযুক্তি যেমন অনেক সুবিধা এনেছে, তেমনই সুরকারদের মনে অনেক ভয় এবং সমস্যা তৈরি করেছে।

এই প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় এবং ইতিবাচক দিকটি হল গান তৈরির খরচ এবং সময় খুব তাড়াতাড়ি কমে আসা। আগে একটি ভালো গান বানাতে প্রচুর টাকা এবং প্রায় এক মাসের মতো সময় লাগত। কারণ স্টুডিও ভাড়া করা, মিউজিশিয়ানদের পারিশ্রমিক দেওয়া— এসবের জন্য অনেক খরচ। এখন সেই কাজ অনেক কম টাকা এবং মাত্র এক সপ্তাহে, এমনকি কখনো-কখনো কয়েক দিনে হয়ে যাচ্ছে। এই সুবিধা ছোট এবং স্বাধীন শিল্পীদের জন্য বিশাল সুযোগ এনেছে, যাঁরা আগে অর্থের অভাবে তাঁদের গান প্রকাশ করতে পারতেন না। এছাড়াও, যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য ভিডিও তৈরি করেন (যেমন ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউব), তাঁদের প্রতিদিন অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দরকার হয়। এআই সেই দরকারি কাজগুলো খুব সহজে এবং কোনও কপিরাইটের ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে দিচ্ছে। এর ফলে সবাই খুব কম খরচে এবং খুব তাড়াতাড়ি ভালো মানের কনটেন্ট বানাতে পারছে। এআই আসলে গান তৈরির প্রক্রিয়াকে সবার জন্য সহজ করে দিয়েছে।

এআই মানুষের সৃজনশীলতাকেও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন কোনও শিল্পী যদি কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে না-ও পারেন, তবুও তিনি নিজের মনের মতো জটিল সুর তৈরি করতে পারছেন। এআই শিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের গান সহজে তৈরি করতে সাহায্য করছে। ধরা যাক, কেউ বাউলের সঙ্গে আধুনিক পপ মিউজিক বা ক্ল্যাসিকাল সংগীতের সঙ্গে ফিউচার বেস মিশিয়ে গান বানাতে চাইছেন— এআই তা সহজে করে দিচ্ছে। এর ফলে শিল্পীরা নতুন ধরনের গান নিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ পাচ্ছেন। অনেক অভিজ্ঞ মিউজিক প্রোডিউসার এখন এআই-কে একজন 'সহকারী' হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাঁরা এআই দিয়ে প্রথমে একটি ডেমো বা প্রোটোটাইপ তৈরি করে নেন এবং পরে তাতে নিজেদের আবেগ, বাদ্যযন্ত্রের সূক্ষ্মতা ও ভালো সুর যোগ করে গানটিকে পুরোপুরি তৈরি করেন। এটি কাজের গতি ও মান দুটোই বাড়াতে সাহায্য করছে।

তবে এই প্রযুক্তির কিছু খারাপ দিকও আছে, যা নিয়ে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে বড় বিতর্ক চলছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল গানের মালিকানা (কপিরাইট) এবং শিল্পীর ন্যায্য টাকা (রয়্যালটি) নিয়ে। সুনো (Suno) -এর মতো কোম্পানিগুলো লক্ষ লক্ষ আসল শিল্পীর গান থেকে অনুমতি না নিয়েই তথ্য সংগ্রহ করে তাদের এআই মডেল তৈরি করেছে। এই কারণে বিশ্বের বড় বড় মিউজিক কোম্পানি (যেমন- রিয়া (RIAA), সোনি (Sony), ইউনিভার্সাল (Universal)) তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা বা কেস করেছে। যদিও বড় কোম্পানিরা কিছুটা সমাধান পেয়েছে, কিন্তু ছোট ও মাঝারি শিল্পীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য কোনও সহজ উপায় এখনও তৈরি হয়নি।

এছাড়াও, অনেক মানুষের কাজ হারানোর ভয় সত্যি হচ্ছে। যাঁরা সিনেমার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা বিজ্ঞাপনের জিঙ্গল তৈরি করতেন, সেইসব কম্পোজার ও সেশন মিউজিশিয়ানরা এখন কাজ হারাচ্ছেন। কারণ এআই দ্রুত এবং অনেক কম খরচে এই ধরনের কাজ করে দিচ্ছে। হলিউডে সিনেমা বা সিরিজের স্কোর তৈরির কাজ ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমে গিয়েছে, কারণ প্রযোজকরা কম খরচে এআই দিয়ে তৈরি মিউজিকের দিকে ঝুঁকছেন। অন্যান্য দেশেও একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে, যা পেশাদার মিউজিশিয়ানদের জীবনধারণের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। কলকাতা বা মুম্বইতেও এই প্রবণতা চোখে পড়ার মতো।

আরেকটি বড় সমস্যা হল গানের বাজারে গানের 'ঢল' নেমে আসা। প্রতিদিন এত বেশি নতুন গান আপলোড হচ্ছে, যার বেশিরভাগই এআই-এর তৈরি, ফলে আসল শিল্পীদের ভালো গানগুলো শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক গানের ভিড়ে আসল প্রতিভা খুঁজে বের করা কঠিন। শিল্পীরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন তাঁদের কণ্ঠস্বর নকল হওয়া নিয়ে। এআই ব্যবহার করে হুবহু কারও কণ্ঠস্বর নকল করে গান তৈরি করা হচ্ছে (যেমন ড্রেক বা দ্য উইকেন্ডের নকল গান তৈরি হয়েছিল), যা তাঁদের পরিচয় ও কাজকে চুরি করার সমান। বড় মিউজিক কোম্পানিগুলো যদি শুধু এআই দিয়ে তৈরি শিল্পী দিয়ে কাজ শুরু করে, তবে মানুষের আবেগনির্ভর শিল্পীদের দরকার কমে যাবে। আমাদের মতো যেসব দেশে গানের কপিরাইট আইন দুর্বল, সেখানকার শিল্পী, বিশেষ করে লোকশিল্পী ও ক্ল্যাসিকাল সংগীতশিল্পীরা এই অপব্যবহারের কারণে আরও বেশি বিপদে আছেন।

সবশেষে বলা যায়, এআই সুরের জগতে একটি বিশাল পরিবর্তন এনেছে। যাঁরা এই পরিবর্তনকে ভয় না পেয়ে মানিয়ে নেবেন এবং এআই-কে শুধু একটি টুল হিসেবে ব্যবহার করে নতুন কিছু তৈরি করবেন, তাঁরাই ভবিষ্যতে টিকে থাকবেন এবং নতুন ধরনের গান তৈরি করবেন। অনেক শিল্পী এখন এআই-কে মেনে নিচ্ছেন এবং নিজের কাজে ব্যবহার করছেন। এই পরিবর্তনকে সফল করতে হলে, শিল্পীদের জন্য ন্যায্য টাকা (রয়্যালটি) নিশ্চিত করতে হবে এবং এআই ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট, সহজ এবং স্বচ্ছ নিয়ম তৈরি করা খুব দরকার। সরকার এবং মিউজিক সংস্থাগুলোর উচিত এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে প্রযুক্তির উন্নতি যেন মানুষের সৃজনশীলতা ও আবেগের মূল্যকে কোনওভাবেই ছোট না করে।

লেখক সুরকার, সংগীত প্রযোজক। জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

টোটোয় প্রসব
২৩ নভেম্বর
মালদা শহরের মকদুমপুর এলাকায় ভিড়ে ঠাসা রাস্তায় টোটোর মধ্যেই প্রসব করলেন এক মহিলা। পাশেই চেম্বার ছিল চিকিৎসক দেবচন্দন রায়ের। তিনি এসে সেই মহিলার নাড়ি কাটেন।

খুন দুই ব্যবসায়ী
২৫ নভেম্বর
দুই ব্যবসায়ীকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ইংরেজবাজারের আম বাগানে এক ব্যবসায়ীর দেহ মেলে। আর কালিয়াচকে খুন করা হয় এক পাঁপড় ব্যবসায়ী আজাহার আলিকে।

হাঁসুয়ার কোপ
২৭ নভেম্বর
ফসলের জমির ওপর দিয়ে ট্র্যাক্টর চালাতে নিষেধ করায় দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল। তা নিয়ে সালিশি সভা বসে। সেই সভাই হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। সেখানে হাঁসুয়ার কোপে দুজনের মৃত্যু হয়।

মারামারি
২৮ নভেম্বর
স্কুলে তখন পঞ্চম ও নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের পরীক্ষা চলছিল। তার মধ্যেই তুমুল হট্টগোল, হইচই। দুই শিক্ষকের মধ্যে তুমুল মারামারি শিলিগুড়ির একটি স্কুলে। তাঁদের মধ্যে মারামারি নিয়ে থানা-পুলিশ পর্যন্ত হয়েছে।

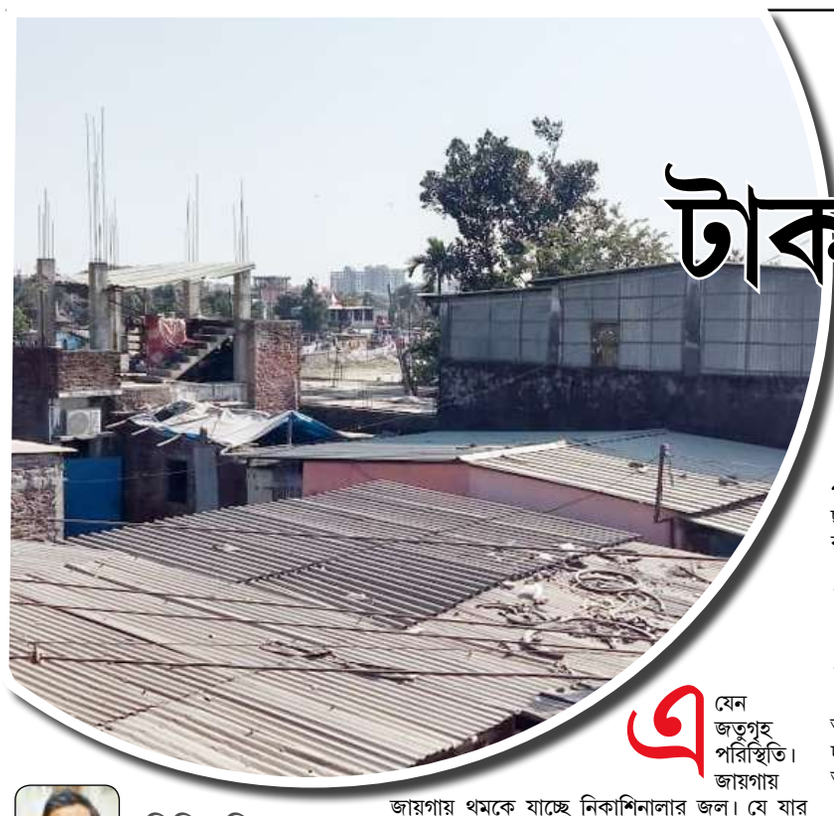

ফ্যালো টাকা, বানাও ইমারত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়িতে বামেদের বোর্ড, পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের বোর্ড- সব আমলেই একই ছবি। কোনওরকম প্ল্যান ছাড়াই যে যেমন খুশি নির্মাণ করছে। আশ্চর্যজনকভাবে বিরোধী আসনে থাকা নেতারা অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সরব হলেও ক্ষমতায় আসার পর অবস্থান বদলে ফেলছেন। ক্ষমতায় আসার পরেই তাঁরা সেইসব অবৈধ নির্মাণকে সমর্থন করতে শুরু করছেন।

এ যেন জতুগৃহ পরিস্থিতি। জায়গায় জায়গায় থমকে যাচ্ছে নিকাশিনালার জল। যে যার ইচ্ছামতন তুলে দিচ্ছে বহুতল। যেন আকাশছোঁয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। অথচ কোনও কিছুতেই কেউ কোনও নিয়ম মানছে না। দখলদারির জেরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে 'বৃহত্তর' শিলিগুড়ি।

এক-দুটো নয়, দখলদারিতে ছেয়ে গিয়েছে গোটা মহকুমা এলাকা। সকলের সামনেই সবটা হচ্ছে। তাও সবাই চুপ। যে কোনও একটা অবৈধ নির্মাণে হাত দিতে গেলেই তো বাকিগুলোতেও হাত দিতে হবে। তাতে ধস পড়ে যেতে পারে ভোট ব্যাংকে। সেই ঝুঁকি নেবে কোন রাজনৈতিক দল? তাই বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার বদলে রাজনৈতিক নেতারা নিজেরাই এই অবৈধ নির্মাণের 'শিল্পে' জড়িয়ে পড়ছেন। বলা উচিত, নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আর এই কাজে ডান-বাম, সব ফুল সমান।

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিই তো এর প্রমাণ। শিলিগুড়ি শহরে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে কোথাও কোথাও কাউন্সিলাররাই তো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। নির্মাণ ভাঙতে এসে কাউন্সিলারদের বাধার মুখে পড়ে পুরনিগমের কর্তাদের ফেরত যেতে হয়েছে, এমন উদাহরণও আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়েছে বটে। হয়তো সেসব জায়গায় পুরকর্মীরা নির্মাণ ভাঙতে পেরেছেন। কিন্তু তেমন উদাহরণ আর কতগুলি?

শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর থেকে শুরু করে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ রোড। বামেদের বোর্ড, পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের বোর্ড- সব আমলেই একই ছবি। কোনওরকম প্ল্যান ছাড়াই যে যেমন খুশি নির্মাণ করছে। আশ্চর্যজনকভাবে বিরোধী আসনে থাকা নেতারা অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে সরব হলেও ক্ষমতায় আসার পর অবস্থান বদলে ফেলছেন। ক্ষমতায় আসার পরেই তাঁরা সেইসব অবৈধ নির্মাণকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন। এই 'সমর্থনকারী' কাউন্সিলারদের তালিকায় তৃণমূলের নেতারা যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন বিজেপির কাউন্সিলারও। ক্ষমতার আসনে বসে পাড়ার অবৈধ নির্মাণকারীদের পাশে দাঁড়ানোর সপক্ষে তাঁদের সহানুভূতি ও যুক্তির যেন আর শেষ নেই।

কারণটা কী? অবৈধ নির্মাণকারীরা তো তাদের 'দাদাদের' সবটা জানিয়ে এই অবৈধ নির্মাণের কাজে হাত দেয়। তাই তো অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় কাউন্সিলারদের। মহকুমা এলাকার পরিস্থিতি তো আরও খারাপ। পুর এলাকায় অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কিছুটা নড়াচড়া হলেও মহকুমা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈধ নিমার্ণের জেরে নিকাশিনালার গতিপথ খুঁজে বের করাটাই মুশকিল। শহরের কাছেপিঠে খোলাই বক্তরি, তুলসীনগর, রোমিও বস্তির উদাহরণ টানা যেতেই পারে। কাঁচা নিকাশিনালার মুখ বন্ধ করে অট্টালিকা গজিয়ে উঠেছে। মহকুমা এলাকাজুড়ে রয়েছে এই ধরনের ছবি।

বর্ষায় জল জমার পর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান থেকে শুরু করে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যরা অভিযোগ করেন, নিকাশিনালায় নামা যায় না। তাই পরিষ্কার হয় না। কিন্তু সেই দখলদারি সমস্যার সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় কি? প্রশ্ন করলে উত্তর মেলে না।

আসলে ভোট ব্যাংকের পাশাপাশি অবৈধ নির্মাণগুলোর পেছনে রয়েছে মোটা টাকার খেলা। স্থানীয় 'দাদারা' মূলত যেখানে লিংকম্যানের কাজ করে। বড় ধরনের অবৈধ নির্মাণ হলে তো কথাই নেই। খবর পেয়েই স্থানীয় নেতারা ছুটে আসে টাকা নেওয়ার জন্য। তারপর 'ডিল' হয়ে যায়। ভরা পকেটে কে আর অবৈধ নির্মাণ নিয়ে মাথা ঘামায়?

আশা দেখাচ্ছে মহিলাদের লড়াই

সুবীর মহন্ত

যদি মনে করা হয় যে, সেই চোলাইয়ের ঠেকগুলিকে কেন্দ্র করে সেই এলাকায় কেবল নিরাপত্তার অভাব তৈরি হয়েছে, তা ভুল। আসলে অবৈধ মদের কারবারকে কেন্দ্র করে এলাকায় সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার হতাশার সুর শোনা গিয়েছে। তাঁরা বলছেন, বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকার অনেক বদনাম। ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো পরিবার থেকে বিয়ের সম্বন্ধ পর্যন্ত আসছে না।

প্রদীপের নীচে অন্ধকার। বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পরিচয় দিতে গেলে, এক কথায় এই প্রবাদটিই যেন সত্য।

সেখানে বছরের পর বছর ধরে রমরমিয়ে চলে অবৈধ মদের ঠেক। বছরের পর বছর এই অবৈধ কারবার শহরের মধ্যে চললেও, কেউই যেন তা দেখতে পায় না। অথচ ওই চোলাইয়ের ঠেকগুলিকে কেন্দ্র করে মদ্যপদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি ও অশান্তিতে আশপাশের পাড়াগুলির বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ ও তিতিবিরক্ত। এতদিন পর্যন্ত এই অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতাকেই নিজেদের ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

কিন্তু সম্প্রতি ছবিটা বদলেছে। সেখানে লড়াই শুরু হয়েছে। বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়ায় বাইশ বছর বয়সি রাহুল সিংহের মৃত্যুর পর মদের ঠেকের বিরুদ্ধে ওই এলাকার প্রমীলা বাহিনীর বিদ্রোহ সকলের নজর কেড়েছে। প্রতিবাদী মহিলাদের ওই মদ ব্যবসায়ীদের মারধরের মুখে পড়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে। তারপরেও ওই প্রতিবাদীরা মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দমে না গিয়ে, আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এলাকার মহিলাদের দাবি, বড়রা তো বটেই, শিশুরাও সেখানে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। স্বামী ও সন্তানদের জন্য সংসারে রোজকার অশান্তি। গত এক বছরে বিভিন্ন বয়সি প্রায় ৮ থেকে ১০ জন বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা নিয়মিত মদ্যপান করতেন বলে পরিবারের লোকজন দাবি করেছেন। ওই এলাকার তরুণ-তরুণীদের দাবি, সেই এলাকার কয়েকঘর বাসিন্দা এই ঠেকগুলি চালাচ্ছেন। আর তাঁদের এই মদ বিক্রি করার কারণে গোটা এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়ে গিয়েছে।

যদি মনে করা হয় যে, সেই চোলাইয়ের ঠেকগুলিকে কেন্দ্র করে সেই এলাকায় কেবল নিরাপত্তার অভাব তৈরি হয়েছে, সেকথা ভাবলে ভুল হবে। আসলে অবৈধ মদের কারবারকে কেন্দ্র করে সেই এলাকায় একটা সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বারবার হতাশার সুরই শোনা গিয়েছে। তাঁরা বলছেন, বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকার এখন অনেক বদনাম। এই এলাকার ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো পরিবার থেকে বিয়ের সম্বন্ধ পর্যন্ত আসছে না। আর তাই হয়তো স্থানীয় বাসিন্দাদের ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গিয়েছে। এখন ওই এলাকার মহিলারা সংঘবদ্ধ হয়ে চোলাই কারবারিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

দীর্ঘ বছর ধরে ওই এলাকায় যে চোলাইয়ের কারবার রমরমিয়ে চলছিল, তার খবর এবার কানে উঠেছে পুলিশের। পুলিশ ও প্রমীলাবাহিনীর যৌথ নজরদারিতে ওই এলাকায় হয়তো অচিরেই চোলাইয়ের ব্যবসা বন্ধ করা যাবে। কিন্তু শহরের বাকি এলাকায়?

নাটকের শহর বলে খ্যাত বা সংস্কৃতির শহর বলে গর্ববোধ করা বালুরঘাটবাসীর কাছে অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় এই মাদক কারবারিদের কাণ্ডকারখানা। শহরের ২৫টি ওয়ার্ডের অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ ওয়ার্ডে এই অবৈধ চোলাইয়ের কারবার চলে। অথচ পুলিশের কাছে সেসব নিয়ে কোনও খবরই নেই। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারাই বলছেন, চোলাই নিয়মিত খেয়ে নানারকম রোগ বাধিয়ে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তারপরেও টনক নড়ছে না প্রশাসনের।

আর টনক খুব একটা নড়ছে না মদ্যপদেরও। চেনাপরিচিত গণ্ডির মধ্যেই মদ্যপান করে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও সেসব ঘটনাকে খোড়াই কেয়ার! তারপরেও ওই চোলাইয়ের ঠেকগুলিতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকছেন মদ্যপায়ীরা। এই মদ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মাত্র কয়েকজন মানুষের জন্য আস্ত পাড়া, ওয়ার্ড ছাড়িয়ে শহর বদনাম হয়ে থাকলেও, এই কারবার বন্ধে হুঁশ নেই কারওই। কখনো-কখনো বিক্ষিপ্তভাবে কিছু চোলাই ঠেকে ভাঙচুর করা হয় পুলিশ বা আবগারি দপ্তরের তরফে। মদ তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে তারা। কিন্তু শহর বা শহরতলির এই ঠেকগুলি একেবারে বন্ধ করে দেয় না প্রশাসন। শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমিলাবাহিনী না হয় লড়াই শিখেছে। তারা কি সেই লড়াই শহরের অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে পারবে? এটাই প্রশ্ন।

আরও হিংস্র, আরও একরোখা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বারবার তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হাতি শেষপর্যন্ত মানুষ দেখলেই খেপে যাচ্ছে। না হলে ৩০ নভেম্বর সাতসকালে জটেশ্বরের হাসপাতালপাড়ায় গৃহবধূ প্রতিমা ভদ্রকে দেখে ওভাবে তেড়ে যাওয়ার কারণ ছিল না। হাতি সাধারণত বিরক্ত বা উত্তেজিত না হলে মানুষকে তাড়া করে না। মহিলাটি তো ওই হাতিকে বিরক্ত করেননি।

সাদা চোখে দেখলে মনে হবে, লোকালয়ে হাতি হানা দিচ্ছে। কিন্তু মাত্র দু'দশক আগেকার কথা ভাবলেই স্বীকার করতে হবে, হাতির পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে মানুষই। তরাই-ডুয়ার্সে করিডর হারাচ্ছে হাতি। তাদের রাস্তায়, তাদের এলাকায় গজিয়ে উঠছে বাড়িঘর, বাগান। বন ঘেঁষে সারি সারি রিসর্ট। আক্ষরিক অর্থেই মানুষ বাধা দিচ্ছে হাতিকে।

হাতি বরাবর পরিযায়ী। এক বন থেকে আরেক বন, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্য, এমনকি এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ পাড়ি দেয়। সেই পথ আগলে মানুষ। শুধু কি চিৎকার চ্যাঁচামেচি? বাজি, পটকা, ঢিল, আগুনে তির, কী নেই? বনকর্মীরা পাত্তাই পাচ্ছেন না। চারিদিকে হইহুল্লোড়! তার ওপর রয়েছে ছবি, ভিডিও শিকারিদের উৎপাত। ভিড়ের মাঝে অসহায় বনকর্মীরাই।

ফালাকাটার দলগাঁও বস্তির কথাই ধরা যাক। ওই চা বাগান বস্তিতে মাসখানেক আগে মৃত্যু হয়েছে এক তরুণের। আহত হয়েছে এক কিশোর। ফলে উত্তেজিত সাধারণ মানুষ। তবে উত্তেজনায় তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন ভালোমন্দের ফারাক। ২৩ নভেম্বর সকালেও ওই মহল্লায় দাঁড়িয়ে একটি দাঁতাল হাতি। সেটিকে একপ্রকার ঘেরাও করে রেখে স্থানীয়রা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করছিলেন, বাজি পটকা ফাটাচ্ছিলেন। ঢিল ছুড়ছিলেন। দিশেহারা হয়ে হাতিটি ঢুকে পড়ে মাদারিহাটের ভগতপাড়ায়। এরপর সোজা গিয়ে ওঠে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে। হাইওয়ে পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লাইনও পেরিয়ে যায় হাতিটি।

আর এধরনের ঘটনাগুলিতেই হাতির মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছে, বলছেন বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা। বারবার তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হাতি শেষপর্যন্ত মানুষ দেখলেই খেপে যাচ্ছে। না হলে ৩০ নভেম্বর সাতসকালে জটেশ্বরের হাসপাতালপাড়ায় গৃহবধূ প্রতিমা ভদ্রকে দেখে ওভাবে তেড়ে যাওয়ার কারণ ছিল না হাতিটির। হাতি সাধারণত বিরক্ত বা উত্তেজিত না হলে মানুষকে তাড়া করে না। মহিলাটি তো ওই হাতিকে বিরক্ত করেননি। সকালবেলা তুলসীতলা ঝাঁট দিচ্ছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে ছুটছিলেন প্রতিমা। সাধারণত দেখা যায় ৫-১০ মিটার তাড়া করে রণে ভঙ্গ দেয় হাতি। কিন্তু এক্ষেত্রে ছবিটা ছিল ভিন্ন। প্রতিমা ছুটে গিয়ে কোলাপসিবল গেট খুলে ঢুকতে না ঢুকতেই পেছন দিকে মাথা দিয়ে গুঁতো দেওয়ার চেষ্টা করল হাতিটি। মাইক্রো সেকেন্ডের ব্যবধানে বেঁচে গেলেন মহিলা। আর এতেই স্পষ্ট, কোনও কারণে মানুষের ওপর খেপে রয়েছে ওই হাতিটি।

যুগ যুগ ধরেই হাতির আক্রমণে মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তরাই-ডুয়ার্সে সেই সংখ্যাটা অনেকটাই। ফলে বাড়ছে হাতির হিংস্রতার ঘটনা। এবছরের ২২ অক্টোবর মাদারিহাটের ছেকামারিতে এক তরুণ, খাড়িয়াপাড়ায় এক গৃহবধূ এবং বছর দেড়েকের এক শিশুকে চার ঘণ্টার ব্যবধানে নৃশংসভাবে মেরে ফেলে একটি হাতি। আর বীরপাড়ার রামঝোরা চা বাগানে ১৭ নভেম্বর রাতের ঘটনা শিউরে ওঠার মতোই। হঠাৎ হাতির আক্রমণে পড়ে গিয়েছিলেন পিংকি ঝা নামে এক আইসিডিএস কর্মী। শুঁড়ে পেঁচিয়ে পা দিয়ে চেপে ধরে পিংকির দেহটি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে হাতিটি। এরপর বুক মাথা দুই হাত সহ শরীরের অর্ধেক অংশ ছুড়ে ফেলে দেয় প্রায় ৫০ মিটার দূরে।

ফালাকাটার দলগাঁও ফরেস্ট থেকে মাদারিহাটের ধুমচি ফরেস্টের মধ্যে হাতি যাতায়াতের করিডর রয়েছে হরিপুর, মালঙ্গি বস্তি, দলগাঁও বস্তির ভেতর দিয়ে। প্রত্যেকটি এলাকায় জনসংখ্যা বেড়েছে। যত্রতত্র তৈরি হয়েছে বাড়িঘর। সামনে লোকজনের ভিড় দেখে দিনেরবেলায় করিডরেই দাঁড়িয়ে থাকছে হাতি। ধুমচির ফরেস্ট থেকে জলদাপাড়া এবং খয়েরবাড়ি ফরেস্টে যাতায়াতে হাতির করিডর রয়েছে ডোবোধুরা, শুখাটারি, ডাঙ্গাপাড়া, মণ্ডলপাড়া, প্রধানপাড়া, ছেকামারির ভেতর দিয়ে। দু'দশকে ওই এলাকাগুলিতে কেবল বাড়িঘরের সংখ্যাই বাড়েনি, অনেকে কৃষিজমিতে সেগুন, সুপারি বাগান করেছেন। বন ভ্রম করে অনেকসময় ওই বাগানগুলিতে ঢুকে পড়ছে হাতির পাল। করিডর দিয়ে হাতি যাতায়াত করবেই। তবে পথ আগলাচ্ছেন মানুষ। মাদারিহাটের এক বনাধিকারিক বলছিলেন, 'মানুষকে সামলাব নাকি হাতিকে পথ করে দেব? মানুষ তো কথাই শুনতে চায় না। হাতি উত্তেজিত হবেই।'

কয়েকবছর ধরে হাতির উত্তেজনা ও রাগ, একেকজন মানুষকে মারার নৃশংসতার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে। যার অন্যতম নিদর্শন পিংকি ঝা'র মৃত্যু। আরও আছে। গত বছরের ১ অক্টোবর ধুমচি ফরেস্ট লাগোয়া ময়নাঝোরায় মাছ ধরছিলেন ভবেন রাভা নামে এক প্রৌঢ়। সকাল ন'টা নাগাদ একটি হাতি তাঁর পেটে দাঁত ঢুকিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়। ভবেনের একটি হাত ছিঁড়ে দূরে ছুড়ে দেয় হাতিটি। ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাঙ্গালিবাজনার বিনোদিনী রায়কে আছড়ে মেরে একটি হাত ছিঁড়ে ফেলেছিল হাতি। ২০২৩ সালের ২ নভেম্বর মধ্য খয়েরবাড়ির রাজেন বর্মনকে আছড়ে মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল একটি দাঁতাল হাতি। ২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর সকালবেলা বীরপাড়ার সরুগাঁও বস্তিতে পুলিকর ওরাওঁ নামে এক বৃদ্ধকে দাঁতে গেঁথে দেড়শো মিটার দূরে নিয়ে যায় একটি ক্রুদ্ধ হাতি।

মালবাজার, চালসা, নাগরাকাটা, বানারহাট, বীরপাড়া, কালচিনি এলাকায় দিনেরবেলা লোকালয়ে হাতি ঘুরে বেড়ানো একপ্রকার রোজনামচা। তালুক সদর মাদারিহাট ঘেঁষে রয়েছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। জলদাপাড়ার 'সৌজন্যে' সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা, মাদারিহাটের কোনও না কোনও লোকালয়ে হাতি ঘোরাঘুরি করতেই থাকে।

বন লাগোয়া মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ, ফালাকাটার দেওগাঁও, ময়রাডাঙ্গা, শালকুমারের বাসিন্দারা বলছেন, হাতি আজকাল আর মানুষকে ভয় পায় না। বরং বাজিপটকা ফাটাতে গেলে উলটে তেড়ে যায়। চা বাগানগুলিতে দিনেরবেলা দাঁড়িয়ে থাকছে হাতি। মানুষের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে তিতিবিরক্ত ওরা। আজকাল বনকর্মীদেরও আক্রমণ করে বসছে হাতি। হাতির সংখ্যা বাড়ছে। অথচ কমছে বনের পরিসর। আবার রেডিমেড খোরাকে হাতির খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন হয়েছে। সন্ধ্যা হলেই লোকালয়ে হানা দিচ্ছে হাতি। অন্যদিকে বনকর্মীদের সংখ্যা হাতেগোনা। দিন দশেক আগেই ধুমচি ফরেস্টে প্রায় ১৬০টি হাতি ছিল। সন্ধ্যাবেলা হাতিগুলি বেরিয়ে লোকালয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আর ওদের রোখার চেষ্টা করেছিলেন ধুমচি বিটের মাত্র ৭ জন কর্মী। এই সমস্যার সমাধান কী? মানুষ জানে না।

সিটি স্ক্যান রিপোর্ট দেখেই চলছে চিকিৎসা

নেই এমআরআই পরিষেবা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বয়স প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেলেও এমআরআই পরিষেবা নেই। সরকারি পরিষেবায় এমআরআই করাতে জেলার মানুষকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অথবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে। সেখানেও থাকছে লম্বা লাইন। এমআরআই করানোর নির্দিষ্ট তারিখ পেতে রোগীদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। একই সমস্যা ইকো কার্ডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে। সরকারি পরিষেবায় এখনও ইকো কার্ডিওগ্রাফি চালু হয়নি। সাধারণ মানুষ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে এমআরআই ও ইকো কার্ডিওগ্রাফি চালুর দাবি তুলেছেন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'এমআরআই না থাকায় রোগ নির্ণয়ে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য এমআরআই পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। আমাদের এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের কোচবিহার অথবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠানো ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। ইতিমধ্যে এমআরআই পরিষেবা চেয়ে স্বাস্থ্য

ভবনের কাছে ই-ফাইল পাঠিয়েছি।' দুই বছর আগে শহরের অরবিন্দনগরের বাসিন্দা দিলীপ সরকার কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। কয়েকদিন আগে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মেডিকেল কলেজে গেলে চিকিৎসকরা ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে বলে জানান। চিকিৎসার স্বার্থে তাঁর এমআরআই করানো প্রয়োজন বলে চিকিৎসকরা মনে করেন। দিলীপের ছেলে সৌমিক সরকারের কথায়, 'আমরা প্রথমে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে যোগাযোগ করি। সেখানে পরীক্ষার দিন পেতে দেরি হবে জানানো হয়। এরপর এক পরিচিতর মাধ্যমে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে যোগাযোগ করে সাতদিন অপেক্ষার পর বাবার এমআরআই হয়। এই পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার ছোটাছুটি করতে হয়েছে।'

একই সমস্যায় পড়তে হয়েছে পান্ডাপাড়ার পরিতোষ বিশ্বাসকে। পিঠের যন্ত্রণার কারণে চিকিৎসক তাঁকে মেরুদণ্ডের এমআরআই করার পরামর্শ দেন। অনেকদিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে তিনি পরীক্ষা করান।

মেডিকেল কলেজ সূত্রে খবর, প্রতি মাসে অর্থোপেডিক বিভাগ থেকে ৩০-৪০ জনকে এমআরআই করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বাকি অন্য বিভাগ মিলিয়ে ২০-৩০ জনের এমআরআই প্রয়োজন হয়। এঁদের প্রত্যেককে কোচবিহার অথবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে সরকারি পরিষেবায় পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের

সমস্যা যেখানে

সরকারি পরিষেবায় এমআরআই করাতে জেলার মানুষকে কোচবিহার এমজেএন অথবা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ছুটতে হচ্ছে

এমআরআই করানোর নির্দিষ্ট তারিখ পেতে রোগীদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে

একই সমস্যা ইকো কার্ডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে

অধ্যাপক চিকিৎসক সুদীপন মিত্রের বক্তব্য, 'চিকিৎসা করতে গিয়ে এমআরআইয়ের প্রয়োজন হলেও রোগীর হয়রানির ও খরচের কথা ভেবে পরীক্ষার কথা বলি না। হাসপাতালে সিটি স্ক্যান বিনামূল্যে হয়। সেই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসা করি। কারণ আমাদের এখানে এমআরআই নেই। হাজার হাজার টাকা খরচ করে বেসরকারি জায়গা থেকে পরীক্ষা করানো সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবায় এমআরআই খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরাও চাই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে দ্রুত এমআরআই পরিষেবা চালু হোক।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

গোধূলিবেলায়।। ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে ছবিটি তুলেছেন বিনপুরের পবিত্র মাহাতো।

রাস্তা সংস্কার না হলে ধর্নায় বসার হুমকি

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : পিচের চাদর উঠে গিয়ে ছোট ছোট পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এবড়োখেবড়ো রাস্তাটি সংস্কারের দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসী। এমনকি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যও এই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন। তবে রাস্তার বেহাল দশার কথা বারবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদে জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে অভিযোগ। সানুপাড়ার এই এক কিলোমিটার দীর্ঘ পথের সংস্কার না হলে পথ অবরোধ করে ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সানুপাড়ার এই রাস্তা দিয়ে কোরানিপাড়া, দেউনিয়াপাড়া, ঝাকুয়াপাড়া, মণ্ডলঘাট, কাদোবাড়ি, হলদিবাড়ির কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি রাস্তাটি সংস্কার করা হয়। সেসময়ে পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। অভিযোগ, রাস্তাটি অত্যন্ত নিম্নমানের তৈরি করা হয়েছিল। ফলে দুই বছরের মধ্যেই ওই রাস্তার পিচ উঠে গিয়েছে। এনিয়ে ক্ষোভ জমেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কারের জন্য জেলা পরিষদকে ৭ মাস আগে জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। জেলা পরিষদের তরফে রাস্তাটি যদি সংস্কার না হয়, তাহলে সানুপাড়ার বাসিন্দারা জেলা পরিষদে ধর্নায় বসবে।' এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে সেখান দিয়ে রোগী, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীদের নিয়ে যাওয়া দুষ্কর।

তিতলি সূত্রধর নামে এক কলেজ পড়ুয়ার কথায়, 'রাস্তার জন্য আমাদের কলেজ ও টিউশনে যেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এই রাস্তায় টোটো আসতেই চায় না। অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।' এই বিষয়ে অবশ্য জেলা পরিষদের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : জেলা কংগ্রেস কার্যালয় রাজীব ভবনে শনিবার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বিরুদ্ধে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি বিআর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। এরপর একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য যুব কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক এহেসান খান ও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি সৌরভ প্রসাদ। তাঁরা একটি বিশেষ নম্বর প্রকাশ করেছেন, যে নম্বরে মিসড কল দিয়ে সাধারণ মানুষ রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

বাড়িতে চুরি

ধূপগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : ধূপগুড়ি শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীনগর কলোনি এলাকায় কৃষ্ণ মজুমদার নামে এক টোটোচালকের বাড়িতে চুরির অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেলে সেই চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। কৃষ্ণ জানান, তিনি তখন কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। বিকেলে ফিরে দেখেন ঘরের জানলা ভাঙা এবং আলমারি সহ সমস্তকিছু তছনছ করা। এরপর ধূপগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। কৃষ্ণ জানান, নগদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা এবং সোনার গয়না চুরি গিয়েছে এদিন।

ঝুলন্ত দেহ

মালবাজার, ৬ ডিসেম্বর : তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেমকাঝোরার, থাপা বস্তি, হায়হায়পাথার এলাকার একটি ছোট চা বাগানের মধ্যে গাছ থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল মাল থানার পুলিশ। মৃতের নাম সঞ্জীব ওরাওঁ (২১)। শুক্রবার বিকেলে সঞ্জীব বাজারে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তাঁকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। রাতে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও আর ফেরেননি। শনিবার তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

পতঙ্গবাহিত রোগ ঠেকাতে প্রশিক্ষণ

গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে।

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপ আটকাতে গ্রামীণ চিকিৎসকদের নিয়ে জলপাইগুড়িতে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। জেলার নয়টি ব্লক মিলিয়ে অন্তত ৫০০ জন গ্রামীণ চিকিৎসকের আওতায় এসেছেন। প্রতি ব্লকে একদিন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, জাপানি এনসেফ্যালাইটিস ও ফাইলেরিয়া এই পাঁচ ধরনের মশাবাহিত রোগের পাশাপাশি স্ক্রাব টাইফাস, লেপ্টোস্পাইরোসিসের মতো রোগের বিষয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা গ্রামীণ চিকিৎসকদের জানাচ্ছেন। কারও জ্বর বা নির্দিষ্ট কিছু উপসর্গ নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিষয়টি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পতঙ্গবাহিত রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তা গোড়াতেই চিহ্নিতকরণ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। গ্রামীণ চিকিৎসকদের আরও বেশি করে বার্তাবাহী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে বলা হচ্ছে।'

স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, গাঁ-গঞ্জে কারও জ্বর হলে তাঁরা প্রথমে স্থানীয় গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে ছুটে যান। এক্ষেত্রে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কথা তাঁরা যদি এলাকার আশাকর্মী বা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে জানান তবে স্বাস্থ্য দপ্তর তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করতে পারবে। কোনও কারণে না জানালে পরে এর ফল নেতিবাচক হতে পারে। এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট স্থানের গ্রামীণ চিকিৎসক অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। ওই গ্রুপে জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির খবর সময়মতো জানিয়ে দেওয়ায় ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব রোখা সম্ভব হয়েছে। আবার না জানানোয় উলটো ঘটনার নজিরও রয়েছে।

শনিবার ময়নাগুড়ি ব্লকের ৩০ জন গ্রামীণ চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেখানকার গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সীতেশ বর, সিনিয়ার পাবলিক হেলথ নার্স দেবিকা শা শংকর, নবনীতা মণ্ডল, পাবলিক হেলথ নার্স খুকু ভট্টাচার্য, গৌরী লামা ও ভেক্টর বর্ন ডিজিজেস টেকনিকাল সুপারভাইজার দীপ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ চিকিৎসকরা কী করবেন ও কী করবেন না তা বিশদে জানানো হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৮০০-র কাছাকাছি। এর মধ্যে শুধু নাগরাকাটা ব্লকেই সংখ্যা ৩০০ ছিল।

জেলায় এবার ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা দুশোর কাছাকাছি। শীত পড়তেই অবশ্য পতঙ্গবাহিত রোগগুলির প্রকোপ কমে গিয়েছে। জেলার পতঙ্গবিদ রাহুল সরকারের কথায়, 'রোগ আটকাতে সারাবছর নিবিড় কাজকর্ম চলে। গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ এর অঙ্গ।'

> প্রশিক্ষণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পতঙ্গবাহিত রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তা গোড়াতেই চিহ্নিতকরণ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। গ্রামীণ চিকিৎসকদের আরও বেশি করে বার্তাবাহী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে বলা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ অসীম হালদার**
> *মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জলপাইগুড়ি*

২২টি হাটশেড বণ্টন

বেলাকোবা, ৬ ডিসেম্বর : বেলাকোবা বটতলা রেগুলেটেড মার্কেট হাটে নতুন ২২টি শেড বানানো হয়েছে। শনিবার সেগুলি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বণ্টন করা শুরু হল। স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায় ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হাটশেডের বণ্টন প্রক্রিয়া শুরু করেন। তাতে উপকৃত হবেন ব্যবসায়ীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু, বটতলা মার্কেট হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মহম্মদ শহিদুল প্রমুখ।

শহিদুল বলেন, 'এখানে প্রায় ২৪০ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। এতদিন এখানকার ক্ষুদ্র হাট ব্যবসায়ীদের জন্য কোনও শেডের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁরা রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে ব্যবসা করতেন। তাঁদের সমস্যার কথা বিধায়ক এবং জলপাইগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সেক্রেটারিকে স্মারকলিপি দিয়ে জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া মিলেছে।' বেলাকোবা বটতলার এই হাট ছিল শিকারপুর চা বাগানের দেবী চৌধুরানি মন্দির সংলগ্ন এলাকায়। ১৯৮৫ সালে এই হাট স্থানান্তরিত হয়। সেটি বেলাকোবা বটতলাতে নিয়ে আসা হয়। বিধায়ক জানান, এর আগে প্রথম দফায় ১৮টি ও দ্বিতীয় দফায় ৪২টি হাটশেড বানিয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এবার আরও ২২টি বানানো হল।

রাজ্য সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে প্রায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাটশেডগুলো বানানো হয়েছে। এখানে সোনার দোকান যেমন রয়েছে, তেমনই কাপড়, কলা, মাছ সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে ব্যবসা করা হয়।

আহত তরুণ

নাগরাকাটা, ৬ ডিসেম্বর : শনিবার হারিয়ে যাওয়া মহিষ খুঁজতে যান ম্যানুয়েল মাঝি নামে নাগরাকাটার খেরকাটার দিঘিরপারের এক বাসিন্দা। মহিষ খুঁজতে গিয়ে জঙ্গলে বাইসনের আক্রমণে গুরুতর আহত হন তিনি। এদিন বন্ধুদের সঙ্গে লাগোয়া জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া মহিষ খুঁজতে গিয়েছিলেন ২৩ বছরের ম্যানুয়েল। সেই সময় একটি বাইসন তাঁকে আক্রমণ করে। বাইসনটি চলে গেলে বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

হাতির হানা

চালসা, ৬ ডিসেম্বর : খাবারের লোভে লোকালয়ে এসে কলা বাগানে হামলা চালাল হাতি। মাটিয়ালি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার ঘটনা। শুক্রবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ গরুমারা জঙ্গল থেকে একটি হাতি উত্তর ধূপঝোরা বাজার সংলগ্ন প্রদীপ মাহাতোর কলা বাগানে চলে আসে। বাগানের ২০-২৫টি কলা গাছ নষ্ট করে। স্থানীয়দের চিৎকারে ফের জঙ্গলে চলে যায়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

পুরোনো মামলা যেন সজলের 'রক্ষাকবচ'

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : দমদম নয়, আপাতত কোচবিহার সংশোধনাগারই ঠিকানা কোচবিহারের বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা সজল সরকারের। সল্টলেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া সজলকে দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল। এরপরই তাঁকে পুরোনো একটি মামলায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ কোচবিহার আদালতে তোলে। তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে থাকার পর শনিবার তাঁকে ফের আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা জানিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে দমদম থেকে কোচবিহারে নিয়ে আসার জন্যই কি প্রভাবশালী সজলকে পুরোনো মামলায় আদালতে তুলেছিল পুলিশ? যদিও পুলিশের তরফে এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। আইন অনুযায়ীই সব প্রক্রিয়া চলছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

কয়েকদিন ধরেই একাধিক মামলা নিয়ে চর্চায় রয়েছেন কোচবিহার-২ ব্লকের তৃণমূলের বহিষ্কৃত ব্লক সভাপতি সজল সরকার। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের ঘনিষ্ঠ সজলকে গত ১২ নভেম্বর বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ গ্রেপ্তার করে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে

কোচবিহার

খুনে প্রশান্তর সঙ্গে সজলও জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। বিধাননগর পুলিশ ১০ দিনের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত চালায়। এরপর সজলের ঠিকানা হয় দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার। এরইমধ্যে ২০২৪ সালে কোচবিহারের একটি পুরোনো মামলায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ সজলকে এখানে নিয়ে আসে। কোচবিহার আদালতে তোলা হলে তাঁকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গত তিনদিন ধরে সজল পুণ্ডিবাড়ি থানাতেই ছিলেন। মামলার সরকারি তরফের আইনজীবী সঞ্জয় বর্মনের বক্তব্য, 'সজল এখন কোচবিহার সংশোধনাগারেই থাকবেন। যেহেতু স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় আগে থেকেই তিনি সংশোধনাগারে ছিলেন তাই সেই মামলার শুনানি হলে কোচবিহার সংশোধনাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সেই অংশ নেবেন।'

সজল অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেই পরিচিত। দল থেকে বহিষ্কার করা হলেও এদিন তাঁর অনেক অনুগামীকেই কোচবিহার আদালত চত্বরে দেখা গিয়েছে। ২০২৪ সালের ২৫ অক্টোবর খাগড়াবাড়িতে বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ ছিল সজলের বিরুদ্ধে। তারপর প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। কিন্তু সজল অন্য একটি হত্যাকাণ্ডের মামলায় জেলে যেতেই ২০২৪ সালের সেই পুরোনো মামলায় তাঁকে কোচবিহারে নিয়ে আসা হল। দমদম থেকে কোচবিহারে নিয়ে এসে রাখার জন্যই এই কৌশল নেওয়া হল কিনা, সেই প্রশ্নই এখন কোচবিহারে ঘুরছে।

সরকারি বাস চায় হেলাপাকড়ি

ছোট গাড়িতে বিপজ্জনক যাতায়াত

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : হেলাপাকড়ি থেকে ময়নাগুড়ি শহরে আসার সরকারি বাস নেই। সারাদিনে একটিমাত্র বেসরকারি বাস দু'বার পরিষেবা দেয়। বাধ্য হয়ে ছোট গাড়িতে বাদুড়ঝোলা হয়ে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে হয় যাত্রীদের। দুর্ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবার। স্থানীয়দের দাবি, হেলাপাকড়ি থেকে ময়নাগুড়ি শহর হয়ে জলপাইগুড়ি শহর পর্যন্ত সরকারি বাস চালানো হোক। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বাসিন্দাদের এই দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে এনবিএসটিসি'র ময়নাগুড়ি ডিপো সূত্রে জানানো হয়েছে, বাস কম থাকায় আপাতত এই রুটে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে তারা।

ময়নাগুড়ির পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন হেলাপাকড়ি গ্রাম। ময়নাগুড়ি শহর থেকে হেলাপাকড়ির দূরত্ব প্রায় ২০ কিমি। বর্তমানে ধাপড়া থেকে হেলাপাকড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত একটি বাস চলে। ফলে দিনভর ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি যাতায়াতের জন্য ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ভিড়ের চোটে উপায় না পেয়ে গাড়ির ছাদে বসে কিংবা সিঁড়িতে ঝুলে যাতায়াত করেন যাত্রীরা। স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও থাকে এই যাত্রীদের মধ্যে।

হেলাপাকড়ি থেকে ময়নাগুড়ি আসার সময় ভোটপট্টি থেকে এশিয়ান হাইওয়ে দিয়ে গাড়িগুলিকে আসতে হয়। মাঝেমধ্যেই অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করা গাড়িগুলির বিরুদ্ধে পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয়। কিন্তু পরিস্থিতির বিশেষ হেরফের হয় না। এক ছোট গাড়ির চালকের বক্তব্য, 'যাত্রীদের চাপ খুব বেশি। আমরা অতিরিক্ত যাত্রী নিতে চাই না, ওঁরাই জোরাজুরি করে উঠে পড়েন। আমাদের কিছু করার থাকে না।' যোগাযোগ সমস্যার জন্য অন্যদের পাশাপাশি এলাকার ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়ছেন বলে জানালেন হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতির

অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে যাতায়াত।

সভাপতি উৎপল সেন। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন তিনি। এক যাত্রী রমেশ রায়ের বক্তব্য, হেলাপাকড়ি থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত দিনে অন্তত দু'বার সরকারি বাস চলানো খুব জরুরি।

হেলাপাকড়ির বাসিন্দা তথা ময়নাগুড়ি কলেজের ছাত্র রাজীব সরকার নিত্যদিনের ভোগান্তি নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ। যাত্রীদের সমস্যা এবং সর্বোপরি সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে একাধিক সরকারি বাসের দাবি জানিয়েছেন তিনিও।

একই ফ্রেমে তিনটি গল্প।। শনিবার ইসলামপুরের ডিমরুল্লাতে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

দিদাকে লজে ফেলে রেখে উধাও নাতি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো মাদার মেরির ছোট্ট মূর্তি এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে অশীতিপর এক মহিলা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এনজেপি থানায় ঢুকছিলেন। পাশে হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে হাঁটছিলেন এক তরুণ। থানার গেটের পাশে বানানো টিনের ছাউনি দেওয়া সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর কোনওরকমে বসে সেই বৃদ্ধা হাঁফাতে শুরু করেন। পাশে মেরির মূর্তি রেখে কোনওরকমে চোখের জল মুছছিলেন।

কী হয়েছে? বৃদ্ধার সঙ্গে থাকা এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা দেবজিৎ কুণ্ডু বললেন, 'বৃদ্ধার চিকিৎসা করাবেন বলে তাঁকে নিয়ে নাতি সিকিম থেকে এখানে এসেছিলেন। দুজনে এনজেপিতে আমাদের লজে উঠেছিলেন। পরে নাতি বৃদ্ধাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর ২০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। ফোন করলেও আসছেন না। ঘরভাড়াও মেটাচ্ছেন না। কী করব বুঝতে না পেরে বৃদ্ধাকে নিয়ে পুলিশের কাছে এসেছি।' শুনতে শুনতে বছর ৮১-র শোভা রিতা গুরুংয়ের দুই চোখ জলে আরও ভরে ওঠে, 'যে নাতিকে আমার সঙ্গে ছোট থেকে রেখে কোলেপিঠে মানুষ করলাম, সে-ই আমাকে শেষ জীবনে এসে একা ফেলে চলে গেল। আমার কাছে কিছু খাওয়ার বা কোথাও থাকার টাকাও নেই। তবে মেয়ে বা নাতি কারও কাছেই ফিরে যেতে চাই না।'

লজের মালিক ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডুও শনিবার বৃদ্ধার সঙ্গে থানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'ঘরের ভাড়া, খাওয়ার খরচ মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার টাকা বিল হয়েছে। যার মধ্যে চার হাজার টাকায় আমাদের দেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধা আমার মায়ের মতো। তাই বাকি টাকা আমার প্রয়োজন নেই। সিকিমের ঠিকানা দিতে বৃদ্ধার নাতিকে বলেছিলাম। তাহলে বৃদ্ধাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু ওই ব্যক্তি সেই ঠিকানা দিতে চায়নি।'

ওই বৃদ্ধা জানালেন, কলকাতার তিলজলাতে তিনি ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। স্বামী প্রেম গুরুং ৪০ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। নাতি বিশাল ড্যানিয়েল তামাংকে ছোট থেকে ওই বৃদ্ধা মানুষ করেছেন। সঙ্গে ড্যানিয়েলের মা ওই ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। কিন্তু এক বছর হল বৃদ্ধার মেয়ে সেই বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় অন্য বাড়িতে চলে গিয়েছেন। এদিকে, ড্যানিয়েলের মা অন্য বাড়িতে চলে যাওয়ার পর কলকাতা থেকে এক বছর আগে তিনি দিদাকে নিয়ে সিকিমে চলে যান। সেখানে পারিবারিক সমস্যা হয়। সেই সূত্রেই তিনি চিকিৎসার নামে বৃদ্ধাকে শিলিগুড়িতে এনে এনজেপির লজে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। লজ মালিকের ছেলে দেবজিৎ বলেন, 'বৃদ্ধার নাতি ড্যানিয়েল তিনদিনের জন্য যাওয়ার কথা বলে গিয়েছিল। কিন্তু ২০ দিন পার হয়ে গেলেও তিনি ফিরে আসেননি। ফোন করলেও তিনি আসতে চাননি।'

ড্যানিয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'আমি নিজে মানসিক রোগী। শিলিগুড়িতে দিদাকে কোনও হোমে রাখার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।' এদিকে, গোটা বিষয়টি জানিয়ে লজ কর্তৃপক্ষ শনিবার এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বৃদ্ধাকে একটি হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

এনজেপি থানায় বসে চোখের জল মুছছেন বৃদ্ধা শোভা রিতা গুরুং।

অমানবিক

- বৃদ্ধা কলকাতার তিলজলায় থাকতেন, নাতিকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন
- সেই নাতি সিকিমে বিয়ে করেন, পরে দিদাকে সিকিমে নিয়ে আসেন
- পারিবারিক সমস্যার কারণে দিদাকে এনজেপির একটি লজে রেখে তিনি উধাও হয়েছেন
- ওই বৃদ্ধাকে একটি হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে

রিলে অনশন মঞ্চে বিমল

ডুয়ার্সের চা শ্রমিক মহলে জনভিত্তি তৈরির চেষ্টা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের গোর্খা ভোটে নজর বিমলের। সেই উদ্দেশ্যে চা বলয়ের শ্রমিক আন্দোলনে শামিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সুপ্রিমো। বকেয়া আদায়ের দাবিতে ১৩ দিন ধরে রিলে অনশন করছেন বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা। শনিবার অনশন মঞ্চে হাজির হয়ে আন্দোলনকে আরও তাতিয়ে দিলেন বিমল গুরুং। ছিলেন সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ারও।

পাহাড়ে সেই দাপট হারিয়েছেন মোর্চা সুপ্রিমো। ভোটের বাজারে বড় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আসন নিয়ে দরকষাকষি ছাড়া আর কোনও গতি নেই মোর্চার কাছে। তাই তরাই-ডুয়ার্সে হাত শক্ত করতে চা শ্রমিকদের আন্দোলনকে বেছে নিয়েছেন বিমল। সেইমতো বিমল গুরুংরা বাগ্রাকোট চা বাগানের অফিসের বারান্দায় চালু রিলে অনশন মঞ্চে আসেন।

২৪ নভেম্বর থেকে বাগ্রাকোট চা শ্রমিকরা রিলে অনশনে বসেছেন। শ্রমিকদের ৫টি পাক্ষিক মজুরি, স্টাফ ও সাব-স্টাফদের দু'মাসের বকেয়া বেতন সহ চা শ্রমিকদের আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা আদায়ের দাবিতে বাগ্রাকোট চা বাগানের সমস্ত শ্রমিক ইউনিয়ন যৌথভাবে এই আন্দোলনে নেমেছে। ইতিমধ্যে গত ৩ ডিসেম্বর সমস্যা সমাধানে দাগাপুরে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তরে আয়োজিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেও সমাধানসূত্র মেলেনি। মালিকপক্ষ সেদিনের বৈঠকেও ২৯ নভেম্বরের মতো একটি পাক্ষিকের মজুরি ৪ ডিসেম্বর মিটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আরও একটি পাক্ষিকের মজুরি এক সপ্তাহের মধ্যে মেটানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। শ্রমিকরা মালিকপক্ষের সেই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে বাগানের অচলাবস্থা এখনও চলছে।

এদিন, অনশন মঞ্চে বক্তব্যে সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ার আন্দোলনকে জনসমক্ষে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেন। প্রশাসনের টনক নড়াতে প্রয়োজনে জাতীয় সড়কে অথবা মালবাজারের মতো মহকুমা শহরে গিয়ে জোরদার আন্দোলন করার

বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকদের মঞ্চে বিমল গুরুং। শনিবার।

পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এই গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সব বাগানের শ্রমিকদের এক ছাতার তলায় এনে দাবি আদায়ের আন্দোলনকে তীব্র করার কথাও উঠে এসেছে তাঁর বক্তব্যে।

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের দাবিতে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দিনকয়েকের মধ্যে বাগানের ২০০ শ্রমিক পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিমল। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটবাক্সকে টার্গেট করে চা বলয়ে পুরোনো জনভিত্তি তৈরির চেষ্টা করছেন বিমল। এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বাগ্রাকোট চা বাগানের মালিকপক্ষ সম্মেলন টি অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী কোনওরকম মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

ভোটের অঙ্ক

- ১৩ দিন ধরে রিলে অনশন করছেন বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা
- সেখানে হাজির হন বিমল গুরুং ও সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ার
- চা শ্রমিকদের আন্দোলনকে আরও বড়মাপে করার পরামর্শ দিয়েছেন
- ভোটেবাক্সে নজর রেখে বিমল আন্দোলন মঞ্চে এসেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল

প্রশাসনের উদাসীনতায় জলের জন্য এভাবেই লাইন দিতে হয় গ্রামবাসীকে। ক্ষুদিরামপল্লির রমজান কলোনিতে।

চাঁদা তুলে নলকূপ, কালভার্ট মেরামত

মালবাজার, ৬ ডিসেম্বর : মালবাজার লাগোয়া বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদিরামপল্লির রমজান কলোনিতে একটিমাত্র টিউবওয়েল রয়েছে। টিউবওয়েলটির ওপর প্রায় ১৫০টি পরিবার নির্ভরশীল। কিন্তু গত দুইমাস ধরে সেটি বিকল হয়ে পড়ে থাকায় পানীয় জলের সংকটে পড়েছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে মঙ্গলবার পথেও নামেন তাঁরা। পঞ্চায়েত প্রধান সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দেন। তা সত্ত্বেও শনিবার পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় এদিন এলাকার বাসিন্দা মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল তরুণ নিজেদের অর্থ খরচ করে টিউবওয়েলটি সংস্কার করেন। পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা এলাকার একটি ভগ্নপ্রায় কালভার্টও মেরামত করেছেন। প্রশাসনের এই উদাসীনতার কারণে এলাকায় তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

কলোনির বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে ব্লক অফিস সহ সব জায়গায় ওই বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মেরামতির ব্যবস্থা না হওয়ায় প্রতিদিনই তাঁদের ৩০০-৪০০ মিটার দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছিল। দুই মাসের দুর্ভোগে মানুষের অভিযোগ, জল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। প্রশাসনকেই তা নিশ্চিত করতে হয়। শহরের এত কাছে থেকেও জল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের এই ব্যর্থতা মেনে নেওয়া যায় না।

স্থানীয় বাসিন্দা নাজমা খাতুন বলেন, 'মাল শহরের লাগোয়া এলাকায় থাকলেও দুটি নদী আমাদের কলোনিকে পঞ্চায়েতের মূল অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাই আমরা বারবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছি।' অপর বাসিন্দা অলিয়ার রহমান বলেন, 'বয়স্কদের পক্ষে এত দূরে গিয়ে জল আনা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন অনেকে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।'

এই সমস্যার বিষয়ে ক্ষুদিরামপল্লির ৭২ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি মঞ্জুরানি বসাক জানান, তিনি বিষয়টি পঞ্চায়েত বোর্ড মিটিংয়ে তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এরপরও কেন কাজ হচ্ছে না, সেটি বলতে পারব না।' গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাসমিনারা বেগম অবশ্য বলেছেন, 'ব্লক অফিস থেকে টিউবওয়েলগুলির টেন্ডার করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

শনিবার টিউবওয়েল ও কালভার্ট সংস্কারে উদ্যোগী জয়নুল ইসলাম নামে এক তরুণ বলেন, 'ভোট এলে রাজনৈতিক নেতারা আমাদের খোঁজ নিতে আসেন। ভোট গেলে বঞ্চনার শিকার হতে হয়। '২৬-এর ভোটে আমরা এর সিদ্ধান্ত নেব।'

এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সম্পাদক রাকেশ নন্দী বলেন, 'রাজ্য সরকার নানান প্রকল্পের প্রচার করলেও সেগুলির বাস্তবায়ন হয়নি। তাই জল থেকে রাস্তা সব সমস্যায় মানুষ ভুগছেন। ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও এই ন্যূনতম পরিষেবার অভাব প্রমাণ করে যে, মানুষের বিকল্প নিয়ে ভাবা উচিত।'

উদাসীন প্রশাসন

- ক্ষুদিরামপল্লির রমজান কলোনির টিউবওয়েলটি ২ মাস বেহাল হয়ে পড়ে ছিল
- মঙ্গলবার এই নিয়ে বিক্ষোভও দেখান সেখানকার বাসিন্দারা
- স্থানীয় প্রশাসনে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ
- শনিবার নিজেদের টাকাতেই সেটি সহ একটি কালভার্ট মেরামত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা

শাবক নিয়ে চা বাগান ভ্রমণ

হাতির হানা রুখতে স্থানীয়দের নিয়ে টিম গঠনের দাবি

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৬ ডিসেম্বর : শাবককে শ্রমিক মহল্লা দর্শন করাল মা হাতি। শনিবার সকাল থেকে সেই খবর পেয়ে ছবি তোলার জন্য বাসিন্দাদের হিড়িক পড়ে যায়। মা হাতি ও শাবক ঘুরে বেড়ায় শালবনজুড়েও।

গত কয়েকমাসে হাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন শ্রমিক মহল্লার অনেকে। তাই হাতি আসায় কিছুটা আশঙ্কায় ছিলেন রাজগঞ্জের মান্তাদারি অঞ্চলের সরস্বতীপুর চা বাগানের শ্রমিকরা। এলাকাটি বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের সারুগাড়া ডিভিশনের অন্তর্গত। যদিও এদিন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। বন দপ্তর হাতি দুটিকে গভীর জঙ্গলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

লাগাতার হাতির হানার ব্যাপারে মান্তাদারি অঞ্চলের উপপ্রধান রামু ওরাওঁ বলেন, হাতির হানায় শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দারা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পাঁচ অক্টোবর গুদামলাইনে সাতটি শ্রমিক আবাসের ক্ষতি হয়েছিল। ৯ অক্টোবর বাগানের করলাডুবিতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে লালু ওরাওঁ নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। ১৬ অক্টোবর হাতির হানায় মৃত্যু হয় এই বাগানের নিপানিয়া শ্রমিক লাইন নিবাসী ধনবাহাদুর রাই (৭০)-এর। স্থানীয় তরুণদের নিয়ে বন দপ্তর একটি টিম গঠন করলে কিছুটা হলেও হাতির হানা কমানো যেতে পারে। উপপ্রধানের সংযোজন, পথবাতি না থাকায় হাতির সামনে পড়ে যাওয়ার ঘটনা বেশি করে ঘটছে। অবিলম্বে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে পথবাতি বসানো হোক। পাশাপাশি হাতি তাড়ানোর জন্য চকোলেট বোম, সার্চলাইট দেওয়ার জন্য বন দপ্তরকে দাবি জানানো হয়েছে। অথচ, বন দপ্তরের হেলদোল নেই।

এ ব্যাপারে সারুগাড়ার রেঞ্জ অফিসার প্রমিতা লামা বলেন, 'সকাল থেকে মা সহ শাবক হাতি সরস্বতীপুর বিটে ঘুরছিল। খবর পেয়ে আমরা বৈকুণ্ঠপুরের গভীর জঙ্গলে দুপুরে সেগুলিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। এলাকাবাসীদের সন্ধ্যার পর জঙ্গল পথে বাইরে বেরোতে বারণ করা হয়েছে। যোগাযোগের জন্য বন দপ্তরের ফোন নম্বর দেওয়া আছে। আমাদের স্কোয়াড নজরদারি চালাচ্ছে।'

সরস্বতীপুর চা বাগানের শালবনে শাবক সহ মা হাতি। শনিবার।

কোণঠাসার চক্রান্ত, সরব রবি

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : এবার আর কোনও রাখঢাক নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহার সফরের আগে একেবারে খুল্লম খুল্লা তৃণমূলের এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে আক্রমণে নামল। প্রকাশ্যেই শুরু হল তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূলের ডাউয়াগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুন্তলা রায় তাঁর ছেলে অমরকে খুনের ঘটনায় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন দলেরই নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন করে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের পালটা অভিযোগ তুললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিরুদ্ধে। তাঁরাই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সহ দলের পুরোনো নেতাদের কোণঠাসা করছেন বলে অভিযোগ রবির।

রবির বক্তব্য, 'যেদিন থেকে আমি পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছি সেদিন থেকেই উদয়ন ও অভিজিৎ আমার ওপর চক্রান্ত করছে। অমর রায়ের মাকে নাটাবাড়ি থেকে বিধানসভার টিকিট দেওয়ার টোপ দিয়ে আমার নামে মিথ্যে অভিযোগ করানো হচ্ছে।' দলে তাঁকে কোণঠাসা করার জন্য নানারকম চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে রবির অভিযোগ। এদিন উদয়নের দিকেই রবি ঘোষের আক্রমণের নিশানা ছিল। চাঁছাছোলা ভাষায় তিনি বলেছেন, 'বাম আমলে লাল ঝান্ডা নিয়ে তৃণমূল কর্মীদের পেটাতেন উদয়ন গুহরা। আর এখন জামা বদল করে তৃণমূলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের কোণঠাসা করছেন। এভাবে চলতে থাকলে আগামী বিধানসভা ভোটে দলের ভালো ফলের আশা দেখছি না।' যদিও উদয়ন তাঁর বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে চাননি। উদয়নের বক্তব্য, 'সব কথার উত্তর দিতে নেই।' জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অবশ্য বলেছেন, 'নাটাবাড়িতে কুন্তলা রায়কে টিকিটের টোপ দেওয়ার যে কথা বলা হচ্ছে তা একদমই ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এই ধরনের অভিযোগ কেন তুললেন তা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

স্টিল গার্ডার বসানো শুরু

ওদলাবাড়ি, ৬ ডিসেম্বর : লুপ পুলের রাস্তার কাজের জিরো পয়েন্টে রেললাইনের ওপর স্টিল গার্ডার বসানোর কাজ শুরু হল শনিবার। শুরুর আগে এদিন নিয়ম মেনে পূজার্চনার পর ভারী মেশিনপত্রের সাহায্যে কাজ শুরু করা হয়। নির্মাণকারী সংস্থার প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুমিত জয়সওয়াল বলেন, 'দু'পাশের ফ্লাইওভারের মাঝে রেললাইনের ওপর ৪৪ মিটার ফাঁকা রয়েছে। ভারী স্টিল গার্ডার বসিয়ে সেই ফাঁকা জায়গা পূরণ করা হবে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এই কাজের জন্য শিলিগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জংশন রেলপথে কাজের দিনগুলোতে 'রেল ব্লক' করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ নিরাপত্তার স্বার্থে কাজের সময় এই পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে রেল চলাচল বন্ধ থাকবে। বাগ্রাকোট ও ওদলাবাড়ির মাঝামাঝি চাঁদমারি এলাকায় ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের জিরো পয়েন্টে রেললাইনের দু'ধারে অ্যাপ্রোচ রোড সহ ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ তিন বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু রেললাইনের ওপর স্টিল গার্ডার বসানোর কাজ না হওয়ায় যানবাহন চলাচল শুরু করা যায়নি। প্রোজেক্ট ম্যানেজার সুমিত জয়সওয়াল জানিয়েছেন, স্টিল গার্ডার বসানোর পর প্রথমে ঢালাইয়ের কাজ হবে, তার ওপর ম্যাস্টিক বিছিয়ে রাস্তা তৈরি হবে।

'ভূমিপুত্র' বিধায়ক হোক, দাবি ক্রান্তির

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৬ ডিসেম্বর : ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন অবধি ক্রান্তি একটি বিধানসভার আসন ছিল। ২০১১ সালে এই বিধানসভা আসনটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্রান্তি থেকে শেষবার বিধায়ক হয়েছিলেন সিপিএমের ফজলুল করিম। ক্রান্তি বিধানসভা আসনটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো মালবাজার ব্লক থেকেই প্রার্থীদের টিকিট দিয়েছে। ২০১১ সালে বিজেপি ক্রান্তির বাসিন্দা বলিরাম এক্কাকে প্রার্থী করেছিল। তারপর থেকে কোনও রাজনৈতিক দলই ক্রান্তির কাউকে নির্বাচনের টিকিট দেয়নি। ব্লকের বাসিন্দাদের অনুযোগ, বিধানসভা আসনটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে ক্রান্তির গুরুত্ব ক্রমশই কমছে। তাঁদের দাবি, ২০২৬ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ক্রান্তির বাসিন্দাকে বিধানসভার টিকিট দিক।

২০২১ সালে ক্রান্তিকে ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু স্থানীয়দের অভিমান, ব্লক হলেও ক্রান্তি যেন দুয়োরানি। ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ক্রান্তি ব্লকের নানা জায়গায় এসে সাধারণ মানুষের সমর্থন চান। কিন্তু টিকিট দেওয়ার সময় রাজনৈতিক দলগুলো ক্রান্তিকে বেমালুম ভুলে যান বলে অভিযোগ।

> রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের সময় ক্রান্তির মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। অথচ প্রার্থী দেওয়ার সময় ক্রান্তির কথা কোনও দলেরই মনে পড়ে না। আমরা চাই, এবার ক্রান্তি ব্লকের ভূমিপুত্র মাল বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হোক।
>
> **সম্বল সরকার,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

ক্ষোভ প্রকাশ করে ক্রান্তির বর্ষীয়ান বাসিন্দা সম্বল সরকার বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের সময় ক্রান্তির মানুষের সমর্থন আদায়ের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে। অথচ প্রার্থী দেওয়ার সময় ক্রান্তির কথা কোনও দলেরই একবারের জন্যও মনে পড়ে না। আমরা চাই, এবার ক্রান্তি ব্লকের ভূমিপুত্র মাল বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হোক। রাজনৈতিক দলগুলো ক্রান্তির মানুষের আবেগ নিয়ে একটু ভাবুক।'

২০১১ থেকে পরপর ৩ বার মাল বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বুলু চিকবড়াইক। বর্তমানে এই বিধানসভায় মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি এবং তৃণমূল। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে মাল বিধানসভা থেকে তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার অন্যতম দাবিদার বুলু।

কিন্তু রাজনৈতিক মহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বুলুর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া প্রবলভাবে বইছে। ক্রান্তি ব্লকে মন্ত্রীকে সেভাবে দেখা না পাওয়া, চেল নদীর সেতু না হওয়া সহ একাধিক বিষয়ে বুলুর ওপর সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। মাল শহরে নানা কাজিয়ায় তৃণমূলও যথেষ্ট বিব্রত।

এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় এবং বিজেপি মণ্ডল (৫)-এর সভাপতি দীপক ওরাওঁ এটা দলীয় সিদ্ধান্ত বলে পাশ কাটিয়েছেন।

গ্রামীণ হাসপাতালে জরুরি বৈঠক

বেলাকোবা, ৬ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বিভিন্ন বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মী ও হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রীতম বসুর সঙ্গে মা ও বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিয়ে এক জরুরি বৈঠক করলেন। শনিবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে এই বৈঠক হয়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ফিমেল কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ মোট ১১০ জন স্বাস্থ্যকর্মী। এই কর্মসূচি সকাল এগারোটা থেকে চার ঘণ্টা চলে। অসীম হালদার বলেন, 'কী করে কিশোরীরা কম গর্ভবতী হয়, কীভাবে প্রসূতিমৃত্যু কমানো যায়, এছাড়া হাই রিস্ক প্রসূতিদের শনাক্তকরণ, বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন বৃদ্ধি, বাড়িতে প্রসব কমানো প্রমুখ বিষয় পর্যালোচনা করা হয়।'

পাশাপাশি বৈঠকে কর্মীদের সময়মতো কাজে উপস্থিত হওয়া, গ্রামবাসীদের সর্বোচ্চ পরিষেবা দেওয়া, কোনও সমস্যা হলে বিএমওএইচকে জানানো এবং নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি না করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রীতম বসু সকল কর্মীর পারফরমেন্স রিপোর্ট আলোচনাতে তুলে ধরেন।

জমির মালিকানা নিয়ে বিবাদ

রাজগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : স্কুল লাগোয়া জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব গড়াল হাতাহাতির পর্যায়ে। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে রাজগঞ্জের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ধারাগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এক বিঘা খাসজমিকে কেন্দ্র করে এই গোলমালের সূত্রপাত। এই জমির মালিক বলে নিজেকে দাবি করা সঞ্জয় রায় কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে তীব্র বচসায় জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

বলাইগছের বাসিন্দা সঞ্জয় রায়ের বক্তব্য, 'ধারাগছ ১ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ছয় বিঘা জমি এবং দেবস্থানের জন্য ৫৭ ডেসিমাল জমি আমার বাবা গাঠিয়া রায় দানপত্র করে দেন। আমার বাবা জমিদার ছিলেন বলে কিছু জমি পরে খাসও হয়ে যায়। তবে বাবা এর মধ্যে কিছু জমি খাস না করার জন্য ভূমি দপ্তরে আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে এই জমিটি রয়েছে। কংগ্রেস আমল থেকে তৃণমূল শাসনেও এই এক বিঘা জমি আমাদের দখলে রয়েছে। আমি সেখানে চারা রোপণ করতে গেলে স্থানীয়দের একাংশ তাতে বাধা দেন।'

অন্যদিকে, সঞ্জয় রায়ের বাবা স্কুল এবং দেবস্থানের জমি দান করেছেন বলে স্বীকার করে গ্রামের বাসিন্দা কেশব রায়ের মন্তব্য, 'এক বিঘা জমি যেহেতু খাস, সেহেতু জমিটি দেবস্থান এবং স্কুলের হাতে থাকবে। এটা কোনওমতেই সঞ্জয় দখলে নিতে পারেন না। মাঝের ওই জমি বিক্রি করে দিলে দেবস্থানে যাওয়ার রাস্তা থাকবে না। তাই আমরা বাধা দিয়েছি।' বলাইগছ গ্রামের আরেক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'স্কুলের জমি এবং দেবস্থানের মাঝে থাকা কোনও খাসজমি কারও মালিকানাধীন হতে পারে না। আমরা চাই, জমিটি স্কুল এবং দেবস্থানের নামেই থাকবে। আমরা রাজগঞ্জের বিডিও, বিএলএলআরও, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং রাজগঞ্জ থানাকে জানিয়েছি।' তবে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, জমিটি নিয়ে যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য ওই জমিতে উভয়পক্ষকেই যেতে বারণ করা হয়েছে।

> স্কুলের জমি এবং দেবস্থানের মাঝে থাকা কোনও খাসজমি কারও মালিকানাধীন হতে পারে না। আমরা চাই, জমিটি স্কুল এবং দেবস্থানের নামেই থাকবে। আমরা রাজগঞ্জের বিডিও, বিএলএলআরও, স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং রাজগঞ্জ থানাকে জানিয়েছি।
>
> **বিশ্বজিৎ রায়**
> *বলাইগছ গ্রামের বাসিন্দা*

চাষ নিয়ে বিরোধে জখম

ধূপগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : জমি বিবাদকে ঘিরে প্রতিবেশী দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলার জেরে তিনজন আহত হন। ঘটনায় ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কথাপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় দু'পক্ষই ধূপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। একপক্ষের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনা ঘিরে এলাকা উত্তেজনা তৈরি হয়।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার বিকালে। জমিতে চাষাবাদ করা নিয়েই ঝামেলা শুরু হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এক ব্যক্তি প্রতিবেশীর থেকে জমি কিনলেও তা রেজিস্ট্রি করেননি। আর রেজিস্ট্রি না করায় পুরোনো মালিকের ছেলে ওই জমি নিজেদের বলে দাবি করেন। দু'পক্ষই জমি নিজেদের বলে দাবি করতে থাকে। তা থেকেই ঝামেলা শুরু হয়। মারপিটের ফলে দু'পক্ষের মোট তিনজন গুরুতর আহত হন বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে দুজনকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ধূপগুড়িতে জমি নিয়ে প্রায় বিবাদ তৈরি হচ্ছে। মৌখিক ঝামেলা থেকে তা গড়াচ্ছে হাতাহাতিতে। বেশকিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরেও যাচ্ছে। তাই সজাগ রয়েছে পুলিশও।

রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জির বিদেশযাত্রার প্রস্তুতি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : উদ্যোগ উত্তর দিনাজপুর জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের। সহায়তায় কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ফর্মুলেশন মাইক্রোফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ প্রকল্প। এবার উত্তর দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ তুলাইপাঞ্জি চাল বিশ্বের বাজারে পা রাখতে চলেছে।

সম্প্রতি সেই প্রধানমন্ত্রী ফর্মুলেশন মাইক্রোফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ প্রকল্পের (পিএমএফএমই) অধীনে এই চালকে নথিভুক্ত করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। এই প্রকল্পের অধীনে ছোট অসংগঠিত খাদ্য সংক্রান্ত ব্যবসার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়। করা হয় আর্থিক সাহায্যও। সেইমতো কাজও শুরু হয়েছে। এই চাল দেশের বাইরে বাজারজাত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুটি কৃষক গোষ্ঠীকে। একটি হল বাঙ্গালবাড়ি মডার্ন ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি এবং অপরটি হল কালিয়াগঞ্জ কৃষি উদ্যোগ প্রোডিউসার কোম্পানি। দুই কৃষক গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু করেছে। এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে তুলাইপাঞ্জির বিজ্ঞাপন ও বিপণন হবে। প্যাকেটিং ও ব্র্যান্ডিং হবে বিশ্বের বাজারে। উত্তর দিনাজপুর জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের আধিকারিক অনীক মজুমদার জানিয়েছেন, ডিপিআর হয়ে গেলে তা প্রথমে রাজ্যে জমা করতে হবে। রাজ্যের অনুমোদন পাওয়ার পর কেন্দ্রে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন মিললে তাঁদের যে খরচ হবে, তার ৫০ শতাংশ ভরতুকি মিলবে।

অনীকের কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পিএমএফএমই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তর দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি চালকে বিশ্বের বাজারে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিপিআর তৈরির পর রাজ্যের সম্মতি মিললেই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রককে পাঠানো হবে। আমরা কৃষক গোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।' বাণিজ্যিকভাবে বিদেশে এই চাল পৌঁছে গেলে এই জেলার তুলাইপাঞ্জি চাল উৎপাদনকারী কৃষকরা বড়সড়ো লাভের মুখ দেখতে পাবেন বলে আশাবাদী তিনি।

অসাধারণ সুগন্ধ, সরু দানা এবং তুলোর মতো নরম এই তুলাইপাঞ্জি চালের চাহিদা যথেষ্ট। পোলাও কিংবা বিরিয়ানি রান্নাই হোক বা পায়েস বা পিঠে বানানো- সবকিছুর জন্যই চালের চাহিদা যথেষ্ট। কিন্তু জৈব পদ্ধতিতে এই ধানের চাষাবাদ হওয়ায় উৎপাদন সেভাবে হয় না। তাই চাষিরাও সেভাবে আগ্রহ দেখান না। চাহিদার তুলনায় জোগান অনেক কম হওয়ায় আসল তুলাইপাঞ্জি চালের দাম যথেষ্ট বেশি হয়। কিন্তু বাজারে নকল তুলাইয়ের রমরমা বেড়ে যাওয়ায়, কোনটা আসল বা নকল, তা অনেকেই চিনতে পারেন না।

তবে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত এই চালের স্বাদ ও গুণমান বজায় রেখেই তা বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগে আশাবাদী দুই কৃষকগোষ্ঠী। কালিয়াগঞ্জ কৃষক গোষ্ঠীর সদস্য বেলাল রহমান বলেন, 'আমরা সারাবছর তুলাইপাঞ্জি নিয়ে কাজ করি। প্রায় ১২০০ কৃষক আমাদের সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সুফল বাংলায় প্রতি বছর ১০ টন তুলাইপাঞ্জি পাঠাই। আর পোর্টালের মাধ্যমে ভিনরাজ্য থেকে বরাত পেলে কুরিয়ারের মাধ্যমে চাল পাঠানো হয়। এবারে বিশ্ব বাজারে চাল পাঠাতে পারলে ভালো লাগবে।'

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সুফল বাংলায় ১০০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করে তেমন লাভ হয় না। আসল লাভ হয় ভিনরাজ্যে পাঠালে। এবার বিদেশে পাঠালে আরও লাভের স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা। আরেক কৃষক গোষ্ঠীর সদস্য সোলেমান আলির কথায়, 'কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশে চাল গেলে দাম যথেষ্ট মিলবে। আশা করি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ডিপিআর তৈরির কাজ শেষ হবে।'

স্বপ্নের কথা

- কেন্দ্র অনুমোদন দিলে যে খরচ হবে, তার ৫০ শতাংশ ভরতুকি মিলবে
- এই চাল দেশের বাইরে বাজারজাত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দুটি কৃষক গোষ্ঠীকে
- দুই কৃষক গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ডিপিআর তৈরির কাজ শুরু করেছে
- কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে তুলাইপাঞ্জির বিজ্ঞাপন ও বিপণন হবে

সেনসেক্স ৮৬০০০ ছুঁলেও রিটার্নে পিছিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজার

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

২৭ নভেম্বর শেয়ার সূচক সেনসেক্স ৮৬০৫৫.৮৬ পয়েন্ট ছুঁয়ে সর্বকালীন সেরা উচ্চতার নয়া নজির গড়েছে। একই দিনে আরেক সূচক নিফটিও ২৬৩১০.৪৫ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া রেকর্ড গড়েছে। দুই প্রধান সূচক রেকর্ড গড়লেও গত এক বছরের বিচারে রিটার্নের নিরিখে একেবারে শেষের দিকে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

বিশ্বের অধিকাংশ শেয়ার বাজার রিটার্নে অনেক এগিয়ে। এমনকি এশিয়ার বহু দেশও ভারতকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। পার্থক্যটা এত বেশি যে ভারতীয় শেয়ার বাজার নিয়ে ক্রমশ আগ্রহ কমছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির। যা দীর্ঘমেয়াদে অনেক প্রশ্ন তৈরি করছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

১ বছরের পরিসংখ্যান

নিফটি

বর্তমান মূল্য-২৬১৮৬.৪৫, সর্বনিম্ন-২১৭৪৩.৬৫, সর্বোচ্চ-২৬৩১৫.৮০, রিটার্ন-১০.১০ শতাংশ

সেনসেক্স

বর্তমান মূল্য-৮৫৭১২.৩৭, সর্বনিম্ন-৭১৪২৫.০১, সর্বোচ্চ-৮৬,১৫৯.০২, রিটার্ন-৯.১২ শতাংশ

বিগত এক বছরে সেনসেক্স ৯.১২ শতাংশ এবং নিফটি ১০.১০ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। বিদেশি লগ্নি সরে গেলেও দেশি আর্থিক সংস্থা এবং রিটেল বিনিয়োগকারীদের বিপুল লগ্নিতে শেয়ার বাজারে এই রিটার্ন পাওয়া গিয়েছে। এতে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন ইতিবাচক আর্থিক পরিসংখ্যানও। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মূল্যবৃদ্ধির হার রেকর্ড নীচে নেমে যাওয়া, ৮ শতাংশের ওপর জিডিপি বৃদ্ধির হার ইত্যাদি। কিন্তু এই একই সময় কালে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের শেয়ার বাজার দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে। যেন মেক্সিকোর শেয়ার বাজার ৬২.২৯ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এর পরে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং স্পেনও। দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজার ৫৯.৮৮ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। স্পেনের শেয়ার বাজারে রিটার্নের হার ৪০.৬৩ শতাংশ। মেক্সিকোর শেয়ার বাজারে এই উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে বিদেশি লগ্নি। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার শেয়ার বাজারে এই উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি।

এক বছরে সেরা পাঁচ দেশের রিটার্ন

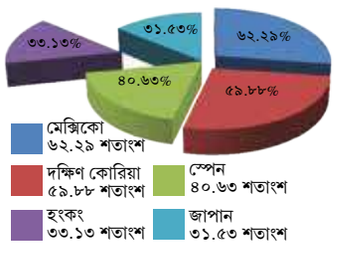

এশিয়ার মধ্যে রিটার্নে প্রথম স্থান দক্ষিণ কোরিয়ার। এর পরে রয়েছে হংকং (৩৩.১৩ শতাংশ), জাপান (৩১.৫৩ শতাংশ) তাইওয়ান (২৪.০৯ শতাংশ) এবং ইন্দোনেশিয়ার (১৯.০৬ শতাংশ) শেয়ার বাজারেও ভালো রিটার্ন দেখা গিয়েছে।

> ভারতের পাশাপাশি রিটার্নে হতাশ করেছে আরও কয়েকটি প্রথম সারির দেশের শেয়ার বাজার। অস্ট্রেলিয়ার শেয়ার বাজার বিগত এক বছরে মাত্র ২.১১ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। হতাশ করেছে নিউজিল্যান্ডের (৩.২৩ শতাংশ) শেয়ার বাজারও। ইউক্রেনের সঙ্গে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াই সামাল দিয়েও রাশিয়ার শেয়ার বাজার ৩.৮২ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে।

চিনের সাংহাই সূচকের এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৯০ শতাংশ। চিনের অর্থনীতি নিয়ে এত শঙ্কা থাকলেও সেদেশের শেয়ার বাজার লগ্নিকারীদের হতাশ করেনি। অন্তত ভারতের তুলনায় রিটার্নে বেশ কয়েকটি কদম এগিয়ে রয়েছে শি জিনপিংয়ের দেশ।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে রিটার্নে শীর্ষে রয়েছে স্পেন (৪০.৬৩ শতাংশ)। ভালো রিটার্ন দিয়েছে ইতালি (২৯.৭৫ শতাংশ), জার্মানি (২১.৪৫ শতাংশ) এবং লন্ডনের (১৭.২৯ শতাংশ) শেয়ার বাজারও। কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে ফ্রান্স (১২.২৭ শতাংশ)। তবুও তা ভারতের থেকে এগিয়ে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল (২৫.৫৮ শতাংশ) ও ভারতের থেকে কয়েক গুণ বেশি রিটার্ন দিয়েছে। এভাবে বিশ্বের বিনিয়োগ মানচিত্রেও বিপুল পরিবর্তন এসেছে। বিগত এক বছরে ভারত থেকে টানা লগ্নি সরিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। সেই লগ্নি এই সব দেশে স্থানান্তরিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ চমকপ্রদ পারফরমেন্স দেখিয়েছে ওই সব দেশের শেয়ার বাজার।

অন্যদিকে ভারতের পাশাপাশি রিটার্নে হতাশ করেছে আরও কয়েকটি প্রথম সারির দেশের শেয়ার বাজার। অস্ট্রেলিয়ার শেয়ার বাজার বিগত এক বছরে মাত্র ২.১১ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। হতাশ করেছে নিউজিল্যান্ডের (৩.২৩ শতাংশ) শেয়ার বাজারও। ইউক্রেনের সঙ্গে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াই সামাল দিয়েও রাশিয়ার শেয়ার বাজার ৩.৮২ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তরফে রাশিয়ার ওপর চাপানো বিপুল আর্থিক নিষেধাজ্ঞা রাশিয়ার শেয়ার বাজারে প্রভাব ফেলেছে।

বিগত এক বছরে মিশ্র পারফরমেন্স দেখিয়েছে আমেরিকার শেয়ার বাজার। ডাউজোনস ৩০ সূচক এক বছরে ৬.২৫ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। এস অ্যান্ড পি ৫০০ সূচকের পারফরমেন্স অবশ্য ভালো। এই সূচকের রিটার্ন ১৩.৫৪ শতাংশ। ন্যাসড্যাক কমপোজিট এবং ন্যাসড্যাক ১০০ সূচক দুটি অবশ্য ২০ শতাংশের বেশি রিটার্ন দিয়েছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই সাধারণ রিটার্নের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে বিদেশি লগ্নিতে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত এদেশ থেকে ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি অন্যত্র সরিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। এর প্রভাব পড়েছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার দামেও। সর্বকালীন রেকর্ড নীচে নেমেছে 'টাকা'। অথচ দেশের বিভিন্ন আর্থিক পরিসংখ্যান কিন্তু যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক—

- চলতি অর্থবর্ষের প্রথম দুই কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে যথাক্রমে ৭.৮ শতাংশ এবং ৮.২ শতাংশ। যা প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশি।
- বিগত কয়েক মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার একেবারে তলানিতে নেমে এসেছে। অক্টোবরে এই হার ছিল ০.২৫ শতাংশ।
- ডিসেম্বরের ঋণনীতিতে রেপো রেট আরও ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। বর্তমানে রেপো রেট দাঁড়িয়েছে ৫.২৫ শতাংশে।
- জিএসটি'র হার কমে যাওয়ায় বিক্রিবাটা বেড়েছে।

সবমিলিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজার প্রত্যাশিত রিটার্ন না দেওয়ায় হতাশ হয়েছেন লগ্নিকারীরা। তবে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হলে এবং তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রথম সারির সংস্থাগুলি ভালো ফল করলে আগামী দিনে চমক দেখাতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বিভিন্ন রেটিং সংস্থা আগামী এক বছরে সেনসেক্স এবং নিফটির টার্গেট রেখেছে যথাক্রমে ১০০০০০ এবং ২৯০০০ যা পূরণ হওয়া অসম্ভব নয়।

রেপো রেট কমাল আরবিআই

মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপে দুর্বলতা জারি

বোধিসত্ত্ব খান

অবশেষে ৫ ডিসেম্বর আরবিআই রেপো রেট কমাল ০.২৫ শতাংশ। এতে স্বস্তি পাওয়ার কথা রিয়েল এস্টেট, অটো এবং ফিন্যান্সিয়াল সেক্টরের। শুক্রবার নিফটি ব্যাংক ০.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং নিফটি অটো ০.৭৪ শতাংশ। নিফটি ০.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে দিন শেষ করে ২৬,১৮৬.৪৫ পয়েন্টে। বিএসই সেনসেক্স ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি নিয়ে দিন শেষ করে ৮৫৭১২.৩৭-এ। তবে নিয়মিত পতন হচ্ছে বিভিন্ন মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ শেয়ারে। যেমন বিএসই স্মল ক্যাপ এদিন -০.৬৭ শতাংশ পতন দেখে। গোটা বছরে এখনও অবধি এই ইন্ডেক্স -৭.৪১ শতাংশ পতন দেখেছে। বিএসই মিড ক্যাপের অবস্থা যে খুব ভালো এমন নয়। শুক্রবার ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও গোটা বছরে মাত্র ০.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুক্রবার নিফটি ৭৫০ সূচকের মধ্যে ৪৭১ স্টকই পতন দেখেছে। উত্থান মাত্র ২৬৮টি শেয়ারে। নিফটি স্মল ক্যাপ ১৭০ শেয়ারই নীচে নেমে যায়। খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে মানুষজন সেইসব মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ শেয়ার বিক্রি করে চলেছেন, যা চড়াদরে বাজারে ট্রেড করছিল। দুর্বল ত্রৈমাসিক ফলাফল, এফআইআইদের শেয়ার বিক্রি করে চলে যাওয়া নানা কারণে স্মল ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ শেয়ারগুলি ব্যাকফুটে বলা চলে। এমনকি সেই সমস্ত সেক্টর যারা বছরের শুরুতে দারুণ ভালো করছিল, অর্থাৎ রিনিউয়েবল এনার্জি, রেলওয়েজ, ডিফেন্স, সেমি কনডাক্টর, ইলেক্ট্রিক ব্যাটারি প্রভৃতি চুপ করে বসে আছে নতুবা পতন দেখে চলেছে। ভালো জিডিপি বৃদ্ধি (৮.২ শতাংশ), কম সিপিআই মূল্যবৃদ্ধি (০.২৫ শতাংশ), আন্তর্জাতিক বাজারে সস্তা ক্রুড অয়েল, কম জিএসটি— এই সবকিছু ভারতীয় শেয়ার বাজারের জন্য ইতিবাচক। তবে বাদ সাধছে টাকার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা, বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়া এবং সোনার দামে অবিশ্বাস্য উত্থান। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন দু-দিনের ভারত সফরে এসেছেন। তবে যে ডিফেন্স চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, তার কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কিন্তু হয়নি। রাশিয়া-ভারত যৌথভাবে একটি ওষুধ কারখানা গড়বে রাশিয়াতে। বর্তমানে রাশিয়া ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ মোট ৬৮.৭২ বিলিয়ন ডলারের যা ২০২০-তে ছিল মাত্র ৮.১ বিলিয়ন ডলার। তবে যে জ্বালানি তেল এতদিন ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে কিনছিল পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞার পর তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সূত্রের মারফত যা জানা যাচ্ছে, রাশিয়া ভারতে একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে আগ্রহী। ভারতে এফআইআইদের বহুমাস ধরে চলতে থাকা শেয়ার বিক্রি অব্যাহত। কেবলমাত্র ডিসেম্বরেই তারা ১০৪০৩.৬২ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে চলে গিয়েছে। টাকা ডলারের সাপেক্ষে তার নিম্ন স্তর ছুঁয়ে নতুন করে শুক্রবার প্রতি ডলার ট্রেড করেছে ৮৯.৯৬ টাকায়। যে কোম্পানিগুলি ওইদিন শিরোনামে ছিল তার মধ্যে অন্যতম হল কেইনস টেকনলজি। এর শেয়ারদরে পতন আসে -১২.৫৫ শতাংশ। কেবলমাত্র এক মাসে এর শেয়ারদরে পতন এসেছে ৩৪.৬২ শতাংশ। এই কোম্পানির ব্যাপারে কোটাক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। বিশেষত তাদের দুর্বল ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস এবং রিলেটেড পার্টি ট্রানজাকশন নিয়ে। কয়েক হাজার কোটি টাকা হাত বদল হয় কেইনস টেকনলজি এবং তার দুই সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কেইনস ইলেক্ট্রনিক্স এবং ক্রেমোকোর মধ্যে। অথচ বুকে তার কোনও রেফারেন্স নেই। রিলেটেড পার্টি ট্রানজাকশনে যদি এক পার্টি বলে আমি ওকে এত টাকার বিক্রি করেছি, অন্য পার্টিকে বলতেই হবে যে, আমি কিনেছি, সেটাই হয়নি এবং তা কয়েক হাজার কোটি টাকার ব্যাপার। অন্যদিকে, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোম্পানি যা আইটিসিতে সর্ববৃহৎ শেয়ার হোল্ডার (১৭.৭৯ শতাংশ), ৯ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করেছে আইটিসি হোটেলসে এবং তার মূল্য মোট ৩৮৫৬ কোটি টাকা।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সৌজন্যে সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সব আশঙ্কা ছুড়ে ফেলে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৮৫৭১২.৩৭ এবং ২৬১৮৬.৪৫ পয়েন্টে। চলতি সপ্তাহে দুই সূচকে তেমন কোনও পরিবর্তন না হলেও ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। যা আগামী দিনে শেয়ার বাজারকে নয়া উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনামাফিক লগ্নি এবং ধৈর্য এই সময়ে সাফল্য পাওয়ার অন্যতম মন্ত্র হতে পারে।

বিগত কয়েক মাস মূল্যবৃদ্ধির হার একেবারে তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় এবার রেপো রেট কমানোর সম্ভাবনা বাড়ছিল। শুক্রবার রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশ করেছে শীর্ষ ব্যাংক। এর পাশাপাশি বন্ড কেনা এবং ডলার কেনাবেচার মাধ্যমে বাজারে ১.৪৫ লক্ষ কোটি নগদ জোগানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। জোড়া এই সুখবরে শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস আরও বাড়িয়েছে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি এই পূর্বাভাস বাড়ানোয় বড় ভূমিকা নিয়েছে। যা শেয়ার বাজারে লগ্নি করতে লগ্নিকারীদের উৎসাহ বাড়িয়েছে।

রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেও সূচকের গতি হারানোর নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ভারতের বাণিজ্য চুক্তি। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে দু-পক্ষের আলোচনা চললেও চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই বিষয়টি উদ্বেগ বাড়িয়েছে লগ্নিকারীদের। এই বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত এবং ইতিবাচক হলে ফের লম্বা দৌড় শুরু করতে পারে শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। সেই দৌড়ের সুফল নিতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে পোর্টফোলিও। এর পাশাপাশি ৯-১০ ডিসেম্বর সুদের হার নিয়ে বৈঠকে বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। সেই বৈঠকে সুদের হার কমানো হলে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সেই প্রভাব পড়বে এদেশেও।

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও ভূমিকা রাখেনি বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে তারা। এই অর্থ ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে ফিরলে আগামী দিনে অনেক চমক দেখাবে শেয়ার বাজার। অন্যদিকে প্রত্যাশা মতোই চমক দেখাচ্ছে দুই মূল্যবান ধাতু সোনা এবং রুপো। আগামীদিনে সোনা-রুপোর দামে বড়মাপের সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **এনসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৬৮.১৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৬/১৬৭, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৫০-১৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৫৫৭, টার্গেট-২৫০।
- **এলআইসি হাউজিং ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৫৪১.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৪৯/৪৮৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯৮০২, টার্গেট-৬৪০।
- **আদানি পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-১৪৩.৭৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৮৩/৮৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৩০-১৪০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭৭২৭৫, টার্গেট-২১০।
- **ভি টু রিটেল :** বর্তমান মূল্য-২২৪৬.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৫৬৪/১৩২০, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২১০০-২১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮১৯০, টার্গেট-২৬৫০।
- **অনন্তরাজ :** বর্তমান মূল্য-৫২৬.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯৪৮/৩৭৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৪৭৫-৫১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮৯৪০, টার্গেট-৬৯০।
- **এইচডিএফসি লাইফ :** বর্তমান মূল্য-৭৬৮.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮২১/৫৮৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৭৩০-৭৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৫৭১০, টার্গেট-৯০০।
- **ডিক্সন টেকনলজি :** বর্তমান মূল্য-১৩৭৪৯.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯১৪৯/১২২০২, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-বর্তমান মূল্যে, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৩৩৭২, টার্গেট-১৭১০০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : আরভিএনএল

● **সেক্টর :** পরিকাঠামো নির্মাণ ● **বর্তমান মূল্য :** ৩১০ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৩০১/৫০১ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৬৪৮১২ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **বুক ভ্যালু :** ৪২.১৭ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৫৫ ● **ইপিএস :** ৫.৪৫ ● **পিই :** ৫৭.০৪ ● **পিবি :** ৭.৩৮● **আরওসিই :** ১৪.৭ শতাংশ ● **আরওই :** ১৪.০ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৪২০

একনজরে

- রাষ্ট্রায়ত্ত এই সংস্থা মূলত ভারতীয় রেলের পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ করে।
- এই সংস্থার কাজের মধ্যে রয়েছে-- গেজ পরিবর্তন, ডাবল লাইন নির্মাণ, মেট্রো রেল প্রকল্প, রেল লাইনের বৈদ্যুতিকীকরণ, রেল ব্রিজ নির্মাণ ইত্যাদি।
- এই মুহূর্তে সংস্থাটির হাতে রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বরাত।
- রেল ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রের পরিকাঠামো নির্মাণে ধীরে ধীরে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে এই সংস্থা।
- ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মুনাফা ২০ শতাংশ কমে ২৩০ কোটি হলেও আয় ৫.৫ শতাংশ বেড়ে ৫১২৩ কোটি টাকা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রয়েছে ৭২.৮৪ শতাংশ শেয়ার। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৬.৪১ শতাংশ এবং ৪.৬৬ শতাংশ শেয়ার।
- আগামী কয়েক বছরে রেল সম্প্রসারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। যার সুফল পাবে এই সংস্থা।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

আমেরিকা নয়, আগে জাতীয় স্বার্থ : জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায় ভারত। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের আসন্ন ভারত সফরের আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কথায় সেই ইঙ্গিতই পাওয়া গেল। তবে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে যে ভারতের জাতীয় স্বার্থই অগ্রাধিকার পাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি জয়শংকর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে নয়াদিল্লির কোনও তাড়াহুড়ো নেই। একটি টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে রাজি কেন্দ্র। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে থাকার বিষয়টি নিয়েও মন্তব্য করেছেন জয়শংকর। তাঁর কথায়, 'তিনি (হাসিনা) এখানে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এসেছিলেন। আমার মতে সেটি অবশ্যই একটি গুরুতর কারণ। তবে এটি (ভারতে থাকার মেয়াদ) এমন একটি বিষয় যেখানে তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

জয়শংকর নিশ্চিত করেছেন যে ভারত ও আমেরিকা দুটি সমান্তরাল পথ ধরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম্প সরকারের উচিত ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের মতো সমস্যার সমাধান করা। দ্বিতীয়ত, একটি সামগ্রিক বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা।

বিদেশের মাটিতেও ভারত নিজের স্বার্থ রক্ষায় যে আপস করবে না, তা জয়শংকর স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি

ভারতে থাকার সিদ্ধান্ত নেবেন হাসিনাই, জোড়া বার্তা বিদেশমন্ত্রীর

তিনি (হাসিনা) এখানে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এসেছিলেন। আমার মতে সেটি অবশ্যই একটি গুরুতর কারণ। তবে এটি (ভারতে থাকার মেয়াদ) এমন একটি বিষয় যেখানে তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
এস জয়শংকর

নিয়ে দরকষাকষি চলছে। কারণ, চুক্তির মূল লক্ষ্য দেশের কৃষক, শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করা।' তিনি আরও বলেন, 'একটি চুক্তি এমনভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত যা দু-দেশের জন্যই লাভজনক হবে। বর্তমানে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দু-দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্যকে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।' যদিও শুল্ক সংক্রান্ত সমস্যা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতভেদ এখনও রয়েছে। তবে বাণিজ্য চুক্তির প্রথম ধাপ দ্রুত চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সরকারি সূত্র।

সম্প্রতি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি ক্রমশ অর্থনীতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। নাম না করে আমেরিকার সুরক্ষাবাদী নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় পুরোনো নিয়ম দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং ওয়াশিংটন এখন একাধিক দেশের সঙ্গে আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালাচ্ছে। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে দেশের জাতীয় প্রয়োজনে সরবরাহ উৎসগুলিকে ক্রমাগত বহুমুখী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' সাক্ষাৎকারেও সেই অবস্থান বজায় রেখেছেন তিনি।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরের মধ্যে এদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা জানিয়েছে ট্রাম্প সরকার। আগামী সপ্তাহে দলটির দিল্লি আসার কথা। মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকবেন ডেপুটি বাণিজ্য প্রতিনিধি রিক সুইৎজার। কূটনৈতিক মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পুতিনের বৈঠকের পর ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ২৮টি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। দিল্লি ও মস্কোর মধ্যে সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা আরও নিবিড় হয়েছে। প্রশ্নের মুখে পড়েছে ট্রাম্পের বিদেশনীতি।

পুতিনের দলে 'বিহারি' অভয়

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : রাশিয়ান রাজনীতিতে ভারতীয় চমক। বিহারের পাটনার ছেলে অভয় কুমার সিং এখন রাশিয়ার কুর্স্ক অঞ্চলের সিটি লেজিসলেচারে 'ডেপুট্যাট', যা ভারতে বিধায়কের সমতুল। তিনি প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বাধীন 'ইউনাইটেড রাশিয়া' দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও বটে।

১৯৯১ সালে অভয় পাটনা থেকে মস্কো যান ডাক্তারি পড়তে। সেখানে তিনি প্রথমে ব্যবসা শুরু করলেও পরে ২০১৫ সালে পুতিনের দলে যোগ দেন। ২০১৭ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাশিয়ার প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনপ্রতিনিধি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন অভয়। ২০২২ সালের নির্বাচনেও তিনি জয়ী হন।

পুতিনের ভারত সফর শুরু হতে না হতেই প্রচারের আলো গিয়ে পড়েছে অভয়ের ওপর। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, রাশিয়ান নির্বাচনে তিনি বাজিমাত করেছিলেন ভারতীয় কায়দায় প্রচার চালিয়ে। সাধারণত রাশিয়ায় জনপ্রতিনিধিরা জনগণের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশা করেন না। কিন্তু অভয় এই চালু ধারা ভেঙে জনসভা, পদযাত্রা ও নিবিড় জনসংযোগের মাধ্যমে মন জয় করেছিলেন জনতার।

ভারত-রুশ সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে অভয়ের। সম্প্রতি রাশিয়ার তৈরি উন্নত এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রশংসা করলেও ভারতকে আরও আধুনিক এস-৫০০ ব্যবস্থা সংগ্রহের পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের জন্য রাশিয়ার দরজা সব সময়েই খোলা। আগামী দিনে আরও বেশি ভারতীয় মস্কোমুখী হবেন বলেও আশা তাঁর।

ভেন্টিলেশনে ইন্ডিয়া : ওমর

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের অস্তিত্ব নিয়ে ক্রমশ প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে শরিকদের মধ্যে। এবার সেই ভিড়ে শামিল হলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। এনডিএ ও বিজেপির সঙ্গে তুলনা টেনে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে রীতিমতো হতাশাও প্রকাশ করেছেন তিনি। একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে ওমর বলেন, 'এই জোট এখন কার্যত লাইফ সাপোর্টে রয়েছে।' তাঁর মতে, শরিকদের মধ্যে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবল অক্ষমতা এবং বিভেদ এই অবস্থার জন্য দায়ী। আবদুল্লা বলেন, 'বিজেপির শক্তিশালী নির্বাচন-যন্ত্রকে হারাতে গেলে বিরোধী দলগুলিকে অবশ্যই একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু জোটের অভ্যন্তরে যে শরিকি অসন্তোষ বাড়ছে, তার প্রধান প্রমাণ হল নীতীশ কুমার ও জেডিইউয়ের বেরিয়ে যাওয়া।'

তিনি অভিযোগ করেন, 'আমরাই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে এনডিএ-র হাতে ঠেলে দিয়েছি।' তিনি জানান, নীতীশ যখন জোটের বৈঠকেই কনভেনার হওয়ার আলোচনা শুনছিলেন, তখনই অন্য এক নেতার 'ভেটো ক্ষমতা' নিয়ে মন্তব্য তাঁকে জোট ছাড়তে উৎসাহিত করে।

ওমর আবদুল্লা বিজেপির কর্ম-নীতি ও সংগঠনকে কুর্নিশ জানান। তিনি বলেন, 'বিজেপি প্রতিটি নির্বাচনকে জীবন-মরণের লড়াই হিসেবে দেখে, যা বিরোধী নেতাদের মধ্যে অনুপস্থিত। শরিকরা নিজেদের মতপার্থক্য না মিটিয়ে একজোট না হলে, ইন্ডিয়া জোট কেবল রাজ্যভিত্তিক জোটে পরিণত হবে এবং তাদের লক্ষ্যপূরণ অধরা থেকে যাবে।' বিহারে ভোটের সময় জেএমএমের সঙ্গে আসন নিয়ে বিরোধের জেরে হেমন্ত সোরেনের দল জোট থেকে বেরিয়ে যায়। ঝাড়খণ্ডের প্রধান শাসকদলের সঙ্গে ইদানীং বিজেপির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে জল্পনাও চলছে।

পঞ্চম দিনেও বাতিল ৫০০ বিমান ■ সুপ্রিম কোর্টে মামলা

ইন্ডিগোকে টাকা ফেরতের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : টানা পাঁচ দিন ধরে ইন্ডিগো বিমান পরিষেবায় যে নজিরবিহীন অচলাবস্থা চলছে, তাতে সারা দেশে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন হাজার হাজার বিমানযাত্রী। শনিবারও ৫০০-র বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। দিল্লি, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরুর মতো প্রধান বিমানবন্দরগুলিতে পরিস্থিতি প্রায় একই রকম।

শনিবারই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। পিএমও দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থাকে যত দ্রুত সম্ভব তাদের পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ডিজিসিএ একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে।

যদিও ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলার স্পষ্ট ও সন্তোষজনক কারণ জানাতে পারেনি। যাত্রীদের অভিযোগ, তাঁরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন এবং সমস্যা মেটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অসামরিক বিমান মন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'কোথায় সমস্যা, তার জন্য কে দায়ী, তা খতিয়ে দেখতে কমিটি গঠিত হয়েছে। যে বা যাঁরা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী, তাঁদের মূল্য চোকাতে হবে।'

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্র যাত্রীদের আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ডিজিসিএ ইন্ডিগোকে কড়া সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে—৭ ডিসেম্বর, রবিবার রাত আটটার মধ্যে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের সমস্ত যাত্রীকে টিকিটের সম্পূর্ণ মূল্য ফেরত দিতে হবে। একই সঙ্গে, বিমান বাতিলের সুযোগ নিয়ে অন্য বিমান সংস্থাগুলি যেন আকাশছোঁয়া ভাড়া বৃদ্ধি করে যাত্রীদের শোষণ না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রক সমস্ত রুটে বিমান ভাড়ার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই ঊর্ধ্বসীমা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

কেন্দ্র যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে 'জিরো-অসুবিধা নীতি' কার্যকর করার ওপর জোর দিয়েছে। ইন্ডিগোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : প্রথমত, টিকিট পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, অবিলম্বে একটি বিশেষ 'যাত্রী সহায়তা ও রিফান্ড সেল' তৈরি করে ভুক্তভোগী যাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। তৃতীয়ত, ফ্লাইটের গোলযোগের কারণে হারিয়ে যাওয়া লাগেজ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাত্রীর নির্বাচিত ঠিকানায় পৌঁছে দিতে হবে।

অন্যদিকে, বিমান বিভ্রাটের ঘটনায় যাত্রীদের ক্ষতির বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 'ইন্ডিগো অল প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড অ্যানাদার'।

বিমান পরিষেবার এই চরম অবনতির কারণে দেশের প্রধান রেলস্টেশনগুলিতে যাত্রীদের ভিড় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে ট্রেনের চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে এবং আটকে পড়া যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছোতে সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা করেছে।

ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা ৫ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেবে এবং পুনর্নির্ধারণ চার্জ মকুব করেছে।

বিমান বৃত্তান্ত

- শনিবারও ৫০০-র বেশি বিমান বাতিল
- তদন্তে ডিজিসিএ-র উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি
- ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের সমস্ত যাত্রীকে টাকা ফেরতের নির্দেশ
- টাকা ফেরাতে দেরি হলে শাস্তির হুঁশিয়ারি
- বিমানযাত্রীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা রেলের

জরুরি নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকার অবিলম্বে সমস্ত অভ্যন্তরীণ উড়ানের ইকনমি ক্লাসের ভাড়ার ওপর দেশব্যাপী সর্বোচ্চ সীমা কার্যকর করেছে। দূরত্ব অনুযায়ী এই সীমাগুলি নিম্নরূপ :

দূরত্বের সীমা	সর্বোচ্চ ভাড়া (টাকায়)
৫০০ কিমি পর্যন্ত	৭,৫০০
৫০০–১০০০ কিমি	১২,০০০
১০০০–১৫০০ কিমি	১৫,০০০
১৫০০ কিমি বেশি	১৮,০০০ টাকা

ডিপফেক রুখতে বিল লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : রশ্মিকা মান্ধানা থেকে কুমার শানু, শচীন তেন্ডুলকার থেকে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি—অনেককেই ডিপফেক প্রযুক্তির ফাঁদে পড়তে হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ডিপফেক কন্টেন্ট বা কৃত্রিমভাবে তৈরি ভুয়ো ছবি ও ভিডিওর বিপজ্জনক প্রসার রুখতে এবার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। লোকসভায় 'তথ্যপ্রযুক্তি (সংশোধনী) বিল, ২০২৫' পেশ করা হয়েছে। এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য হল ডিপফেক সামগ্রী তৈরি ও বিতরণের ওপর কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করা এবং ব্যবহারকারীদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

প্রস্তাবিত নতুন আইন অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির ছবি, কণ্ঠস্বর বা ভিডিও ব্যবহার করে ডিপফেক সামগ্রী তৈরি করার আগে অবশ্যই সেই ব্যক্তির স্পষ্ট ও অবহিত সম্মতি নিতে হবে। এই বিল সম্মতি ছাড়া ডিপফেক তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আইন লঙ্ঘন করলে প্রস্তুতকারী বা বিতরণকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, যার মধ্যে জরিমানা ও কারাদণ্ডের মতো ব্যবস্থাও থাকতে পারে।

বিলটি সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং মধ্যস্থতাকারীদের ওপর আরও বেশি দায় চাপিয়েছে। তাদের দ্রুত ডিপফেক কন্টেন্ট

শনাক্ত করে তা সরিয়ে ফেলার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে, এই বিলটি ডিজিটাল নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি অনলাইনে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করে এক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে। বিলটি আইনে পরিণত হলে অনলাইন ব্যবহারকারীরা সুরক্ষিত হবেন এবং ভুয়ো তথ্যের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি পতঞ্জলির

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল পতঞ্জলি যোগপীঠ। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে রাশিয়া সরকারের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করলেন যোগগুরু স্বামী রামদেব। রাশিয়ার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মস্কো সরকারের মন্ত্রী সের্গেই চেরেমিন।

এই চুক্তির মূল লক্ষ্য হল রাশিয়ায় যোগ, আয়ুর্বেদ ও ওয়েলনেস পরিষেবার ব্যাপক প্রসার ঘটানো। চুক্তি অনুযায়ী, ভারত থেকে প্রশিক্ষিত যোগী ও দক্ষ কর্মীদের রাশিয়ায় পাঠানো হবে। পাশাপাশি, বার্ধক্য প্রতিরোধ ও দীর্ঘায়ু লাভের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দুই দেশের পণ্যের বাজার আদান-প্রদান করা হবে। স্বামী রামদেব বলেন, 'রাশিয়া ভারতের অবিচ্ছেদ্য বন্ধু এবং এই চুক্তি দুই দেশের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।' রুশ মন্ত্রীও পতঞ্জলির সঙ্গে এই অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানিয়েছেন।

মৃত ভারতীয় পড়ুয়া

নিউ ইয়র্ক, ৬ ডিসেম্বর : আমেরিকায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক ভারতীয় পড়ুয়ার। মৃত ছাত্রী সহজ রেড্ডি উদুমালা (২৪) অ্যালবানির একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ৪ ডিসেম্বর সকালে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে। ভিতরে আটকে পড়েন সহজ সহ কয়েকজন। তাঁদের গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেহের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল সহজের। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃত ছাত্রীর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস।

আস্থা নেহরুতে, তবুও ধন্দে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে মতাদর্শের লড়াইয়ে কংগ্রেস ভরসা রাখছে জওহরলাল নেহরুর ওপরই। শুক্রবার জওহর ভবনে নেহরু সেন্টার ইন্ডিয়ার উদ্বোধন করতে গিয়ে সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি শাসক শিবিরকে নিশানা করে বলেন, 'আজকের শাসকবর্গের প্রধান লক্ষ্য যে জওহরলাল নেহরুকে অপমান করা, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের লক্ষ্য শুধু তাঁকে মুছে ফেলা নয়, আমাদের দেশ যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত, তাকেও ধ্বংস করে ফেলা।' তাঁর সাফ কথা, 'নেহরুর অবদান নিয়ে চলা বিশ্লেষণকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু যেটা মেনে নেওয়া যায় না সেটা হল তাঁকে ধারাবাহিকভাবে অবজ্ঞা, বিকৃত, অবমাননা ও অপমান করার চেষ্টা।'

সোনিয়ার বার্তায় স্পষ্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি নেতৃত্ব নেহরুকে যতই নিশানা করুন, তাঁকে আঁকড়ে ধরেই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে হাতশিবির। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নেহরুর প্রতি কংগ্রেসে আস্থা খাতায়-কলমে যতটা, কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন খুব একটা চোখে পড়ার মতো নয়। নেহরু আক্ষরিক অর্থেই একজন গণতান্ত্রিক নেতা

> বর্তমান শাসকবর্গের প্রধান লক্ষ্য যে জওহরলাল নেহরুকে অপমান করা, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের লক্ষ্য শুধু তাঁকে মুছে ফেলা নয়, আমাদের দেশ যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত, তাকেও ধ্বংস করে ফেলা।
>
> সোনিয়া গান্ধি

ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুবাদে তিনি কংগ্রেসের শীর্ষনেতা ছিলেন ঠিকই, কিন্তু হাইকমান্ড সংস্কৃতি তাঁর আমলে কংগ্রেসে ছিল না। তাছাড়া ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি বরাবরই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে প্রাধান্য দিতেন। মন্দির-মসজিদের রাজনীতিতে শান দেওয়ার বদলে সদ্য স্বাধীন দেশকে একটি শিল্পোন্নত, আধুনিক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধিরা নেহরুর এই প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার কথা বারবার তোলেন ঠিকই, কিন্তু নেহরু যে বাম, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতেন, সেই ধারা রাহুল, প্রিয়াংকা গান্ধিদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। তাঁরা মুখে নেহরুর দর্শনের কথা বললেও ভোটের সময় বিভিন্ন মন্দির দর্শনের পথ পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেন না। হাইকমান্ড সংস্কৃতি থেকে এখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি কংগ্রেস। এখনও দলের ক্ষমতার মূল ভরকেন্দ্র নেহরু-গান্ধি পরিবার। পরিবারের বরাভয় ছাড়া দলের কোনও নেতা বা নেত্রীর পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসা কঠিন। সেক্ষেত্রে নেহরুকে আঁকড়ে কংগ্রেসের পক্ষে 'দোষ' কাটানো কতটা সম্ভব, তা নিয়ে চর্চা চলছে।

জোড়া ফলায় নাজেহাল উত্তর, পূর্ব

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে হাড়কাঁপানো শৈত্যপ্রবাহ, যার ফলে তাপমাত্রা নেমে এসেছে স্বাভাবিকের অনেক নীচে। অন্যদিকে, দিল্লিতে দূষণের মাত্রা 'খুব খারাপ' শ্রেণিতে থাকার কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শনিবার কলকাতায় পারদ নেমেছে ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা এই মরশুমের শীতলতম সকাল। এই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। আগামী ২৪ ঘণ্টায় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে তাপমাত্রা আরও কমবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে শৈত্যপ্রবাহের কারণে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গুমলায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। রাজ্যের ১১টি জেলার জন্য রবিবার সকাল পর্যন্ত 'হলুদ সতর্কতা' জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। উত্তর-পশ্চিমী বায়ুপ্রবাহের ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। কাশ্মীর উপত্যকায় রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে। শ্রীনগরে তাপমাত্রা মাইনাস ৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সোপিয়ানে তা মাইনাস ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।

ছায়া মানুষ... শনিবার আগ্রায়।-পিটিআই

উত্তরপ্রদেশে ভুয়ো তথ্যের অভিযোগ

লখনউ, ৬ ডিসেম্বর : এসআইআর আবহে পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোনও রাজ্য থেকে যাতে বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গারা উত্তরপ্রদেশে আশ্রয় নিতে না পারেন, সেজন্য প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তারপরই রাজ্যজুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে যোগী রাজ্যে এসআইআরে ভুয়ো তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক পরিবারের বিরুদ্ধে। যা দেশে এই প্রথম। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে রামপুরের পুলিশ। রামপুরের জেলা শাসক অজয় কুমার দ্বিবেদীর অভিযোগ, নুরজাহান নামে এক মহিলা তাঁর দুই ছেলে আমির এবং দানিশ খান সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দিয়েছেন। এরা গত বেশ কয়েক বছর ধরে দুবাই এবং কুয়েতের বাসিন্দা। এমনকি নকল স্বাক্ষর করেন মহিলা। তিনি বলেন, 'মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফর্ম পূরণ করা বা তথ্য গোপন করা নির্বাচনি বিধি গুরুতর লঙ্ঘন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজে জেলা প্রশাসনগুলির পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের এটিএস তল্লাশি অভিযানে নেমেছে। বেশ

এসআইআর

কয়েকজন অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে আপস করবে না রাজ্য প্রশাসন। বেআইনিভাবে যাঁরা উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেছেন বা করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি সংগঠিত চক্রের হদিস মিলেছে।

নোবেল পাওয়া উচিত ট্রাম্পের!

ওয়াশিংটন, ৬ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরের পর ট্রাম্প সরকারের বিদেশনীতি নিয়ে আমেরিকার অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভারত ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থানের কড়া সমালোচনা করেছেন পেন্টাগনের প্রাক্তন কর্মকর্তা মাইকেল রুবিন। তিনি বলেন, 'ট্রাম্পের অবশ্যই নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। স্বঘোষিত শান্তি উদ্যোগের জন্য নয়, বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে ভারত ও রাশিয়াকে আরও কাছাকাছি আনার জন্য।'

প্রেসিডেন্ট পুতিনের দু-দিনের ভারত সফর শেষে যখন দুই 'সর্বকালের বন্ধু' দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে, তখন রুবিনের এই কটাক্ষ প্রকাশ্যে এসেছে। রুবিনের মতে, ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির ফলে ভারত তার ঐতিহ্যবাহী প্রতিরক্ষা মিত্র রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে উৎসাহিত হয়েছে।

বকেয়া প্রশ্নে সুর চড়া তৃণমূলের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করল তৃণমূল। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ ও শতাব্দী রায় অভিযোগ করেন, মোদি-শা-র সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সংসদ ও দেশবাসীকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ১০০ দিনের কাজ এখনও পুনরায় চালু করা হয়নি।

সাগরিকা বলেন, '২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ছিল মনরেগা প্রকল্পের অন্যতম সেরা কর্মদক্ষ রাজ্য। রাজ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ছিল ১.৩৭ কোটি পরিবার এবং প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ পরিবার কাজ পেত। কিন্তু তারপর থেকেই কেন্দ্রের তরফে অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়।' তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হওয়া কাজের জন্য রাজ্যের বকেয়া দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬,৯০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ ৩,৭০০ কোটি এবং অন্যান্য খাতে ৩,২০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ভবিষ্যতের হিসাব ধরলে রাজ্যের মোট প্রাপ্য ৫২,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল সাংসদ বলেন, জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রকে ১০০ দিনের কাজ পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেয়। কেন্দ্র সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। কিন্তু ২৭ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে এবং অবিলম্বে কাজ ও অর্থ দেওয়া শুরু করার নির্দেশ দেয়।

পুলিশের ওপর চরম ক্ষোভ, অত্যাচার হয়নি ওপারে

আর দিল্লি যাবেন না সোনালি

কল্লোল মজুমদার ও আশিস মণ্ডল

মালদা, ৬ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের জেলে অত্যাচার হয়নি ঠিকই। কিন্তু দিনের পর দিন খেতে হয়েছে অখাদ্য খাবার। আর দিল্লি পুলিশের অত্যাচার অমানবিক। গভীর রাতে হাতে পায়ে ধরেও ছাড়া পাননি বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন ও তাঁর পরিবার। সেই সবদিন মনে পড়লে এখনও আতঙ্কে বুক কাঁপে তাঁর। আর তাই তো শনিবার বেলা ১২টা নাগাদ মালদা মেডিকেল থেকে বীরভূমে নিজের বাড়ি যাওয়ার পথে সোনালির প্রতিক্রিয়া, 'না খেয়ে থাকব, কিন্তু আর দিল্লিতে যাব না কাজ করতে।'

অ্যাম্বুল্যান্স থেকে নামছেন সোনালি খাতুন। শনিবার মালদায়।

এদিন হুইলচেয়ারে বসেই সোনালি বলছিলেন, 'আমি দিল্লি পুলিশের হাতেপায়ে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা ভারতীয়। কিন্তু কোনও কথা শোনেনি। রাতের অন্ধকারে আমাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়।' তবে তিনি স্বীকার করে নেন, বাংলাদেশের জেলে তাঁদের কোনও অত্যাচার করা হয়নি। তবে জেলে অখাদ্য খাবার খেতে হয়েছে। তাঁর দাবি, 'এখন আমার আবেদন আমার স্বামী সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক।'

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে সোনালির বাবা বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই আমার মেয়ে ভারতে ফিরে আসতে পেরেছে। তবে এখনও চারজন থেকে গিয়েছে। ওরা ফিরে এলে একটু শান্তি পাই।' তাঁর আরও সংযোজন, '২০-২৫ বছর ধরে দিল্লিতে কাবারির কাজ করতাম। আবার সেখানে যাব কি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। ভয় হচ্ছে।'

বাংলা ভাষায় কথা বলায় ১৭ জুন বীরভূমের পাইকরের বাসিন্দা সোনালি ও সুইটি বিবি এই দুইজনের পরিবারের মোট ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। পরে তাঁদের গভীর রাতে বাংলাদেশের জঙ্গলে পুশব্যাক করে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। একসময় বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানার পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করে। এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে দুই

> আমি দিল্লি পুলিশের হাতেপায়ে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা ভারতীয়। কিন্তু কোনও কথা শোনেনি। রাতের অন্ধকারে আমাদের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়।
>
> **সোনালি খাতুন**

পরিবার। হাইকোর্টের বিচারপতিরা বাংলাদেশে পুশব্যাক হওয়া এই ছ'জনের যাবতীয় পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখে তাঁদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে দ্রুত দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেন। শুক্রবার বাংলাদেশের আদালতও ওই ছয়জনকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে। শুক্রবার রাত সাতটা নাগাদ মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে সোনালি ও তাঁর ছেলে সাবির শেখকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ভারতে। শুক্রবার রাতে মালদা মেডিকেলে এনে প্রথমে সোনালির শারীরিক পরীক্ষা হয় মাতৃমায়। আর তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ট্রমা কেয়ার ইউনিটের ভিআইপি কেবিনে। শনিবার বারোটা নাগাদ প্রশাসনিক উদ্যোগে এবং সোনালির বাবা ভাদু শেখের উপস্থিতিতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বীরভূমে।

সকাল থেকেই বীরভূমের পাইকরের দর্জিপাড়ায় গলির মোড়ের ভাঙাচোরা তিন চারটে ঝুপড়ির মধ্যে চরম ব্যস্ত ছিলেন সোনালির মা জ্যোৎস্না বিবি সহ অন্য সদস্যরা। মায়ের অপেক্ষায় ছিল খুদে আফরিনও। কলেজ মোড় ছাড়িয়ে সোনালি কিছুক্ষণ গাড়িতে অপেক্ষা করেন। সেখানে জ্যোৎস্না মেয়ের অ্যাম্বুল্যান্সে ওঠেন। দুই-একদিনের মধ্যেই সন্তানের জন্ম দেবেন সোনালি। তাঁকে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হবে।

অন্যদিকে, দর্জিপাড়া থেকে কিছুটা দূরে ফকিরপাড়া। সেখানে দাওয়ায় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন সুইটির মা নাজিনা বিবি। কারণ তাঁর মেয়ে সুইটি বিবি ও দুই নাতি এখনও ছাড়া পায়নি। নাজিনা বলেন, 'আমার মেয়ের সব কাগজপত্র ছিল। রোহিণী ঝুপড়িতে একবার আগুন লাগে তাতে সব পুড়ে যায়।' এদিন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রথমে সুইটির বাপের বাড়ি যান। সেখানে তিনি নাজিনাকে আশ্বস্ত করেন যে তাঁর মেয়ে ও নাতিদেরও দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

ফিরল কিশোরী

কালিয়াচক, ৬ ডিসেম্বর : দিদার বাড়ি যাবে বলে নিজের বাড়ি থেকে একা একাই রওনা দিয়েছিল ১০ বছরের এক খুদে। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে সে। শেষপর্যন্ত কালিয়াচক পুলিশের উদ্যোগে তাকে বাড়ি ফেরানো গিয়েছে।

সেই মেয়েটির বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। সেখান থেকে ফরাক্কা অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার স্টেশনে নামার পর আর দিদার বাড়ির রাস্তা মনে করতে পারেনি সে।

সরি বস

প্রথম পাতার পর

অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে 'রাইট টু ডিসকানেক্ট' এখন আইনগত অধিকার। সেখানে ছুটির দিনে কর্মীকে বিরক্ত করলে কোম্পানির জরিমানাও হতে পারে। তবে খুশিতে এখনই আত্মহারা হওয়ার আগে বাস্তবটা বোঝা দরকার। ভারতীয় সংসদীয় ইতিহাসে 'প্রাইভেট মেম্বার বিল' আইনে পরিণত হওয়ার নজির খুবই কম। তাছাড়া ভারতের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে, যেখানে 'ক্লায়েন্ট ইজ গড', সেখানে এই আইন কার্যকর করা কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবুও সংসদের অন্দরে এই বিল পেশ হওয়াটাই একটা বড় বার্তা। এটি অন্তত স্বীকার করে নিচ্ছে যে, কর্মীদেরও একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে, আর অফিসের বাইরে সেই জীবনে নাক গলানোর অধিকার বসের নেই।

এখন দেখার, এই বিল আলোচনার টেবিলে ঝড় তোলে, নাকি অন্য অনেক বিলের মতো ফাইলে চাপা পড়ে যায়। তবে আপাতত এটুকুই সান্ত্বনা- দিল্লির অলিন্দে কেউ তো অন্তত বলল, 'বস, আজ অফিস ছুটি, কাল কথা হবে!'

সমালোচনা

প্রথম পাতার পর

বিজেপির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন।

সাংসদ অবশ্য বলেছেন, 'লোকসভায় গত ৫ তারিখ কামতাপুরি বা রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির জন্য কেন্দ্র সরকারকে দ্রুত প্রাইভেট মেম্বার বিল উত্থাপনের দাবি জানিয়েছি। মন্ত্রী নন, এমন জনপ্রতিনিধিরা এই ধরনের বিল উত্থাপনের দাবি করতে পারেন। বিভিন্ন সংগঠন আমাকে এই দাবি লিখিতভাবে অনেক আগেই জানিয়েছিল। আমি নিজে এই সম্প্রদায়ের থেকে উঠে আসা জনপ্রতিনিধি। সরকার এই ভাষার অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কী ভাবছে তা বিল উত্থাপন করা হলে বোঝা যাবে। এই দাবি খুবই প্রাসঙ্গিক।' সমাজমাধ্যমে তাঁর পেজে প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জয়ন্তর বক্তব্য, 'সেগুলি দেখেছি। তবে আমি যে বিল উত্থাপনের প্রস্তাব এনেছি তা রাজবংশী ও কামতাপুরি সমাজের ভালোর জন্যই করেছি।'

কামতাপুর ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান অমিত রায় এদিন, 'বিজেপি ভোটের আগে এইভাবে অনেক আশ্বাস দিয়ে আগের নির্বাচনগুলিতে আমাদের জনজাতির ভোট পেয়েছে। এবার আগে দাবি পূরণ হবে অষ্টম তফশিলে ভাষা অন্তর্ভুক্তির, তারপর আমরা চিন্তাভাবনা করব।'

কামতাপুরি ভাষা সংস্কৃতি মঞ্চের কার্যনির্বাহী সভাপতি সুরেশ রায় বলেন, 'আমাদের চিঠির উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে বলে লিখিতভাবে জানিয়েছে। দাবি পূরণে কেন্দ্রের সদর্থক ভূমিকা দেখলে উত্তরবঙ্গে আমাদের জনজাতির মানুষই সিদ্ধান্ত নেবেন আসন্ন নির্বাচনে কী অবস্থান নিতে হবে।'

বিজেপির উত্তরবঙ্গের ৫ জেলার সাংগঠনিক ইনচার্জ বাপি গোস্বামী মনে করেন, সাংসদ লোকসভায় প্রাইভেট মেম্বার বিল আনার প্রস্তাব এনে ভালো কাজ করেছেন। তাঁরাও চান, কামতাপুরি ও রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

পৃথিবীর পাঠশালা

নেদারল্যান্ডস : কুকুর এখন রাজকীয়

ভাবতে পারেন, একটা দেশে একটাও পথকুকুর নেই? হ্যাঁ, নেদারল্যান্ডস সেই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছে! বিশ্বজুড়ে যেখানে কোটি কোটি পথকুকুর, সেখানে ডাচরা কড়া আইন, ব্যাপক বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি এবং সবচেয়ে বড় কথা, জনগণের সচেতনতা দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করেছে। কুকুরদের নির্যাতন বা ফেলে দিলে কঠিন শাস্তি। এখন ডাচ শহরগুলোতে কুকুরকে দেখা যায় সাইকেলের বাস্কেটে চড়ে ঘুরতে, ক্যাফেতে মালিকের সঙ্গে টেবিলের নীচে বসে থাকতে, এমনকি বাসেও যাতায়াত করতে! নেদারল্যান্ডস প্রমাণ করল, সরকার, সমাজ আর একটু ভালোবাসা থাকলে এই পৃথিবীকে প্রাণীদের জন্যও স্বর্গ বানানো সম্ভব।

মায়ের জন্য ১৩ বছরের ছেলের গাড়ি

১৩ বছরের এক ছেলের কাণ্ড! নেভাদার উইলিয়াম প্রেস্টন দেখল, তার সিঙ্গল মা একা তিন সন্তান সামলাতে গিয়ে গাড়ি ছাড়া খুব কষ্ট পাচ্ছেন। মাকে খুশি করতে সে তার প্রিয় এক্সবক্সটা বিক্রি করে দিল! শুধু তাই নয়, আশপাশের বাড়িতে লন কেটে, ছোটখাটো কাজ করে টাকা জমিয়ে ফেলল। আর তারপর? সে মায়ের জন্য একটা পুরোনো শেভ্রোলেট মেট্রো কিনে মাকে চমকে দিল! মা প্রথমে ভেবেছিলেন মজা করছে, কিন্তু যখন সত্যিটা জানলেন, তখন তাঁর আনন্দ আর গর্বের শেষ ছিল না। এইটুকু বয়সে এমন দায়িত্ববোধ আর মায়ের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে উইলিয়াম প্রমাণ করল, মন থাকলে সবই সম্ভব।

বিয়েতে ভোজ নয়, মানবিকতার ডিনার

তুরস্কের এক দম্পতি তাদের বিয়ের দিনে রাজকীয় ভোজ না করে যে কাজটা করলেন, তা সত্যিই চোখে জল এনে দেয়! সিরিয়ার সীমান্তের কাছে কিলিসে ফতুল্লাহ আর এসরা তাঁদের বিয়ের জমানো টাকা দিয়ে ৪,০০০ সিরীয় শরণার্থীকে গরম খাবার খাওয়ালেন। অতিথিরাও ভোজের বদলে শরণার্থীদের খাবার পরিবেশনে হাত লাগালেন। দম্পতি বললেন, তাঁরা চান না তাঁদের বিয়ে কেবল বিলাসের জন্য মনে থাকুক, বরং বদান্যতা ও ভালোবাসার জন্য মনে থাকুক। বিলাসবহুল অনুষ্ঠানের বদলে অন্যের মুখে হাসি ফোটানো যে আরও আনন্দের, এই দম্পতি সেটাই দেখিয়ে দিলেন।

বাজিহীন বর্ষবরণ, শান্তিই শেষ কথা

নেদারল্যান্ডস সরকার এবার কড়া হাতে নেমেছে— ২০২৫ সালের নিউ ইয়ার্স ইভের পর থেকে ব্যক্তিগতভাবে বাজি ফাটানো পুরোপুরি নিষিদ্ধ! অর্থাৎ, ২০২৬ সালের বর্ষবরণ হবে বাজিবিহীন! বছরের পর বছর ধরে চলা বিতর্ক আর মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই আইন আনা হয়েছে। সরকারের যুক্তি পরিষ্কার : বাজি ফাটানো বন্ধ হলে আঘাত কমবে, সম্পত্তির ক্ষতি হবে না, আর হাসপাতালগুলোর ওপর চাপও কমবে। যদিও কিছু শহরে পেশাদারদের ফায়ারওয়ার্কস শো দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত বাজি ফাটানোর দিন শেষ। ডাচরা প্রমাণ করল, উৎসবের আনন্দ পরিবেশ আর সুরক্ষার চেয়ে বড় নয়।

বেহাত জমি

প্রথম পাতার পর

৩ ডিসেম্বর রাধিকা লাইব্রেরির জমি বেদখলের ব্যাপারে ফের একটি শুনানি হয় জলপাইগুড়ির সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে। শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন রাধিকা লাইব্রেরির সভাপতি তথা ময়নাগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী, ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল, ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ভিক্টর সাহা, রাধিকা লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক কৃষ্ণকান্ত রায় ও রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চের সম্পাদক নিশীথকুমার রায় ও সংগঠনের কার্যকরী সদস্য অমল সরকার। শুনানি শেষের পর খোয়া যাওয়া জমি যাঁদের দখলে রয়েছে তাঁদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না তা জানতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয় মহকুমা শাসকের তরফ থেকে। এব্যাপারে দীপ্তেন্দ্র নন্দীর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'এব্যাপারে কোনওকিছু আমার জানা নেই।' শ্যামল সূত্রধরের বক্তব্য, 'চিঠি এখনও পাইনি। তবে প্রশাসনকে আমরা এব্যাপারে সবরকমের সহযোগিতা করব।'

এদিকে, প্রশাসনের তরফ থেকে রাধিকা লাইব্রেরির জমি উদ্ধারে পদক্ষেপের ঘটনায় 'রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চ' সহ বিভিন্ন মহল খুশি। রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চের প্রতিষ্ঠা সদস্য স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'সম্পূর্ণ সাফল্যে এখনও পৌঁছাতে না পারলেও সরকারি আধিকারিকদের বোঝাতে পেরেছি আমাদের দাবি ন্যায্য এবং বৈধ। ময়নাগুড়ি আপামর জনগণের সমর্থন নিয়ে রাধিকা লাইব্রেরির জমি বেদখল নিয়ে আমাদের আন্দোলন জারি আছে। আমরা আশাবাদী একদিন জয়ের মুখ দেখব।' রাধিকা লাইব্রেরি উন্নয়ন মঞ্চের আইনজীবী নির্মল ঘোষদস্তিদার বলেন, '১১৫ বছরের প্রাচীন গ্রন্থাগারের জমি এভাবে বেখল হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

প্রাক্তন বিধায়ক ও লেখক দেবপ্রসাদ রায় বলেন, 'যাঁরা জমি বেদখল করে রেখেছেন তাঁদের জমি ফেরত দিতেই হবে। বিষয়টি আমরা গ্রন্থাগারমন্ত্রীর নজরে এনেছি। রাধিকা লাইব্রেরির সঙ্গে ময়নাগুড়িবাসীর আবেগ জড়িয়ে আছে।' ময়নাগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা রাধিকা লাইব্রেরির সভাপতি অনন্তদেব অধিকারী বললেন, 'বেহাত হয়ে যাওয়া লাইব্রেরির জমি উদ্ধার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনের ভূমিকায় আমরা খুব খুশি।'

ত্রাণশিবিরে

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'ছোট্ট ব্যবসা করে সংসার চলে। এই অবস্থায় দুই মাস ধরে টাকা বকেয়া থাকায় সমস্যায় পড়েছি। শুনেছি বন্যার সময়ের খরচের তালিকায় ঘুগনির হিসেবই নেই।'

প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, তিনটি ত্রাণশিবিরে সব মিলিয়ে ২৫০-র মতো পরিবার ছিল। সেই হিসাবে ১০০০ জনকে তিনদিন ধরে ঘুগনি খাওয়ানোর এই বিল সংগতিপূর্ণ নয়। বিজয় রায় দাবি করেছেন, 'প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশেই জরুরি অবস্থায় খাবারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। ঘুগনির বিলের টাকার কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। টাকা যাতে দ্রুত দেওয়া যায়, সে ব্যাপারেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৃষ্ণা রায়ের কথায়, ঘুগনির বিল নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ত্রাণশিবিরে আশ্রিত কম থাকলেও প্লাবনের পর প্রথম তিনদিনে প্রায় ৬০০০ মানুষ খাবার খেয়েছেন। এতেই এত বিল হয়েছে। কিন্তু ব্লক প্রশাসন এখনও এক টাকাও দিচ্ছে না।

ব্লক প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিলের অঙ্ক নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সেইজন্যই সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে জরুরি অবস্থায় বিশেষ ক্ষেত্রে ওয়ার্ক অর্ডার বা টেন্ডার ছাড়াও কাজ করা যায়। তার মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় অন্যতম। ধূপগুড়ির বিডিও শ্যারন তামাংকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বকেয়া বিল নিয়ে মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। ব্লক প্রশাসনকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

ঘনঘন যাতায়াত উত্তরে, নজর তাই বনাঞ্চলে

সিকিমে পাচারকারীর সঙ্গীদের খোঁজে তল্লাশি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : সিকিম থেকে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ পাচারকারী গ্রেপ্তার হওয়ার পরই উত্তরবঙ্গে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিল ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো (ডব্লিউসিসিবি)। ইয়াংচেন লাচুংপার গ্রেপ্তারির পর থেকে তাঁর সঙ্গীদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সহ একাধিক রাজ্যের বন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ডব্লিউসিসিবি। ইয়াংচেনের পাশাপাশি বাকিদের ছবি প্রতিটি রাজ্যের বন দপ্তরকে পাঠানো হয়েছে।

ইয়াংচেন ছিলেন বাঘ, প্যাঙ্গোলিনের অঙ্গ পাচারে সিদ্ধহস্ত। অভিযুক্ত নেপাল, তিব্বত, ভুটান ছাড়াও ভারতের শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, কলকাতা, কানপুর ও হোসাঙ্গাবাদের বিভিন্ন এলাকায় নিজের জাল বিছিয়েছিলেন। ইয়াংচেন যে মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাতে এখনও পর্যন্ত ২৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে মধ্যপ্রদেশের নর্মদাপুরমের আদালত। বাকিরা এখনও পলাতক। তাদের খোঁজেই দেশ-বিদেশে তল্লাশি চালাচ্ছে মধ্যপ্রদেশের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স। এদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই জয়গাঁ, শিলিগুড়ি ও বক্সার বনকর্তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলছেন, 'নিয়মিত ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর তরফে আমাদের কাছে পাচারকারীদের ছবি পাঠানো হয়। অভিযুক্তদের ধরতে বিভিন্ন নির্দেশিকাও আসে। সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করছি।'

আতশকাচের তলায়

- উত্তরবঙ্গে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরোর
- আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ হয়ে পা রেখেছেন ভুটানে
- এই সময়ে উত্তরে অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছে তাঁর

ভারতে ইন্টারপোলের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে ডব্লিউসিসিবি। তাই এই সংস্থার মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের টাইগার স্ট্রাইক ফোর্স যোগাযোগ করেছিল ইন্টারপোলের সঙ্গে। এর মাধ্যমেই সিবিআইকে দিয়ে ইয়াংচেনের বিরুদ্ধে ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করায়। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ইয়াংচেন একাধিকবার সিকিম থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা সহ অন্য জায়গায় যাতায়াত করেছেন। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ হয়ে পা রেখেছেন ভুটানে। এই সময়কালে কোথায় রাত কাটিয়েছেন, কী ধরনের পরিবহণ ব্যবহার করেছেন- জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

বাড়ির কাছ থেকেই পাকড়াও করা হয় অভিযুক্তকে, তাই পড়শি রাজ্য সিকিমের বন দপ্তরের কাছে পৌঁছেছে সতর্কবার্তা। সিকিমে আর কোথায় কোথায় শেলটার নিয়েছেন তিনি, কারা অভিযুক্তকে গা-ঢাকা দিতে সাহায্য করেছেন, পরিবারের আর কেউ জড়িত কি না ইত্যাদি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। এমনকি ইয়াংচেনের সঙ্গে গত কয়েকবছরে কার কার ফোনে যোগাযোগ হয়েছে, সেই তথ্যেও চোখ বোলাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

নমোই নমস্য

প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এলাকার উন্নয়নের দাবিও জানাবেন। মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়ক থেকে প্রফুল্লর বাড়ির দূরত্ব ৯০ মিটার। মোদি পারডুবিতে এলে এই রাস্তায় লাল গোলাপ পেতে তিনি নিজের আরাধ্য দেবতাকে স্বাগত জানাবেন বলে ঠিক করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কোনও সভায় এলে সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রফুল্লকে দেখা করানোর চেষ্টা করানো হবে বলে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি প্রতাপ সরকার, নিশিগঞ্জের বিজেপি নেতা তথা জেলা কমিটির সদস্য উত্তম শীল তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রফুল্ল ২০০৫ সালে ভোটাধিকার পান। সেই সময় থেকেই তিনি বিজেপির সমর্থক বলে দাবি করেন। ৪৬ বছর বয়সি মানুষটি রাঁধুনি হিসেবে কাজ করেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে, স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সংসার। মোদিপুজোয় পরিবার সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্ত্রী জিরোবালা বর্মনের কথায়, 'এই পুজো করবেন বলে স্বামীর বহুদিনের ইচ্ছে ছিল। সেটা পূরণ হওয়ায় ভালো লাগছে।' মা টুনটুনি বর্মনের অবশ্য আশঙ্কা, 'ও পুজো করছে করুক। কিন্তু ভাত-রুটি খাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক নয়।' পারডুবি নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক মহেশ রায়ও একই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। মন্দির চত্বরে কোনও প্রণামি বাক্স না রাখা হলেও স্থানীয়রা মোদির মূর্তি ও মন্দির দর্শনে এসে তাঁর পুজো করার জন্য আর্থিক সহায়তা ও পুজোর উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেন। সুজিত বর্মন, জ্যোৎস্না বর্মনরা এই পুজোর বিষয়ে তাঁদের উচ্ছ্বাসের কথা জানিয়েছেন। প্রফুল্ল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 'যতদিন বাঁচব, প্রতিদিন মোদিকে পুজো ও প্রণাম করে দিন শুরু করব।'

যশবল, রোকো স্পেশালে সিরিজ

প্রথম পাতার পর

রোহিত ফেরার পর বিরাট-যশস্বী জুটিতে অবিচ্ছিন্ন ১১৬-- টেম্বা বাভুমার দলকে ম্যাচে ফেরা, অঘটন ঘটানোর বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয়নি। ইনিংসের শুরু হয়েছিল নির্ভেজাল হিটম্যান শোয়ে। ঠান্ডা মাথায় বিগহিটের ফুলঝুরিতে প্রোটিয়া বোলিংকে বেলাইন করে দেন রোহিত।

সিরিজে দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি ইনিংসের সুবাদে মুকুটে শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, কোহলির পর চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে ২০ হাজার আন্তর্জাতিক রানের পালক। প্রিয় পুল শট অনায়াসে গ্যালারির ঠিকানা খুঁজে নিলেন। শেষপর্যন্ত কেশব মহারাজকে গ্যালারিতে পাঠাতে গিয়ে ছন্দপতন। ইতি পড়ে ৭টি চার ও ৩টি ছক্কায় সাজানো ৭৩ বলে ৭৫ রানের রোহিত শোয়ে।

রোহিত শতরানের আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেও যশস্বী কিন্তু চতুর্থ ওডিআই ম্যাচে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে রাজি ছিলেন না। আগের তিন ম্যাচে করেছিলেন ৫৫। সর্বোচ্চ ২২। আজ নামের পাশে ঝলমলে ১২১ বলে অপরাজিত ১১৬! প্রথম ৫০ ধৈর্যের ফল (৭৫ বল নিলেন)। ৫০ থেকে ১০০-তে পা রাখলেন ৩৬ বলে।

৩৬তম ওভারে অনসাইডে ঠেলে দিয়েই শতরানের দৌড়। একহাতে হেলমেট, অপর হাতে ব্যাট। ধরা পড়লেন বিরাটের আলিঙ্গনে। মুম্বইয়ের আজাদ ময়দান থেকে উঠে আসা যশস্বী বুঝিয়ে দিলেন, ওডিআইয়েও ভরসা রাখলে ঠকবে না দল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কারের সঙ্গে প্রাপ্তি লোকেশের হাত থেকে ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন। ক্রিকেটপ্রেমীদের ষোলোকলা পূরণ বিরাটের ক্যামিও ৬৫ রানের ইনিংসে। সিরিজে ৩০২ রান! তিন ম্যাচের সিরিজে যা ভারতীয় 'চেজমাস্টারের' সর্বাধিক রান। আসলে জয়ের স্বাদ বোধহয় নির্ণায়ক ম্যাচে প্রথম বল পড়ার আগেই পেয়ে গিয়েছিল ভারত। টসে জিতে! একটানা ২০টি ওডিআই ম্যাচে টস হারের পর জয়! লোকেশ রাহুলের হাসি, হর্ষিত রানা, মরনি মরকেল সহ গোটা দলের প্রতিক্রিয়ায় যেন ম্যাচ জেতার আনন্দ। রায়পুর ম্যাচে লোকেশ বলেছিলেন, টস নিয়ে প্র্যাকটিস করেও লাভ হচ্ছে না। আজ স্ট্র্যাটেজি বদল। বাম হাতে টস করেন, যে 'টোটকায়' টস-ভাগ্য বদল। বোলিং নিতে দ্বিতীয়বার ভাবেননি লোকেশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসে আরও এক 'বাঁয়ে হাত কা খেল'। সৌজন্যে কুলদীপ যাদব। বাঁহাতি রিস্ট স্পিনারের ছোবল প্রোটিয়া ব্রিগেডের তিনশো প্লাস স্কোরের আশায় জল ঢেলে দেয়। কুইন্টন ডি ককের (৮৯ বলে ১০৬) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পরও ২৭০-এ আটকে যায় তারা।

নতুন বলে অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানার প্রশংসনীয় যুগলবন্দির পর খেলা ধরে নিয়েছিলেন ডি কক-বাভুমা। রায়ান রিকেলটনকে (০) প্রথম ওভারে হারানোর পর দুজনে ১১৩ রান যোগ করেন। মারমুখী ডি ককদের সামনে ২ ওভারের প্রথম স্পেলে ২৭ রান দেন প্রসিধ।

দ্রুত ভুল শুধরে পরবর্তী স্পেলে প্রসিধের (৬৬/৪) কামাল। বাভুমাকে (৪৮) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন 'বার্থডে বয়' রবীন্দ্র জাদেজা। এরপর প্রসিধের ঝোলায় একে একে ম্যাথু ব্রিৎজকে (২৪), আইডেন মার্করাম (১), ডি কক (১০৬)। ১৬৮/২ থেকে ১৭০/৫। ম্যাচের মোড় ঘুরে যাওয়া।

বাকিটা কুলদীপের (৪১/৪) হাত-যশ। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২৯), মার্কো জানসেন (১৭), করবিন বশদের (৯) ম্যাচ ঘোরানোর কোনও সুযোগ দেননি। কার্যত ওখানেই বাভুমাদের তিনশো পেরোনোর আশা শেষ হয়ে যায়। বশকে ফেরানোর পর কুলদীপকে নিয়ে বিরাটের 'কাপল ডান্সে' যার প্রতিফলন।

ব্যাটিং সহায়ক পিচে প্রতিপক্ষকে ২৭০-এ গুটিয়ে দিয়ে রাস্তা গড়ে দেন কুলদীপ-প্রসিধরা। যশস্বী, রোহিত, বিরাটরা সেই রাস্তায় রোলস রয়েসের গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে গুঁড়িয়ে দেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

হুমায়ুনের কীর্তিতে

প্রথম পাতার পর

'দলের অন্য নেতা-মন্ত্রীরা যখন বিতর্কিত মন্তব্য করেন, তখন কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না? কেবল মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু নেতা বলেই কি আমার ওপর এই খড়্গহস্ত?' এই 'ভিক্টিম কার্ড' খেলেই তিনি নিজেকে তৃণমূলের বিকল্প এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তুলে ধরছেন।

এই পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর আগে মুর্শিদাবাদের সমীকরণ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে অত্যন্ত জটিল। এর কয়েকটি কারণ আছে। রেজিনগর বা ভরতপুরের মতো এলাকায় হুমায়ুন কবীরের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। আজকের ভিড় প্রমাণ করেছে, দলীয় প্রতীককে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করছে স্থানীয় নেতার 'ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট'। ২০২৬-এ হুমায়ুন যদি নির্দল বা অন্য কোনও মঞ্চ থেকে লড়েন, তবে তৃণমূলের ভোটব্যাংকে বড় ধাক্কা লাগার প্রবল আশঙ্কা। আবার অধীর চৌধুরীর গড় বলে পরিচিত মুর্শিদাবাদে তৃণমূল অনেক লড়াইয়ের পর জমি শক্ত করেছিল। হুমায়ুন কবীরের এই বিদ্রোহ কংগ্রেস এবং বামেদের কাছে অপ্রত্যাশিত অক্সিজেন হতে পারে। অন্যদিকে, হুমায়ুন কবীর বাবরি সেন্টিমেন্ট উসকে দেওয়ায়, হিন্দু ভোট সংহত করার সুযোগ পেয়ে যাবে বিজেপি। তৃণমূল এতদিন যে ভারসাম্যের খেলা খেলছিল, হুমায়ুন তা ভেস্তে দিতে চাইছেন।

আজকের পর হুমায়ুন কবীর আর কেবল 'বিদ্রোহী বিধায়ক' নন, তিনি এখন তৃণমূলের কাছে বড় সমস্যা। তৃণমূলের নেতারা প্রকাশ্যে না বললেও আড়ালে স্বীকার করছেন, পুলিশ দিয়ে বা দল থেকে বের করে দিয়ে হুমায়ুনকে আটকানো যাবে না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই নিজেকে 'শহিদ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এদিন সরাসরি হুমায়ুন সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে, এদিন সকালে তৃণমূলের 'সংহতি দিবস' পালন উপলক্ষ্যে তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'যারা সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে দেশকে ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। সকলে শান্তি, সম্প্রীতি বজায় রাখুন।' মেয়ো রোডের সভায় তাঁর দলের অন্য নেতারাও হুমায়ুনের নাম না করে 'রাজনৈতিক স্বার্থচরিতার্থ করতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিকে' যে তাঁদের দল সমর্থন করে না তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে যারা চক্রান্তে পা দেয়, আমরা তাকে সমর্থন করি না।' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মসজিদ কেউ তৈরি করতেই পারে। কিন্তু নাম নিয়ে আমার আপত্তি আছে। মোগল-পাঠানের যুগ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে।'

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ি মর্নিং স্টার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আরাধ্যা জোয়ারদার মিশন ওয়ান ওয়ার্ল্ড মেধা অন্বেষণ পরীক্ষায় রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

টোটোচালকের দাদাগিরির জবাব

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : একে তো যানজট। তার ওপর আবার টোটোচালকের দাদাগিরি। আলুর বীজ বিক্রির মরশুমে নাজেহাল ধূপগুড়ি শহরের বাসিন্দারা। তবে শনিবার অন্য ছবি দেখল ধূপগুড়ি। যানজট নিয়ন্ত্রণে এদিন ধূপগুড়ির ট্রাফিক গার্ডের অফিসারের ভূমিকা প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কী ঘটেছে? শনিবার ধূপগুড়িতে জাতীয় সড়ক দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল একটি টোটো। রাস্তা আটকে থাকায় বাস সহ অন্যান্য গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছিল। তখনই ঘটনাস্থলে পৌঁছান ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটর আজিজুল হক। তিনি টোটো সরাতে বলেন। টোটোচালকের জবাব, 'বীজ কিনতে এসেছি। টোটো সরাতে সময় লাগবে।' এই জবাব শুনে চালকের থেকে টোটোর চাবি নিয়ে নিজেই টোটো চালিয়ে থানায় নিয়ে যান আজিজুল। সেইসঙ্গে জাতীয় সড়ক সাধারণ মানুষের স্বার্থে যানজটমুক্ত করে দেন। আজিজুলের এমন পদক্ষেপ দেখে বাকি টোটোচালকরাও জাতীয় সড়ক থেকে টোটো সরিয়ে হোয়াইট বর্ডারের ভেতরে নিয়ে যান। তারপর যানজট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

টোটো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাফিক অফিসার।

কড়া পদক্ষেপ

- শনিবার ধূপগুড়িতে জাতীয় সড়ক দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল একটি টোটো
- বাস সহ অন্যান্য গাড়ি চলাচলে সমস্যা হচ্ছিল
- ট্রাফিক গার্ডের অফিসার টোটো সরাতে বললেও সরানো হয়নি
- চালকের থেকে টোটোর চাবি নিয়ে নিজেই টোটো চালিয়ে থানায় নিয়ে যান আধিকারিক

ধূপগুড়ির বাসিন্দা প্রশান্ত দাসের কথায়, 'আরও কড়া হাতে জাতীয় সড়কের যানজট মোকাবিলা করা উচিত।' তবে আজিজুল হকের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গত কয়েক মাস ধরে ধূপগুড়ি শহরের রাজপথে ফুটপাথ দখল এবং সড়কের একাংশ দখল করে আলুর বীজ বোঝাই করা হচ্ছে টোটোতে। যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশও রাস্তায় নেমেছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী জানালেন, প্রথম অবস্থায় বুঝিয়ে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরও কেউ আইন অমান্য করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিনেমা হল মোড়ে বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়ি-মালবাজারগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সিনেমা হল মোড়ে অবস্থিত বাসস্ট্যান্ডের ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে জেরবার পথচলতি মানুষ থেকে শুরু করে গাড়িচালকরা। অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ। ময়নাগুড়ি শহর থেকে দোমোহনি মোড় হয়ে অসংখ্য গাড়ি এই পথ ধরেই জলপাইগুড়ির দিকে চলাচল করে। কয়েকবছর আগে পুরাতন বাজার মোড়ে গাড়ি দাঁড়াত। সেখানে যানজটের সমস্যা দেখা দেওয়ায় সিনেমা হল মোড়ে গাড়ি দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করা হয়। ময়নাগুড়ি মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের

ময়নাগুড়ি সিনেমা হল মোড়ে ট্রাফিক সমস্যায় জেরবার সকলে।

দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, বাসস্ট্যান্ডে গাড়িগুলি ঠিকমতো দাঁড়ায় না। ফলে সড়কের একটি বড় অংশ আটকে যায়। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে টোটো দাঁড়ানো। ফলে সারাদিনে একাধিকবার যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণ পথচারীরাও সমস্যায় পড়ছেন। ওই এলাকায় দুটি স্কুলও রয়েছে। বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থার ফলে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। বিশ্বজিৎ পাল নামে এক পড়ুয়ার অভিভাবক বলেন, 'রাস্তার ওপর এলোমেলোভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটাচলা করতে সমস্যা হয়। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' যদিও ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাসের দাবি, এলাকায় নিয়মিত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন থাকে। তারা বিষয়টি নজরে রেখেছে।

ময়নাগুড়ি-মালবাজার সড়কটি যাত্রী ও পরিবহণের দিক থেকে অত্যন্ত সহকারী সম্পাদক মিঠুন রায় জানান, ওই এলাকায় গাড়ি দাঁড়ানোর কোনও নির্দিষ্ট পরিকাঠামো নেই। কারণ রাস্তা খুবই সংকীর্ণ। সড়ক সম্প্রসারণ না হলে যে কোনও সমাধানই সাময়িক হবে। তবে নতুন জায়গায় এসেও সমস্যার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। বরং আরও জটিলতা বেড়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা হেমন্ত রায় বলেন, 'কয়েকবার তো চোখের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ওই এলাকার ট্রাফিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

স্থানীয় কাউন্সিলার তথা ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন ঝুলন সান্যাল সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

বাবরি নিয়ে প্রতিবাদ বামেদের

জলপাইগুড়ি ও মালবাজার, ৬ ডিসেম্বর : বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে শনিবার বামপন্থী দলগুলি জলপাইগুড়িতে ধিক্কার মিছিল করে। এদিন শহরের ডিবিসি রোডের সুবোধ সেন ভবনের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। মিছিল থানা মোড়, কামারপাড়া ও উকিলপাড়া ঘুরে কদমতলায় এসে শেষ হয়। কদমতলায় একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিএম নেতা বিপুল সান্যাল। বক্তব্য রাখেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য সলিল আচার্য, সিপিআই নেতা রাহুল হোড়, সিপিআই(এমএল) নেতা মুকুল চক্রবর্তী, আরএসপি নেতা প্রকাশ রায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ রায় প্রমুখ। সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র বলেন, 'গোটা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি। বিজেপি ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বাবরি ধ্বংসের ঘটনাকে পুঁজি করে বিজেপি ধর্মীয় বিভেদকে ইন্ধন দিচ্ছে।'

বাবরি মসজিদের ধ্বংসের বিরোধিতা করে মাল এরিয়া কমিটি এদিন ঘড়ি মোড়ে একটি পথসভা করে। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত, প্রাক্তন চেয়ারম্যান পার্থ দাস, প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য সমীর ঘোষ, সোনা কামী প্রমুখ। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ছাড়াও ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে এদিন বাম নেতারা সোচ্চার হন।

স্মারকলিপি

ধূপগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : অবিলম্বে ধূপগুড়ি পুরসভা নির্বাচনের আয়োজন করা, পুরসভা অফিসে নাগরিকদের হয়রানি বন্ধ করা, শহরে মাদকের নেশার বাড়বাড়ন্ত কমানোর মতো ৯ দফা দাবিতে শনিবার ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক তথা পুর প্রশাসককে স্মারকলিপি দিলেন ধূপগুড়ি মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এদিন আধিকারিকের দপ্তর চত্বরে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে দাবিপত্র দেওয়া হয়।

৩৭তম জেলা বইমেলায় বাড়ছে ভিড়, খুশি বিক্রেতারা

গোল দিচ্ছে কমিকসের বই

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : শনিবার ছিল ৩৭তম জেলা বইমেলার তৃতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনের প্রায় ফাঁকা মাঠ বিক্রেতাদের হতাশ করলেও তৃতীয় দিনে পাঠকদের ভিড় দেখে বেজায় খুশি তাঁরা। বিক্রিবাটাও ভালো হচ্ছে। আশা করছেন, রবিবার বইমেলা আরও জমবে।

এবারে বইমেলায় ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে বিভিন্ন কমিকসের বই। এদিন সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে মেলায় এসেছিলেন সুজিত মিত্র। বই দেখতে দেখতে ছেলেকে বলছিলেন, 'জানিস, মা-বাবার ভয়ে পড়ার বইয়ের তলায় লুকিয়ে কমিকস পড়তাম। সেই থ্রিলিংটা অবশ্য আলাদা ছিল। তার ওপর কোন বন্ধু কোন কমিকস পড়ল তা নিয়ে স্কুলে রীতিমতো ঠান্ডা লড়াই চলত। তোর ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। তুই নির্দ্বিধায় যত খুশি কমিকস পড়'- এই বলে ছেলেকে কমিকসের বই স্পর্শ করালেন সুজিত।

সুজিতের কথায়, 'ছেলের বইয়ের ওপর আঁকা কার্টুন চরিত্র দেখে নন্টে ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট, বঙ্কু ডাক্তার বাজিমাৎ এবং চিকু ও মুনু খুব পছন্দ হয়েছে। সবগুলো কিনে দিলাম। আমি চাইছি ওর বইগুলোর প্রতি এতটাই নেশা হোক যাতে পরবর্তীতে আবদার করে অন্য সিরিজগুলো কিনে দেওয়ার। ওর সঙ্গে আমিও ফের পড়ব এটাই আনন্দের।'

এবারে বইমেলায় রাজত্ব করছে নন্টে ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট, টিনটিন ছাড়াও কিশোর ভারতী, সত্যজিৎ রায়ের নেপোলিয়নের চিঠি, প্রফেসার শঙ্কু, দুষ্প্রাপ্য কমিকস সমগ্র, রঘু ডাকাত, চিকু আর মুনুর সম্ভার। এদিন দেখা গেল, দুপুরে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদেরও চোখ কমিকস বইয়ের দিকে।

মেলার প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকেই ডানদিক, বাঁদিক, মাঝের বেশ কয়েকটি স্টলে দেখা গেল সামনের সারিতে রয়েছে কমিকসের বইগুলো। মেলায় আসা শিক্ষিকা তনিমা ভট্টাচার্য বললেন, 'আমি বইয়ের পোকা। কমিকস দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। হাতে ধরে বইয়ের পাতা উলটিয়ে মনে হল ১৫ বছর পিছিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাতার কোয়ালিটি, ছবির রং পালটেছে ঠিকই, কিন্তু ফ্লেবার সেই একই রকম।'

কমিকস বই যে বইমেলায় হটকেক তা অকপটে স্বীকার করলেন বিক্রেতারাও। বিক্রেতাদের মধ্যে সন্টু কোলে বলেন, 'ছোটদের সঙ্গে বড়রাও কমিকসের বই দেখে তুলে নিচ্ছেন। দু'দিনে প্রায় সবমিলিয়ে ১০টির মতো বিক্রি হয়েছে। এদিনও দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫টির মতো। কমিকসের প্রতি ভালোবাসা দেখে আমরা খুশি। অভিভাবকরা যেমন সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তেমনই কখনও শিশুরাও নিজেরা তুলে নিচ্ছে।'

বর্তমান সময়ে ইংরেজিমাধ্যমের পড়ুয়াদের কমিকসের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ইংরেজিতে লেখা নন্টে ফন্টে থেকে অন্যান্য কমিকস বই শোভা পাচ্ছে বইমেলায়। এরই মাঝে বাংলা কমিকসের প্রতি অমোঘ টান আজও অব্যাহত। বলা যায়, বইমেলার মাঠে একাই গোল দিচ্ছে কমিকসের বই।

কথাসাহিত্য আটকে নিজের সৃষ্ট গণ্ডিতেই

সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী

আমাদের মফসসল শহরে সংক্রামক রোগের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে যান্ত্রিক আধুনিকতার কৃত্রিমতা। অজান্তেই হারিয়ে ফেলছি নিজস্বতার প্রলেপ। তবু পুরোনো হালখাতার মতো যা কিছু এখনও নিভুনিভু আলেয়া হয়ে জ্বলছে, তার মধ্যে অন্যতম শীতকালীন বইমেলার আবেগ। দিনে অন্তত একবার হলেও উঠোনজুড়ে ছড়িয়ে রাখা নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে মেলার মাঠে ঢুঁ মারা, পছন্দসই বই হাতে তুলে নেওয়ার অদম্য ইচ্ছায় গোটা চত্বর হেঁটে বেড়ানো, বইয়ের সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার আদিম নেশায় মেতে ওঠা- এখনও তাড়িয়ে বেড়ায় জনপদের আপামর বইপ্রেমীকে।

জলপাইগুড়ি চিরকালই সংস্কৃতির শহর। বইমেলা এখানে বার্ষিক উৎসব হিসেবেই গৃহীত হয়। যে বছরগুলোতে জেলা বইমেলা জলপাইগুড়ি শহরে না হয়ে জেলার অন্য শহরে অনুষ্ঠিত হওয়ার ছাড়পত্র পায়, সে বছরগুলোতে নতুন বইয়ের রংয়ের শূন্যতা ঢাকতে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে শহরে বইমেলার আয়োজন করা হয়। এতটাই অভ্যস্ত আমার শহরের বইপ্রেমীরা ধুলোমাখা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পছন্দের বইটি খুঁজে বের করে যুদ্ধজয়ের হাসি হাসতে পারার স্বর্গীয় অনুভূতিতে।

মুখে উজ্জ্বল আলো মেখে কত নতুন কবিকে দেখেছি তাঁর প্রথম বই প্রকাশের উত্তেজনায় মাতোয়ারা হতে। কত প্রতিষ্ঠিত লেখককে দেখেছি তাঁর সাম্প্রতিক নতুন বই পাঠকদের কাছে পৌঁছে পাঠ প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকতে। সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষায় মেলার মাঠে ঘুরে বেড়ানো সম্ভাবনাময় তরুণদের দেখেছি অগ্রজদের থেকে পরামর্শ নিতে। একত্রে সাহিত্য সমালোচনামূলক আড্ডায় মেতে উঠে একসূত্রে গেঁথে যেতে দেখেছি নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মকে।

সংস্কৃতি এবং সাহিত্যচর্চা আরও পোক্ত হয় পারস্পরিক আদানপ্রদানে। শীতের উষ্ণতা গায়ে মেখে বইমেলার মাঠ সেই সুযোগটাই করে দেয়। আগামী কত বইয়ের পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে এই মেলায়। এই মেলাতেই নবীন লেখকের সঙ্গে বই প্রকাশের অঙ্গীকার করে নিচ্ছেন আগত প্রকাশকরা। সদ্য লেখা টাটকা কবিতা চটজলদি মতামতের আশায় বাকি কবিবন্ধুদের সামনে পাঠ করছেন উৎসাহী কোনও কলমচি।

এতকিছুর পরেও প্রতি বছরই চোখে পড়ে সেই চেনা অভিমান, প্রশ্ন ওঠে বইপ্রেমীর সংখ্যা কি কমছে? হাতে বই নিয়ে অদ্ভুত রোমাঞ্চে গা ভাসানোর রেওয়াজ কি ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে? বই পাঠের যে কৌতূহল এককালে গিজগিজে ভিড়ে পরিণত হত এখন তা কোথায়? মানুষ কি সহজলভ্য বিকল্প খুঁজে নিচ্ছেন অনায়াসেই? এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? যতই আমরা এই জাতীয় প্রশ্নের আশাবাদী উত্তর হাতড়ানোর অজুহাতে অগ্রজদের কাছে নতজানু হয়ে বসি

না কেন, অনুজদের কাছে অনুপ্রেরণা রূপে মুগ্ধতার আবির্ভাব করি না কেন, বাংলা কথাসাহিত্য বর্তমানে আটকে পড়েছে নিজস্ব সৃষ্ট গণ্ডিতেই। শুধু জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলাতেই নয়, হেমন্তের অবসাদ মেঘের মতো প্রতিটি বইমেলা মাঠের মাথার ওপরই ভেসে বেড়ায় চিরপরিচিত প্রশ্নগুলো।

তবু নবীন প্রকাশনা জন্ম নিচ্ছে প্রতি বছর। অন্তর্মুখী তরুণ স্বপ্নালু চোখে কবিতার বই প্রকাশ করছে। বইমেলার মাঠে পসরা সাজিয়ে বসছেন বিক্রেতারা। মিলনক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সাতদিনের এই উৎসব। মুঠোফোন সরিয়ে রেখে একদিন হলেও নতুন বইয়ের গন্ধ মাখতে মাঠে হাজির হন নিখাদ নিঃস্বার্থ অক্ষরপ্রেমীরা।

আলোচনা এটা নয় যে, বইমেলাতে কত লাখ বই বিক্রি হল অথবা কতটা সফল হল। প্রতি বছর নিয়ম করে বইয়ের জন্য একটা গোটা শহরের সপ্তাহজুড়ে মেতে থাকাই হয়তো যে কোনও মেলার সার্থকতা।

ছবিগুলি তুলেছেন মানসী দেব সরকার

বইমেলা লাইভ

কুইজের আয়োজন

বইমেলার সঙ্গে কুইজ প্রতিযোগিতা যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। শনিবার বইমেলায় আয়োজিত কুইজ প্রতিযোগিতায় দেখা গেল পড়ুয়াদের উপস্থিতি। এদিন স্কুল-কলেজ মিলে পাঁচটি গ্রুপ অংশ নিয়েছিল প্রতিযোগিতায়। প্রতিটি গ্রুপে তিনজন করে ছিল। বেসরকারি স্কুলের পাশাপাশি সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে খুশি সকলেই। একদিকে বইয়ের সম্ভার, অন্যদিকে কুইজ- সব মিলিয়ে বইমেলার দুপুরে অন্য মাত্রা যোগ করে।

পড়ুয়াদের সঙ্গে

শনিবার জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ৩০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে বইমেলায় এসেছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের জন্য বই তো কিনেইছেন, সঙ্গে পড়ুয়াদের পছন্দ অনুযায়ী বইও কিনে দিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বাদ যায়নি পপকর্ন, হাওয়াই মিঠাই খাওয়ানো। বেজায় খুশি পড়ুয়ারা। ওদের পাশাপাশি দেশবন্ধুনগর ২ নম্বর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও বইমেলায় এসেছিল।

ছবি ও তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী

বই দেখছে পড়ুয়ারা। শনিবার বইমেলায়।

'রিচা' খুঁজতে মালে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ প্রথম বাঙালি হিসেবে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতার পর থেকে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই ব্যাট ও বলের কদর বেড়েছে। যে অভিভাবকরা একসময় সন্তানদের কেবল বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার পরামর্শ দিতেন, তাঁরাও চাইছেন ওরা এবার একটু সবুজ ঘাসে দাপিয়ে বেড়াক।

এই আবহে আশার খবর পাওয়া যাচ্ছে মালবাজার থেকে। সেখানে এতদিন ক্রিকেট প্রশিক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। তবে সেই আক্ষেপ মিটতে চলেছে। আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে শুরু হবে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। তোড়জোড় প্রায় সম্পন্ন। খোঁজ চলছে যোগ্য প্রশিক্ষকের।

সবকিছু ঠিক থাকলে, আগামী বছর জানুয়ারি মাস থেকে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাবে, এমনটাই জানাচ্ছেন আদর্শ বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মহকুমা শহরে এমন অ্যাকাডেমি অবশ্যই প্রয়োজন। পুরসভা সমস্ত সহযোগিতা করবে।'

বছর তিনেক আগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে আদর্শ বিদ্যাভবনের খেলার মাঠে বিটুমিনাস দিয়ে ক্রিকেট পিচ তৈরি করা হয়। তবে ওই পিচকে এখনও পর্যন্ত খেলার উপযুক্ত তৈরি করা যায়নি। তবে

এবার আর হাল ছাড়তে চায় না স্কুল কর্তৃপক্ষ। পদ্ধতিগত ত্রুটি না থাকলে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ এবার শুরু হবেই।

শুধু ছেলেরা নয়, ওই অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ পাবে মেয়েরাও। ইতিমধ্যেই আদর্শ বিদ্যাভবনে সফলভাবে চলছে ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ। সেখানে আদর্শ বিদ্যাভবন ছাড়াও অন্যান্য স্কুলের ছেলেমেয়েরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রেও সে ব্যবস্থাই থাকছে। লক্ষ্য একটাই, সিএবি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জেলা দলে খেলার সুযোগ পাক মাল মহকুমার ক্রিকেটাররা। ভবিষ্যতে ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন বিএল হিন্দি স্কুলের ছাত্র অঙ্কিত শর্মার। তাঁর অভিযোগ, 'স্বপ্ন দেখলেও শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব নয়। এখানে তো কিছুই নেই।' ওই স্কুলেরই অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া অংশ পাসোয়ানের কথায়, 'শহরে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরি হলে খুব ভালো হয়।'

বাসিন্দা অনিন্দিতা রায় যেমন জানালেন, তিনি মেয়েকে মার্শাল আর্টে ভর্তি করেছেন। যদিও বললেন, 'ক্রিকেট প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকলে সেখানেই ভর্তি করতাম।' ক্রীড়া প্রশিক্ষক ধ্রুব তালুকদার বলেন, 'ক্রিকেট অ্যাকাডেমি চালু হলে অনেকের স্বপ্ন পূরণ হবে।' ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরির পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছেন মাল শহরের প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রদ্যুম্ন দাশগুপ্তও।

লাইট, ক্যামেরা, অকশন...

স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়

১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে হবে আইপিএলের মিনি অকশন। তার আগে কোন দলের কী প্রয়োজন, নজর থাকতে পারে কোনও কোনও ঘরোয়া ক্রিকেটারের দিকে, সমস্ত কিছু খুঁজে দেখার চেষ্টা করলেন স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়।

তুষার রাহেজা

তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং প্রতিভা। উইকেটকিপার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল স্ট্রোকপ্লেয়ার। এই বাঁ-হাতি ব্যাটার স্পিনের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে দক্ষ।

মঙ্গেশ যাদব

মধ্যপ্রদেশের এই বাঁ-হাতি পেসার নতুন বলে সুইং পান, ডেথে ভালো ইয়র্কারের পাশাপাশি ভ্যারিয়েশনও রয়েছে। সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হল, ব্যাট হাতে ঝোড়ো ইনিংস খেলারও ক্ষমতা রাখেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

কারা রয়েছে : হার্দিক পাণ্ডিয়া, রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, জশপ্রীত বুমরাহ, রবিন মিঞ্জ, রায়ান রিকেলটন, তিলক বর্মা, নমন ধীর, উইল জ্যাকস, মিচেল স্যান্টনার, রাজ অঙ্গদ বাওয়া, করবিন বশ, ট্রেন্ট বোল্ট, দীপক চাহার, অশ্বিনী কুমার, আল্লাহ ঘাজনফার, রঘু শর্মা।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : ইতিমধ্যেই তাঁরা ট্রেডে অনেকটা কাজ সেরে রেখেছে। লখনউ সুপার জায়ান্টস থেকে ট্রেডে নিয়েছে শার্দুল ঠাকুরকে, গুজরাট টাইটান্স থেকে নিয়েছে শার্ফেন রাদারফোর্ডকে। অর্থাৎ গত বছরে দলের মিডল অর্ডারে যে বিদেশী পাওয়ার হিটারের অভাব ছিল, সেটা পূরণ হয়েছে। রিটেন করেছে প্রায় গোটা দলকেই। কর্ণ শর্মাকে ছেড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে নিয়েছে মায়াঙ্ক মার্কান্ডেকে। পার্স তাঁদের সব চেয়ে কম। বিগনেশ পুথুরকে ছেড়ে দিয়েছে, তাঁর জায়গায় তাঁদের টার্গেট হয়তো থাকবে পাঞ্জাবের চায়নাম্যান স্পিনার শুভম রানা। একজন ভারতীয় ব্যাক-আপ কিপার হিসেবে থাকতে পারে বংশ বেদি-র মতো কেউ। এছাড়া খুব একটা কিছু নেওয়ার নেই।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

কারা রয়েছে : রজত পাতিদার, বিরাট কোহলি, যশ দয়াল, জস হ্যাজেলউড, ফিল সল্ট, জিতেশ শর্মা, রশিখ দার, সুয়শ শর্মা, ক্রুণাল পাণ্ডিয়া, ভুবনেশ্বর কুমার, স্বপ্নিল সিং, টিম ডেভিড, রোমারিও শেফার্ড, নুয়ান থুসারা, জ্যাকব বেথেল, দেবদত্ত পাডিক্কল, অভিনন্দন সিং।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন, ভীষণ সুসংগঠিত দল। গত অকশনে অনেকদূর গিয়েছিল ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য। তাঁকে চেয়েছিল তিন নম্বরে। এবার আবারও ভেঙ্কি হতে পারেন আরসিবির প্রধান টার্গেট। এছাড়া তাঁরা খুঁজবে সল্টের একজন ব্যাক-আপ, হয়তো টিম সেফার্ট কিংবা ফিন অ্যালেন। ব্যাক-আপ পেসার হিসেবে নুয়ান থুশারা রয়েছে। হয়তো রোমারিও শেফার্ডের ব্যাক-আপ হিসেবে দেখতে পারে অ্যারন হার্ডিকে।

রাজস্থান রয়্যালস

কারা রয়েছে : যশস্বী জয়সওয়াল, রিয়ান পরাগ, ধ্রুব জুরেল, শিমরন হেটমায়ার, সন্দীপ শর্মা, জোফরা আর্চার, তুষার দেশপাণ্ডে, শুভম দুবে, যুধবীর সিং, বৈভব সূর্যবংশী, কোয়েনা মাফাকা, নান্দ্রে বার্জার, লুহান-দ্রে প্রিটোরিয়াস।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : ট্রেডে সবচেয়ে ব্যস্ত দল ছিল রাজস্থানই। অন্যদলে গিয়েছে দীর্ঘদিনের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন, নীতিশ রানা। এসেছে রাজস্থানের হয়ে আইপিএল জেতা রকস্টার রবীন্দ্র জাদেজা, স্যাম কারান, ফিনিশার হিসেবে এসেছেন ডোনোভান ফেরেইরা। তাঁদের প্রধান দরকার একজন ভারতীয় রিস্ট স্পিনার, যাকে নিলে তারপর নির্দ্বিধায় আর্চার এবং নান্দ্রে বার্জারকে একসঙ্গে খেলাতে পারে। খুব সহজেই আন্দাজ করা যায় ওঁদের লক্ষ্য থাকবে রবি বিষ্ণোইয়ের দিকে। সেখানে তাঁদের লড়তে হবে খুব সম্ভবত সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের সঙ্গে, যাঁদের পার্স রাজস্থান চেয়ে বেশি। বিকল্প কে হতে পারে? যশ রাজ পুঞ্জা। এছাড়া টপ অর্ডারের জন্য হয়তো তাঁদের নজরে থাকবে একজন ব্যাক-আপ ভারতীয় ব্যাটার।

লখনউ সুপার জায়েন্টস

কারা রয়েছে : ঋষভ পন্থ, আইডেন মার্করাম, হিম্মত সিং, ম্যাথু ব্রিৎজক, নিকোলাস পুরাণ, মিচেল মার্শ, আবদুল সামাদ, শাহবাজ আহমেদ, আরশিন কুলকার্নি, আয়ুশ বাদোনি, আভেশ খান, এম সিদ্ধার্থ, দিগ্বেশ সিং রাঠি, আকাশ সিং, প্রিন্স যাদব, ময়ঙ্ক যাদব, মহসিন খান।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : মহম্মদ শামি-কে ট্রেডে এনেছে হায়দ্রাবাদ থেকে, ছেড়েছে রবি বিষ্ণোইকে। প্রধান স্পিনার বলতে আপাতত দিগবেশ রাঠি। লোয়ার মিডল অর্ডারে একটা পাওয়ার হিটার লাগবে এলএসজি-র। চোখ বুজে যাওয়ার কথা লিয়াম লিভিংস্টোনের জন্য। যদিও তাঁদের কাছে আব্দুল সামাদ আছে কিন্তু লিভি-কে মাথায় রাখলে একজন বাঁ-হাতি স্পিন হিটারের জন্য ওঁদের যাওয়া উচিত, অর্থাৎ মহিপাল লোমরোর। এছাড়া তাঁদের টপ অর্ডার বিদেশী ব্যাটিং মোটামুটি নিশ্চিৎ। এছাড়া বিদেশী পেসারের জন্য যায় কিনা, সেটা দেখার।

পাঞ্জাব কিংস

কারা রয়েছে : শ্রেয়স আইয়ার, নেহাল ওয়াধেরা, বিষ্ণু বিনোদ, হর্নুর পান্নু, পিলা অবিনাশ, প্রভসিমরন সিং, শশাঙ্ক সিং, মার্কাস স্টয়নিস, হরপ্রীত ব্রার, মার্কো জানসেন, আজমাতুল্লা ওমরজাই, প্রিয়াংশ আর্য, মুশির খান, সূর্যাংশ শেডগে, অর্শদীপ সিং, যুজবেন্দ্র চাহাল, বৈশ্যক বিজয় কুমার, যশ ঠাকুর, লকি ফার্গুসন, জেভিয়ার বার্টলেট, মিচেল আওয়েন।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : আগেরবারের রানার্স, মোটামুটি গোছানো দল। ইংলিসকে ছাড়তে হয়েছে তাঁদের, তাঁর জায়গায় কি জেমি স্মিথ? নাকি তাঁদেরই প্রাক্তন জনি বেয়ারস্টো? একজন এনফোর্সর তাঁদের প্রয়োজন। হতে পারে পন্টিং তাঁর প্রিয় মিচেল ওয়েনকে ওই ভূমিকায় রাখলেন। যেটা ওঁরা ভাবতে পারে সেটা হচ্ছে স্টোইনিসের একটা ব্যাক-আপ। দক্ষিণ আফ্রিকার ডেলানো পটগিটার হতে পারে সম্ভাব্য অপশন। সেইসঙ্গে চাহালের একজন ব্যাক-আপ হিসেবেহয়তো কোনও রিস্ট স্পিনার কিংবা মিস্ট্রি স্পিনার ।

শুভম রানা

পাঞ্জাবের চায়নাম্যান স্পিনার। অনেকটা কুলদীপ যাদবের মতো স্টাইল। ভালো গুগলি রয়েছে, তবে লেগ-ব্রেকও টার্ন করায়। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্রায়ালে ছিল, বিগনেশ পুথুরের জায়গায় তারা শুভমের প্রতি আগ্রহী হতে পারে।

কার্তিক শর্মা

রাজস্থানের এই কিপার-ব্যাটার, আগামীর তারকা। টপ এবং মিডল দু'জায়গাতেই ব্যাট করতে পারেন। স্পিন হিটিং-এ পটু। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ডান হাতি ব্যাটার হলেও নেগেটিভ ম্যাচ-আপ অর্থাৎ বাঁ-হাতি স্পিন খুব ভালো খেলে।

সৈরাজ পাতিল

মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগের প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। মিডিয়াম পেসার, হার্ড হিটার। ভারতে যেটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু খুব কম পাওয়া যায়, এমন একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে রয়েছে। অনেকটা শশাঙ্ক সিং বা আশুতোষ শর্মার মতো ব্যাটার।

পরবর্তী সংখ্যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, গুজরাট টাইটানস এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ নিয়ে আলোচনা।

মিতব্যয়ী

মিতব্যয়িতা বা সঞ্চয়ের অভ্যাস মানব সভ্যতার আদিম কাল থেকেই। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল মিতব্যয়িতাকে একটি নৈতিক গুণ হিসেবে দেখতেন। বুঝে খরচ কখনই কিপটেমি হতে পারে না বলে সংগীতশিল্পী ম্যাডোনা দাবি করেছেন। তবুও এটি কৃপণতারই আরেক রূপ বলেও অনেকে মনে করেন।

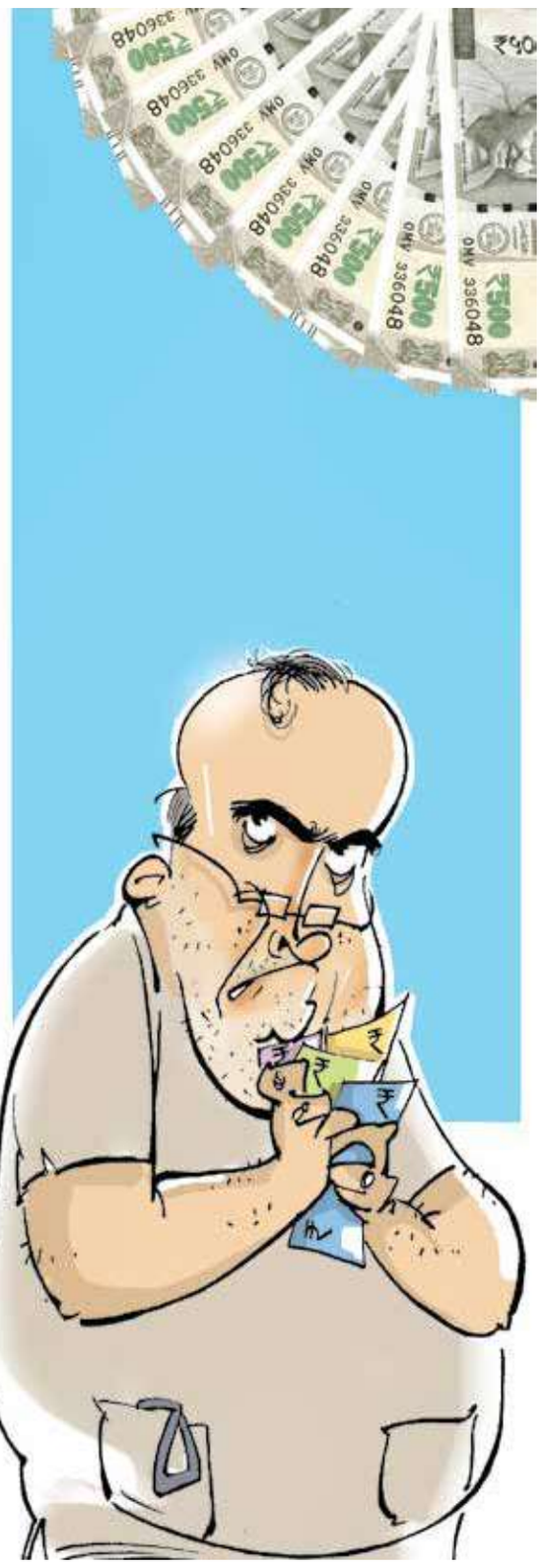

দু'পাড়ে সরু সুতোর মতো ব্যবধান

সেবন্তী ঘোষ

মিতব্যয়িতার হাসি ও দুঃখের, যুগপৎ গল্প জগৎজুড়ে। এর স্পষ্ট দুটি শ্রেণি আছে। অভিজ্ঞতাজনিত ও জন্মগত। কার্পণ্য আর মিতব্যয়ী প্রায় সমার্থক অর্থ বহন করে। দুটির মাঝে সুতো পরিমাণ ব্যবধান। মানুষ যে কখন মাঝের বাধাটি পেরিয়ে ওপারে চলে যায় নিজেই বোঝে না। একটা সময় ছিল, যখন সঞ্চয় ছিল বাঙালি জীবনের প্রধান বিষয়। দীর্ঘ পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগ ও নবগঠিত দেশের শূন্য থেকে হাঁটি হাঁটি পা-এ মিতব্যয়িতা অতি স্বাভাবিক বিষয়। যেখানে নেই প্রায় কিছু, সেখানে ব্যয় বলতে দৈনন্দিনের প্রয়োজনটুকুই ছিল। ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করার রেওয়াজের বদলে ছিল ফেলা ছড়াকে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ব্যবহার করা। বেলনচাকির দণ্ডটি ঈষৎ অব্যবহারযোগ্য হলে, সে চলে যেত উনুনে জ্বাল দেওয়া সাবান গরম জল ঘাঁটার অস্ত্র হিসেবে। এভাবেই পুনর্ব্যবহারে মধ্যবিত্ত বাঙালি কেন, উচ্চবিত্তও লজ্জিত হত না।

পশ্চিমবঙ্গীয় উদ্বাস্তু বাঙালি তখন মাথার উপর ছাদ নির্মাণে সঞ্চয় ব্যয় করছে। স্বাধীনতার আগে ও কিঞ্চিৎ পরে বেসরকারি ব্যাংক ফেল হওয়ার কথা বহু ছোটগল্পে আমরা পড়েছি। ফলে সদ্য জাতীয়করণ হওয়া আস্থার ব্যাংকে নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার চেষ্টা করছে মূলত হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তু।

কষ্টার্জিত উপার্জন তখন মর্যাদার আসন পেত। ঠাট্টা করে বলা যায় 'চাহিদা' শব্দটির উৎপত্তি পাঞ্জাবের ভাষায়, ফলে বাঙালি তখনও সে শব্দ জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আত্মস্থ করেনি! মিতব্যয়ী না হয়ে বাঙালির উপায় কী?

দেশভাগের ফলে সাতচল্লিশে এদেশে এসে, পরাশ্রয়ে, অপমানিতের জীবন থেকে আমার মা যখন আত্মমর্যাদায়, স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত, তখনও দেখেছি কোনও অপব্যয় নেই তাঁর। একদিন রান্নাঘরে হরেক মশলা রাখার কৌটো মায়ের অসাবধানতায় মেঝেতে উলটে পড়ে গেছে। কালো জিরে, মৌরি, জিরে, ধনে, মেথি সব একাকার। পরিমাণ যে খুব বেশি এমন নয়। মা মেঝেতে বসে সেগুলি আলাদা করছে। ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিলে কেউ কিছুই বলবে না। এমনকি মা যে নিজের শখের জিনিস কিছু কেনে না, তাও নয়। কিন্তু ওই যে, মাথার ভিতর গেঁথে গেছে অল্প ব্যয়ের জীবন। মা-র জামাই বেশ বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বলেছিল, এই সামান্য জিনিস তুলে রাখার কারণটা কী? এগুলো তো কিপটেমি। যেমন তার এয়ারলাইন্সে মোটামুটি বড় চাকরি করা বাবা অবসরের পর সাড়ে বারোটার সময় বাজারে যেতেন, তুলনামূলক সস্তার সবজি, মাছ নিয়ে ফিরতেন। চাকরি করা অবস্থাতেও তার হাত দিয়ে নাকি সহজে টাকা বের হত না। তখন এসব আচরণের ব্যাখ্যা পাইনি কিন্তু এখন মনে হয়, এঁরা তো ভয়ানক কাঁটাতার পেরিয়ে, সর্বস্ব ছেড়ে এপারে এসেছেন। চোখের সামনে দেখেছেন নিজেদের বাপ-মায়ের হতমান দশা। দেখেছেন পরিণত বয়সের বাবা-মা স্বাচ্ছন্দ্য, মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে, নতুন ভূখণ্ডে কখনও আত্মীয়স্বজনের করুণা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন, কখনও ছেলেপুলে নিয়ে অমানুষিক জীবনসংগ্রামে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত, এবড়োখেবড়ো মনে করেই তাঁরা সহজে খরচ করতে চাইতেন না। আবার কবে উথালপাতালে পড়বেন, তাই বারোটার শেষ বাজারে সবজি, মাছ কেনাই শ্রেয় মনে হত তাঁদের। তাঁরা মনে করতেন, অর্থ থাকুক নিরাপদ গুহায়, প্রয়োজনে। ওই প্রজন্মের মানুষরা অবশ্য এখন আর প্রায় কেউ বেঁচে নেই।

> মিতব্যয়িতার হাসি ও দুঃখের, যুগপৎ গল্প জগৎজুড়ে। এর স্পষ্ট দুটি শ্রেণি আছে। অভিজ্ঞতাজনিত ও জন্মগত। কার্পণ্য আর মিতব্যয়ী প্রায় সমার্থক অর্থ বহন করে। দুটির মাঝে সুতো পরিমাণ ব্যবধান। মানুষ যে কখন মাঝের বাধাটি পেরিয়ে ওপারে চলে যায় নিজেই বোঝে না।

আবার আরেক রকমের মিতব্যয়িতা আছে, যা বেশ চিত্তাকর্ষক। যেমন আমার বাবার কথাই ধরা যাক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচে তার হাত উঠত না, কারণ রোজগার ওই মাসমাইনেটুকুই। 'উপরি' পাওয়া লোক আমাদের পরিবারেই ছিল, তাদের ছিল হেলায় ঢেলায় সংসার। বাবাকে কখনও আসবাব, চাদর, পর্দা, বাসনপত্র বা শৌখিন কেতার জামাকাপড় কিনতে দেখিনি। কিন্তু যদি একবার বাড়ির কেউ পাঁঠার মাংস বা ইলিশের প্রসঙ্গ তুলত, মুজতবা আলীর ভক্ত বাবা প্রায় তাঁরই ভঙ্গিতে ইলিশের জন্য বেহস্ত তুচ্ছ করে ফেলত! নিঃশব্দে বাইরের জামা পরে তৎক্ষণাৎ বাজারে চলে যেত। তখন মাসকাবারি হিসেব আক্ষরিক অর্থেই চুলোয় অপেক্ষা করছে! যখন বই কিনবে বা বেড়াতে যাবে তখনও কোনও হিসেব নেই। বছরে দু'বার বেড়ানো হত, যাকে আমি বলতাম বড় ও ছোট বেড়ানো। ছোট ছুটিতে আশপাশে একটা ছোটখাটো ট্রিপ, আবার লম্বা সফরে কোথাও। বলা বাহুল্য এই সময়ের মিতব্যয়িতার বল হিসাবের গোলপোস্টের বাইরে।

এরপর ষোলোর পাতায়

পরাশরবাবু হইতে খুব সাবধান

শুভ্রদীপ চৌধুরী

পরাশরবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া মানেই বিপদে পড়া। না জেনে বিপদে পড়লে বিস্তর সহানুভূতি পাওয়া যায়। কিন্তু পরাশরবাবুর পাল্লায় পড়লে চেনা মানুষেরা বলেন, 'দোষ তোমার, তুমি পালাওনি কেন? তোমার উচিত ছিল লোকটাকে দেখেই একছুটে অন্তত ৫০০ মিটার দূরে যাওয়া। তা যখন পারোনি তখন সহ্য করো।'

নিশ্চয় ভাবছেন, পরাশরবাবু কে? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কী এমন বিপদ হয়?

যাঁরা চেনেন না তাঁদের জানিয়ে রাখি, আপনারা সত্যিই ভাগ্যবান। আর যাঁরা এরপরেও জানতে চান তাঁদের জন্য পরাশরবাবু সম্পর্কে কয়েকটা তথ্য রইল।-

এক, সত্তর ছুঁইছুঁই পরাশরবাবু সবসময় কঠিন সত্যি বলেন। অজস্র গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত, সত্য হল কঠিন, বিস্বাদ, বাজে এবং কষ্টদায়ক। অন্যদিকে মিথ্যা সবসময় সুন্দর, চমৎকার এবং অসাধারণ। দুই, তিনি কোনও কাজেই কারোর সাহায্য চান না। তিন, এই পয়েন্টটা সবচেয়ে জটিল এবং ভয়ংকর। পরাশরবাবু চেনা অচেনা যে কোনও মানুষকে অপচয় করতে দেখলে ছুটে আসেন। বাধা দেন এবং বেশ কিছুটা সময় ধরে বেঁধে বোঝান।

> তিনি শুরু করলেন, 'লেখা ছাপার ক্ষেত্রে তোমাকে মিতব্যয়ী হতে হবে। বুঝিয়ে বলি, আমায় আড়ালে সবাই কিপটে বলে। আমাদের নাকি কৃপণের বংশ। তবে কথাটা মিথ্যে নয়। আমার বাবা ছিলেন কৃপণ। ঠাকুরদা ছিলেন মহাকৃপণ।

শুরুর অংশে ফিরি। সেই যে পরাশরবাবু আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি পালাতে পারলাম না। পরাশরবাবু আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'তোমাকেই খুঁজছিলাম। গতকাল তোমার একটা লেখা পড়লাম কাগজে। বলা ভালো অনেক কষ্টে পড়তে হল। অনেকটা সময় নষ্ট হল।' আমি বললাম, 'আচ্ছা।' পরাশরবাবু বললেন, 'আচ্ছা মানে? যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তোমার ভালো হবে। হাতে সময় না থাকলেও চলো বসি কোথাও। জরুরি কথা দাঁড়িয়ে হয় না।' বাধ্য ছাত্রের মতো আমি তাঁর পিছুপিছু একটা প্রতীক্ষালয়ে গিয়ে বসলাম।

তিনি শুরু করলেন, 'লেখা ছাপার ক্ষেত্রে তোমাকে মিতব্যয়ী হতে হবে। বুঝিয়ে বলি, আমায় আড়ালে সবাই কিপটে বলে। আমাদের নাকি কৃপণের বংশ। তবে কথাটা মিথ্যে নয়। আমার বাবা ছিলেন কৃপণ। ঠাকুরদা ছিলেন মহাকৃপণ। বাবা অর্থ ব্যয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। শেষ বয়সে বাবা একদিন আমায় ডেকে বললেন, আমি সারাজীবন অজস্র ভুল করেছি পরাশর। খুব প্রয়োজনেও টাকা-কড়ি খরচ করিনি। অসুখ পুষে রেখেছি। সবসময় নিজের লাভের কথা ভেবেছি। অন্যদের দোষারোপ করেছি। অন্যের সাফল্যে ঈর্ষা করেছি। অন্যেরা কিপটে বলেছে। চুপচাপ সয়ে গেছি আর টাকা জমিয়েছি। এভাবেই চলতে চলতে আমি একসময় স্বার্থপর হয়ে গেলাম। বুঝলাম মানুষের দুঃখ কষ্ট আমায় আর টানছে না। এখন বুঝতে পারছি, এভাবে কৃপণের মতো জীবন নষ্ট করার চেয়ে খরচ করে আনন্দ উপভোগ করলে ভালো করতাম। এইটুকু বলে বাবা থামলেন। বাবার চোখে জল টলমল করতে লাগল। আমি তাঁর চোখের জল মুছে দিলাম। বাবা আবার বলতে লাগলেন, আমি চাই তুই কৃপণ নয় মিতব্যয়ী মানুষ হয়ে ওঠ। দিনকাল যা আসছে তাতে মিতব্যয়ী না হলে টিকে থাকা মুশকিল হবে।

আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা মিতব্যয়ী মানে? সেটা কি কৃপণের কয়েক ধাপ নীচের অবস্থা? বাবার ঝাপসা চোখেই হাসির ঝিলিক দেখলাম। বললেন, বুঝলি পরাশর, এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ শান্তির প্রচার করেছে, কিছু মানুষ সত্যের প্রচার করেছে, আবার কিছু মানুষ ভালোবাসার কথা বলেছে। আমি চাই তুই মিতব্যয়ী হয়ে ওঠার প্রচার কর। পারবি না?

আমি তেমন কিছু না বুঝেই বাবাকে কথা দিলাম, পারব। এর পরের ঘটনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় তবুও বলি, বাবা দিনকয়েক পরে সমস্ত মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। রেখে গেলেন অনেক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, টাকা। আমার একার জন্য তা অনেকটাই। যাইহোক, বাবার কথা মতো আমি মিতব্যয়ী হয়ে ওঠার কাজে লেগে পড়লাম। অল্পদিনেই বুঝতে পারলাম, কিপটে আর মিতব্যয়ী মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা অনেকেই মানেন না। এই যেমন তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমিও এই বিষয়ে কিছুই জানো না।'

আমি মিনমিন করে বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন।'

পরাশরবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং তিনি বলতে লাগলেন, 'মিতব্যয়িতা মানে হল আয় বুঝে ব্যয় করা। দরকারের বেশি খরচ না করা।

এরপর ষোলোর পাতায়

হিসেব কষে দেখা গেল বারো টাকা বাঁচাতে গিয়ে শেষমেশ ক্ষতি ৩৯০ টাকা

মানিক সাহা

মিতব্যয়ী মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই- এ কথা ঠিক। তবে অন্য গ্রহের কথা কে জানে? হয়তো মঙ্গল গ্রহে এমন কোনও সম্প্রদায় আছে, যারা ছাতা কিনে তালাবন্ধ বাক্সে রেখে দেয়- আমাদের পাড়ার নৃপেনবাবুর মতো! মিতব্যয়ী মানে কিন্তু কৃপণ নয়- এ নিয়ে বিভ্রান্তি চিরকালীন। কিন্তু অনেকেই মিতব্যয়ী নামের আড়ালে এমন সব কাণ্ড করেন যে কৃপণতাও লজ্জা পায়।

নৃপেনবাবু পেশায় শিক্ষক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, তিন ঋতুতেই তাঁর হাতে দাদুর আমলের কাঠের ডাঁটিওয়ালা ছাতা, আর কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। কিন্তু এ ছাতা খুলতে নৃপেনবাবুর ভয়ই লাগে! পাড়ার অনেকেই বিস্ময়ে বলে- 'নৃপেনবাবুর ছাতা আছে, কিন্তু সেই ছাতা খোলা অবস্থায় দেখা আর ঈশ্বর দর্শন সমান।' ছাতাটি তিনি কখনও বগলে রাখেন। কখনও ছড়ির মতো হাতে রাখেন। কিন্তু মাথার উপর? ওহ! সে তো বেমানান বিলাসিতা।

একদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। নৃপেনবাবু ছাতা হাতে দ্রুত পায়ে দৌড়াচ্ছেন। যেন বৃষ্টি নয়, ইলিশের দাম কমার খবর পেয়েছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, - 'জেঠু, ছাতা থাকতে ভিজছেন কেন?' তিনি গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, 'এই সামান্য বৃষ্টিতে ছাতা খুলব? ছাতা ভিজে নষ্ট হবে! আর বাড়ি তো কাছেই। ফালতু ছাতাটা ভেজানো ঠিক হবে না।' রোদ উঠলেও একই দৃশ্য। প্রশ্ন করলে বলেন, 'এত রোদে ছাতা খুললে রং নষ্ট হয়ে যাবে।' লোকজন মাঝে মাঝে সন্দেহ করে- ছাতাটি আদৌ খোলে কি না?

একদিন সকালে সুধাংশুকাকু অফিসে যাবেন। হাতে ব্যাগ, চোখে বিশাল সানগ্লাস, মুখে একরাশ দৃঢ়তা। কারণ, আজ তিনি ঠিক করেছেন- এক টাকাও বেশি বাসভাড়া দেবেন না। পুরোনো বাসে ৮ টাকা ভাড়া, আর নতুন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসে ২০ টাকা। কাকাবাবু নতুন বাস দেখলেই দিক বদলান।

সেদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ দূর থেকে ধুলোমাখা সেই পুরোনো বাসটাকে দেখলেন। তাঁর মুখে যেন বিজয়ের হাসি, ঠিক তখনই পাশে এক স্কুল ছাত্র জিজ্ঞেস করল- 'কাকাবাবু, ওই বাসটা তো আজকাল খুব কম আসে। ধরতে পারবেন তো?' কাকাবাবু বুক ফুলিয়ে বললেন, 'ধরবই! ওটাই তো আমার ওপর দয়া করে আসে মাঝে মাঝে। অতিরিক্ত ভাড়া দেব? ছিঃ!' কিন্তু বাসটা যেন কাকাবাবুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। আগে পেছনে ধুলো তুলে থেমে গেল, যাত্রী নামছে, উঠছে... কাকাবাবু ছোটাছুটি করে এসে প্রায় ধরে ফেলেছেন- ঠিক তখনই বাসটা আবার চলতে শুরু করল।

এবার কাকাবাবু দৌড়াচ্ছেন, ব্যাগ দুলছে, সানগ্লাস নাকে কাত হয়ে গেছে। পাশে এক অটোওয়ালা ডাকল- 'এ ভাই, উঠবেন? অফিস তো লেট হয়ে যাবে!'

কাকাবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'না রে ভাই, ১২ টাকা ভাড়া বেশি নেবে। ও ৮ টাকার বাসটা আমি আজ ধরবই!'

শেষমেশ ৮ টাকার সেই বাসটা তিনি ধরলেন ঠিকই, কিন্তু জায়গা পেলেন একদম পেছনে, জানলার সিটের কাছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝলেন জানলা আটকে আছে। গরম হাওয়াও আসছে না। কাকাবাবুর মুখ লাল, ঘাম ঝরছে। তারপরও নিজেকে বোঝাচ্ছেন- 'না না, ঠিকই করেছি। ভাড়া বেঁচেছে তো!'

এদিকে, বাসের সবাই ওঁর হাঁফানো দেখে হেসে মরছে। শেষমেশ কাকাবাবু অফিসে পৌঁছে বলেন, 'একটু গরম লেগেছে ঠিকই, কিন্তু বাঁচালাম ১২ টাকা! কী বলো?'

> এবার কাকাবাবু দৌড়াচ্ছেন, ব্যাগ দুলছে, সানগ্লাস নাকে কাত হয়ে গেছে। পাশে এক অটোওয়ালা ডাকল- 'এ ভাই, উঠবেন? অফিস তো লেট হয়ে যাবে!'কাকাবাবু হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'না রে ভাই, ১২ টাকা ভাড়া বেশি নেবে। ও ৮ টাকার বাসটা আমি আজ ধরবই!'

অফিসের সবাই তখন চাপা হাসি লুকোতে ব্যস্ত। বাড়ি ফিরে হিসেব করতে গিয়ে দেখলেন তিনি সাশ্রয়ের বদলে খরচ বেশি করে ফেলেছেন। কারণ বাসের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে সানগ্লাস ভেঙেছে, দাম ছিল তিনশো টাকা; পা হালকা মচকে গেছে, মলমের দাম নব্বই। বারো টাকা বাঁচাতে গিয়ে শেষমেশ ক্ষতি হয়েছে তিনশো নব্বই টাকা।

এবার আসি পরান মণ্ডলের কথায়। তিনি পাড়ার ধনকুবের, পাটের ব্যবসা করেন। কিন্তু টাকার প্রতি তাঁর প্রেম এত গভীর যে মনে হয় টাকাগুলোকে তিনি নিজের ছেলেমেয়ের মতোই লালন করেন। স্বাস্থ্য সচেতনতার আড়ালে তিনি যা করেন, তা দেখে মানুষ তাঁকে ডাকেন- 'কিপটে মণ্ডল'। অতিথি এলে সবাই ভাবে চা-জলখাবার পাওয়া যাবে। কিন্তু পরান মণ্ডল এক্ষেত্রে অন্য গ্রহের বাসিন্দা। অতিথি ঢুকতেই জিজ্ঞেস করবেন, 'চা খাবেন? তবে এখন মানুষ আর তেমন চা খায় না, তাই না?' তারপর জিজ্ঞেস করবেন, 'কখন ভাত খেয়েছেন? ভাত খাওয়ার পর চা? ওঃ, ওটা তো হজম নষ্ট করে!'

এরপর তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বক্তব্য- ১. চা পান অ-ভারতীয়, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ২. সকালে খালি পেটে চা = বিষ। ৩. দুধ-চিনি দেওয়া চা = পরিপাকের শত্রু।

এত যুক্তির পরও যদি কেউ চা চাইতে সাহস করে, তবে তিনি ভৃত্য পাঁচুকে ডাকবেন-- 'একটা লিকার চা বানিয়ে আনো; দুধ, চিনি, গ্যাস একটাও নষ্ট করবে না।'

অতিথি স্বাভাবিকভাবেই বলবে- 'না না, থাক! চা খাব না।'

এটাই তো মণ্ডলবাবুর আসল লক্ষ্য।

একদিন তাঁর একমাত্র মেয়েকে দেখতে এল পাত্রপক্ষ। ঘটক তাদের কাছে পরান মণ্ডলের সম্পত্তির এমন বর্ণনা দিয়েছিল যে তারা ভাবছিল- 'এ বাড়িতে ঢুকলে হয়তো মেঝে থেকে সোনা বেরোবে!' কিন্তু ভিতরে ঢুকেই প্রথম ধাক্কা- মণ্ডলবাবুর চা-দর্শন। এল চারটি সাদা পেয়ালা- দুধ-চিনি-ছাড়া লিকার চা।

পাশে আটটা বিস্কুট- ঠিক আটটা, একটাও কম না বেশি না। এত হিসেব দেখে পাত্রপক্ষের মুখের হাসি শুকিয়ে তুলসীপাতার মতো কুঁচকে গেল। মেয়েকে দেখা হল, ভালোই লাগল। কিন্তু মিষ্টি? না! মিষ্টি তো অপচয়! ফলে মিষ্টিমুখ না করেই পাত্রপক্ষ বিদায় নিল। ঘটকমশাই তো রীতিমতো বিস্ফোরিত-

'এত টাকা বুকে নিয়ে চিতায় উঠবেন নাকি! ছিঃ! আমার মানসম্মান শেষ!' পরান মণ্ডল হেসে বললেন, 'বিয়ে ঠিক হলে তখন মিষ্টি দেব। এখনই খাইয়ে দিলে আর পছন্দ না হলে তো সব খরচ বৃথা!'

এরপর ষোলোর পাতায়

পায়ে হেঁটে বিশ্ব : অ্যানালগ যাত্রা, ডিজিটাল গন্তব্য

কুশল হেমব্রম

সালটা ১৯৯৮। পৃথিবীতে তখনও স্মার্টফোনের রাজত্ব শুরু হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়া বা সেলফি শব্দগুলো ছিল অজানা। ইন্টারনেটের ডায়াল-আপ মোডেমের কর্কশ শব্দই ছিল ভবিষ্যতের সংকেত। টাইটানিক সিনেমাটি তখন সদ্য মুক্তি পেয়েছে। ঠিক সেই সময়, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির একদম শেষ প্রান্ত- পান্তা অ্যারেনাস থেকে এক ব্রিটিশ তরুণ হাঁটা শুরু করেছিলেন। পকেটে সামান্য কিছু টাকা, পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক আর মনে অদম্য জেদ। লক্ষ্য? পায়ে হেঁটে পুরো পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে নিজের বাড়ি ফিরবেন।

সেই তরুণের নাম কার্ল বুশবি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্যারাট্রুপার। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯। আর আজ? আজ ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে ২০২৫ সাল। কার্লের বয়স এখন ৫৬। কিন্তু তাঁর হাঁটা এখনও থামেনি। গত ২৭ বছর ধরে তিনি হাঁটছেন। মহাদেশের পর মহাদেশ, জঙ্গল, মরুভূমি, বরফের সমুদ্র পেরিয়ে তিনি এখন বাড়ির পথে- তাঁর জন্মশহর ইংল্যান্ডের হাল-এর দিকে এগিয়ে চলেছেন। একে নিছক ভ্রমণ বলা চলে না, এ যেন মানুষের ইচ্ছাশক্তির এক জীবন্ত দলিল।

এক দুঃসাহসিক আরম্ভ

কার্ল বুশবি যখন তাঁর এই অভিযান শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর সম্বল ছিল নগণ্য। কিন্তু তাঁর নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল পাহাড়সম। সেনাবাহিনীর কড়াকড়ি জীবন থেকে বেরিয়ে তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু করতে যা আগে কেউ করেনি- একটানা, কোনও যানবাহন ব্যবহার না করে, শুধুমাত্র নিজের পায়ে ভর দিয়ে পৃথিবী ঘুরে দেখা। শুরুটা ছিল রোমাঞ্চকর কিন্তু ভয়াবহ। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকার দিকে এগোতে গিয়ে তাঁকে পার হতে হয়েছিল কুখ্যাত 'দারিয়েন গ্যাপ'। কলম্বিয়া ও পানামার মধ্যবর্তী এই জঙ্গলটি বিশ্বের অন্যতম বিপজ্জনক স্থান হিসেবে পরিচিত। একদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিষাক্ত সাপ, আর অন্যদিকে মাদক পাচারকারী ও গেরিলা বাহিনীদের আস্তানা। কার্ল সেখানে কেবল প্রকৃতির বিরুদ্ধেই লড়েননি, বন্দুকের নলের মুখেও পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি থামেননি।

বরফের বুকে ইতিহাস

কার্লের অভিযানের সবচেয়ে রোমহর্ষক অধ্যায়টি লেখা হয়েছিল ২০০৬ সালে। আলাস্কা থেকে রাশিয়া- মাঝখানে বেরিং প্রণালী। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় জমে যাওয়া সমুদ্র। আধুনিক ইতিহাসে কার্লই প্রথম ব্যক্তি (সঙ্গী ফরাসি অভিযাত্রী দিমিত্রি কিফারের সঙ্গে), যিনি পায়ে হেঁটে ও সাঁতরে এই বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। বরফের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে হাঁটা, মাঝে মাঝে বরফগলা জলে সাঁতার- যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি। ১৪ দিনের এই মরণপণ লড়াই শেষে যখন তাঁরা রাশিয়ার মাটিতে পা রাখেন, তখন তাঁদের স্বাগত জানাতে কোনও ফুলের তোড়া ছিল না; ছিল রুশ বর্ডার গার্ডদের বন্দুক। অবৈধভাবে রাশিয়ায় প্রবেশের দায়ে তাঁদের আটক করা হয়। শুরু হয় এক দীর্ঘ আইনি ও কূটনৈতিক জটিলতা।

মানচিত্রের রাজনীতি ও অপেক্ষার প্রহর

কার্লের এই দীর্ঘ যাত্রাপথ কেবল শারীরিক ক্ষমতার পরীক্ষা ছিল না, ছিল ধৈর্যের এক চরম পরীক্ষা। রাশিয়ার ভিসা জটিলতায় তাঁকে প্রায় পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু কার্ল হাল ছাড়েননি। তিনি তাঁর 'অবিচ্ছিন্ন পদরেখা' বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। অর্থাৎ, যেখানে তাঁর যাত্রা থমকে যেত, ঠিক সেখান থেকেই আবার শুরু করতেন। ভিসা নিষেধাজ্ঞার সময় তিনি অলস বসে থাকেননি। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ওয়াশিংটন ডিসি পর্যন্ত প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার হেঁটে তিনি রুশ দূতাবাসের সামনে গিয়ে ভিসার আবেদন জানিয়েছিলেন। অবশেষে ২০১৪ সালে নিষেধাজ্ঞা ওঠে এবং তিনি পুনরায় হাঁটা শুরু করেন।

কিন্তু পৃথিবী তো আর ১৯৯৮ সালে আটকে নেই। গত তিন দশকে বদলে গেছে ভূ-রাজনীতির মানচিত্র। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার পথ ফের বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে ২০২৪ সালে কার্ল এক অভাবনীয় সিদ্ধান্ত নেন- তিনি কাস্পিয়ান সাগর সাঁতরে পার হবেন। কাজাখস্তান থেকে আজারবাইজান- বিশাল এই জলরাশি তিনি সাঁতরে পার করেন, যা তাঁর অভিযানের আরেকটি বিস্ময়কর অধ্যায়।

অ্যানালগ থেকে ডিজিটালের পৃথিবীতে

কার্ল বুশবি যখন যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গী ছিল একটি সস্তা প্লাস্টিকের ক্যামেরা আর ম্যাপ। তিনি ছিলেন একা, নিঃসঙ্গ। দিনের পর দিন মরুভূমি বা তুষারাবৃত প্রান্তরে হেঁটেছেন, যেখানে নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না। সেই নির্জনতাই ছিল তাঁর শক্তি। কিন্তু আজ, অভিযানের শেষ লগ্নে এসে কার্ল এক অদ্ভুত সংকটের মুখোমুখি। আজকের পৃথিবী সোশ্যাল মিডিয়ার পৃথিবী। টিকটক, ইনস্টাগ্রাম আর ইউটিউবের জমানায় 'নিভৃতচারী অভিযাত্রী' হওয়া প্রায় অসম্ভব। কার্ল সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, এই সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ তাঁর কাছে এক নতুন পাহাড়ের মতো মনে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'আগে আমি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হাঁটতাম। এখন আমাকে ভাবতে হয় কনটেন্ট নিয়ে। মানুষ এখন সবকিছু দেখতে চায়। আমি আর লুকোতে পারি না।'

অভিযানের খরচ জোগাতে তাঁকে এখন স্পন্সরদের ওপর নির্ভর করতে হয়, আর স্পনসররা চায় ভিউজ ও লাইক। যে মানুষটি একসময় জনবসতি থেকে হাজার মাইল দূরে একাকী তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতেন, যেন এক টাইম ট্রাভেলার- অ্যানালগ যুগ থেকে হেঁটে হেঁটে ডিজিটাল যুগে এসে পড়েছেন, কিন্তু মনটা পড়ে আছে সেই ১৯৯৮ সালের নীরবতায়।

আয় মন বেড়াতে যাবি

তরুণের নাম কার্ল বুশবি। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্যারাট্রুপার। গত ২৭ বছর ধরে গোটা দুনিয়াজুড়ে হেঁটে এখন জন্মশহর হাল-এর দিকে এগিয়ে চলেছেন।

আজ তাঁকে লাইভ স্ট্রিমিং করতে হচ্ছে। এই 'পারফর্মার' হয়ে ওঠার চাপ কার্লের মতো পুরোনোপন্থী অভিযাত্রীর কাছে শারীরিক ক্লান্তির চেয়েও বেশি মানসিক যন্ত্রণার। তিনি

বাড়ির পথে শেষ কয়েক ধাপ

বর্তমানে কার্ল ইউরোপে অবস্থান করছেন। হাঙ্গেরি পেরিয়ে তিনি এখন ফ্রান্সের দিকে এগোচ্ছেন। সামনেই ইংলিশ চ্যানেল। সম্ভবত এটিই তাঁর শেষ বড় বাধা। শরীর এখন ক্লান্ত। ৫৬ বছর বয়সি কার্লের চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু চোখের দীপ্তি কমেনি। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, 'সাঁতার কাটতে আমার একদম ভালো লাগে না, কিন্তু বাড়ি ফিরতে হলে আমাকে এটা করতেই হবে।' তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের কোনও এক সময় তিনি হাল শহরে পৌঁছাবেন। কিন্তু ২৭ বছর পর বাড়ি ফেরা মানে কী? তাঁর নিজের শহর হয়তো আমূল বদলে গেছে। তাঁর পরিচিত অনেকেই হয়তো আর নেই। কার্ল নিজেও তো আর সেই ২৯ বছরের তরুণ নন। তিনি ফিরবেন এক অভিজ্ঞ, ঋদ্ধ ও ক্লান্ত প্রৌঢ় হিসেবে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'এই অভিযান শেষ করাটা আমার কাছে সবচেয়ে ভীতিকর। কারণ এত বছর ধরে এটাই ছিল আমার পরিচয়, আমার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য।'

কার্ল বুশবির এই মহাকাব্যিক যাত্রা আমাদের শেখায় যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনও সীমানা নেই। তিনি প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীটা বিশাল হতে পারে, কিন্তু মানুষের এক জোড়া পায়ের কাছে তা হার মানতে বাধ্য। তিনি যখন হালের মাটিতে শেষ পদক্ষেপ করবেন, তখন হয়তো কোনও আতশবাজি ফুটবে না, কিন্তু মানব ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে যাবে এক অবিস্মরণীয় আখ্যান। কার্ল বুশবি শুধু পৃথিবী ঘোরেননি, তিনি হেঁটেছেন সময়ের ওপর দিয়ে- গত শতাব্দীর শেষ থেকে বর্তমান শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত। তাঁর এই পদচিহ্ন শুধু মাটিতে নয়, আঁকা হয়ে থাকবে সময়ের বালুচরেও। এখন শুধু অপেক্ষা সেই মাহেন্দ্রক্ষণের, যখন ২৭ বছরের এক দীর্ঘ ঘরে ফেরার গান সমাপ্তির সুরে বেজে উঠবে।

পরাশরবাবু হইতে খুব সাবধান

পনেরোর পাতার পর

কখনও অপচয় না করা। মনে রাখবে এই মিতব্যয়ী মানুষেরা পরিবেশের বিরাট উপকার করে। কার্বন উৎপাদনে তাদের ভূমিকা থাকে না। এই মানুষেরা হেঁটে চলে, নয়তো সাইকেল চালায়। ভালো-মন্দ যাচাই করে নিতে পারে। সম্পদ অল্প হলেও তা কাজে লাগাতে জানে। সবচেয়ে বড় কথা মিতব্যয়িতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। শুধু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য নয়, এই মিতব্যয়িতা চর্চা একজন মানুষের সবদিকে করা উচিত। যেমন, সময় অপচয় না করে মিতব্যয়ী হওয়া। যেসব নেতারা বলতে শুরু করলে থামতে পারেন না। আশ্বাসের পর আশ্বাস দিয়ে যান। তাঁদের অবশ্যই মিতব্যয়ী হতে হবে।

ঘুষ দেওয়া ও খাওয়ার বিষয়ে মিতব্যয়ী হতে হবে। বলা ভালো, ধীরে ধীরে বাঙালির সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হয়ে উঠতে হবে। অল্পতে সন্তুষ্ট হবে। মনে রাখবে, যে জীবনে যত কম প্রত্যাশা, সেই জীবন ততই সুখী।'

সেদিন ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় পরাশরবাবুর বক্তব্য শোনার পর বাড়ি ফিরলাম। মানুষটা সম্পর্কে আমার ধারণা পালটে গেল। এই পৃথিবীতে সঠিক পরামর্শ দেবার মানুষ কমে আসছে। এতদিন চারদিকে শুধু কেরিয়ার গড়ার কথা শুনেছি। কেরিয়ার থেকে উপার্জন সংরক্ষণ করার কথা ভুলে যাই আমরা। বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে যা প্রয়োজন তার থেকে বেশি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরাই আমাদের ঘর।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে আর বিজ্ঞাপন আসে না, বিজ্ঞাপনের ফাঁকে ফাঁকে আমরা অনুষ্ঠান দেখি। লোভনীয় বিজ্ঞাপনের ফাঁদ, আর কথায় কথায় সহজ কিস্তিতে লোন দেবার জন্য মরিয়া সংস্থারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষেরাও ঋণের চক্করে পড়েছে। কিস্তির ফাঁদে নাজেহাল অবস্থা তাদের। আমরা ভুলে গেছি, ভবিষ্যৎ আমাদের অজানা। ভুলে গেছি, কোনও সম্পত্তি চিরস্থায়ী নয়। ভুলে গেছি, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় দরকার। শুধু পরিবারের জন্য নয়, অন্যকে সাহায্যের করতেও দরকার সঞ্চয়।

পরাশরবাবুর কাছে আমি আজকাল মাঝেমধ্যেই যাই। তাঁর কথা শুনি। শুনতে ভালো লাগে। আত্রেয়ী নদীর পাড়ে একটা চমৎকার পার্ক হয়েছে। সেখানে মাঝেমধ্যে বসি আমরা। পরাশরবাবু তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন। গত আড্ডায় শোনা তিনটি অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের বলি-

এক, সমাজসেবক পল্টুবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। যে কোনও অনুষ্ঠানে ঘণ্টাখানেকের বক্তৃতা তিনি অবলীলায় দিতে পারেন। আর সামান্য কয়েক মিনিট বলব বলার পরেও তিনি বলতেই থাকেন। পাড়ার অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁর প্রতিভার জোরে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সমাজসেবক পল্টুবাবু ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তাঁর বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন পরাশরবাবু।

পল্টুবাবু ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন, কিছু বলবেন? পরাশরবাবু তাঁকে তিনদিনের মধ্যে মিতব্যয়ী হবার জন্য বোঝালেন প্রায় দু'ঘণ্টা। নয়তো বলে এলেন, আবার যাবেন, বারবার যাবেন।

দুই, আকাশ দত্তকে ধরেছিলেন রাস্তায়। এই ছেলের আছে কথায় কথায় তেল দেবার বিরাট প্রতিভা। এভাবেই এগিয়ে গেছে অফিসে। যত এগিয়েছে নিজের কাজ, দায়িত্বের কথা গেছে ভুলে। পরাশরবাবু তাকে বলেছেন, অনেক হয়েছে এবার একটু মিতব্যয়ী হও।

তিন, চায়ের দোকানে তুফান তুলে রাজা উজির মারেন অখিল চন্দ। কথায় কথায় ঢপের বন্যা বইয়ে দেন। মিথ্যে কথাকে বারবার চেঁচিয়ে বলে সত্যি করান। সেই অখিলবাবুকে সাবধান করেছেন পরাশরবাবু, 'ঢপে লাগাম দিন, এক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হলে আপনার পক্ষে ভালো।'

এইসব অভিজ্ঞতা শোনার ফাঁকে দেখি, আমাদের কাছের একটা বেঞ্চে এসে বসেছে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেমিক বিস্তর বলে চলেছেন। বলছেন, ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি কী কী করবেন। জোর গলায় একটার পর একটা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। প্রেমিকা মন দিয়ে শুনছেন। পরাশরবাবু সেদিকে খেয়াল করে গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, ছেলেটিকে এক্ষুনি না থামালে পরবর্তীতে নিয়মিত দাম্পত্যকলহ হবে। মেয়েদের স্মৃতিশক্তি মারাত্মক। আমি যাই, ছেলেটিকে কথাবার্তায় মিতব্যয়ীর হবার পাঠ দিয়ে আসি।

এবার বুঝলেন! সাধে কী আর এই লেখার নাম রেখেছি, পরাশরবাবু হইতে সাবধান।

ক্ষতি ৩৯০ টাকা

পনেরোর পাতার পর

ঘটকমশাই মাথায় হাত দিয়ে চলে গেলেন। বিয়ে সেদিন ঠিক হয়নি। তবে পরে মেয়ের বিয়ে হল বেশ ভালোভাবেই। পরান মণ্ডল অতিরিক্ত আড়ম্বর করেননি, কিন্তু শালীন, সুন্দর আয়োজন করেছিলেন। সবাই বুঝল, তিনি কৃপণ নন, কেবল অতিমাত্রায় হিসেবি। যে হিসেব সাধারণ মানুষ বোঝেন না।

জীবনের শেষ বয়সে পরান মণ্ডল তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে এক কোটি টাকা দান করলেন একটি দাতব্য হাসপাতাল তৈরি করতে। হাসপাতাল তৈরি হল তাঁর মৃত্যুর পর। নাম দেওয়া হল- পরান মণ্ডল মেমোরিয়াল হাসপাতাল। পাড়ার মানুষ বলল, 'যে মানুষ চা খাওয়াতে কাঁপতেন, তিনি এক কোটি টাকা দান করলেন!' কেউ কেউ বলল, 'টাকাগুলো এত বছর ধরে জমিয়ে তিনি সত্যিই ভালো করেছিলেন। এমন হিসেবি হওয়া ভালো' কিন্তু সবার মনেই একটাই কথা- পরান মণ্ডল তাঁর সারাজীবনের হিসেবের শেষে সবচেয়ে বড় মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মিতব্যয়ী মানুষেরা পরিবেশের বিরাট উপকার করে। কার্বন উৎপাদনে তাদের ভূমিকা থাকে না। এই মানুষেরা হেঁটে চলে, নয়তো সাইকেল চালায়। ভালো-মন্দ যাচাই করে নিতে পারে। সম্পদ অল্প হলেও তা কাজে লাগাতে জানে। সবচেয়ে বড় কথা মিতব্যয়িতা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। শুধু অর্থ সঞ্চয়ের জন্য নয়, এই মিতব্যয়িতা চর্চা একজন মানুষের সবদিকে করা উচিত। যেমন, সময় অপচয় না করে মিতব্যয়ী হওয়া।

সরু সুতোর মতো

পনেরোর পাতার পর

মিতব্যয়ী মানুষ ফাঁপরে পড়লেও হয়। কোনও দেশ যদি অবরোধে পড়ে তখন সে কম খরচে হতে বাধ্য। শুনেছি কাস্ত্রো জমানায় আমেরিকার অবরোধ নিদানে কিউবার শহুরে মানুষ বারান্দায় মাটি ফেলে সবজি ফলিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছাড়া তারা রাশন করেছে সবকিছু। তবে যুদ্ধরত বা যুদ্ধের আগুনে বাধ্যত প্রবেশ করা দেশগুলির বিষয়ে এত হালকাভাবে মিতব্যয়ী শব্দটি ব্যবহার করা অশোভন। সেখানে যা হয় বা হয়ে চলেছে, তা মানবতার অপমান। এক সর্বগ্রাসী মানবসৃষ্ট অভাব। এরিক মারিয়া রেমার্কের বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসে যেমন দেখি, ঠ্যালায় এক বোঝা টাকা নিয়ে চলেছেন সাধারণ মানুষ, বিনিময়ে একটি আপেল পাবে বলে। এখানে ব্যয়ের প্রচলিত ধারণাটিই বিধ্বস্ত।

আমাদের জীবদ্দশায় যেমন স্প্যানিশ ফ্লু বা স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখিনি কিন্তু কোভিডকাল পেরিয়েছি। এক অজানা অনিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনা প্রতিমুহূর্তে মানুষকে নশ্বর জীবন নিয়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছে। দৌড়বাজ মানুষরা খানিক থেমেছিল সে সময়। মন দিয়ে এতদিন পাশে থেকে যাওয়া, কিন্তু না দেখা শিমুল গাছটির বিস্ফারিত লাল ফুল আর সাদা তুলোর ওড়াউড়ি দেখেছিল। এই বৃক্ষ, লতা, কার্নিশে তীব্র চিৎকার করা এক চিল ছিল বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের একমাত্র যোগাযোগ। সে সময় অনেকের রোজগার কমেছে। কিন্তু যাদের কমেনি তাদের অল্প খরচের একটা ইচ্ছা তৈরি হয়েছিল। অতিমারি ঘাড় ধরে বুঝিয়েছিল, যে জীবন অনিত্য, সেখানে বাড়ির লোক আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে ছোট্ট পরিসরে থাকাটাই আনন্দ। স্বার্থপরতা, লোভ কিছুদিনের জন্য হলেও খানিকটা দূরে হটে গেছিল। বেশিরভাগ খরচ করা মানুষ দেখনদারি ও অপ্রয়োজনের খরচ কমিয়ে দিয়েছিল। কোভিড আমাদের দেখিয়ে দিয়েছিল ফাঁদে পড়লে জীবনদর্শন কেমন বদলে যায়। কিন্তু কথায় বলে, ধরলে চিঁহি চিঁহি, ছেড়ে দিলে বত্রিশ লাফ। যেই ধীরে ধীরে কোভিডের ভয় দূরে যেতে থাকল, মানুষ অমনি ফিরে গেল আগের রূপে।

আমাদের বাবা, মা-দের প্রজন্মের মিতব্যয়িতা আমাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বেহিসাবি খরচে পৌঁছেছে। অধিকাংশের বাড়িঘর, জমিজমা বাবা-মা করে দিয়ে গেছেন। আমাদের প্রজন্ম সেখানে টপ-আপ ভরার মতো আরও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছে, কারণ একটা করে হলেও বাসস্থানের ব্যবস্থা উদ্বাস্তু প্রজন্ম করে গেছে। এই আপাত নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ব্যবস্থায় স্বভাবতই হাত চেপে খরচ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। যারা এখনও করে তাদেরটা সম্পূর্ণ স্বভাবে বা কঠোর পারিবারিক শিক্ষায়। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি আমাদের বাড়িতে রিকশায় যখনই আসত, খুচরো নেই বলে ১০ টাকা চেয়ে নিত। সে মোটেও দরিদ্র নয়। দারিদ্র্য তার স্বভাবে। এই মিতব্যয়িতা দিয়ে তারা যে অর্থের প্রাসাদ তৈরি করে প্রায়শই তা রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন গল্পের মতো। যেখানে সঞ্চয় রক্ষার জন্য নিজের নাতিকে যক্ষ করে মাটির তলায় পুঁতে ফেলতে হয়। ওই যে প্রথমে বলেছিলাম মিতব্যয়ী আর কার্পণ্যে শুধু সরু সুতোর মতো ব্যবধান।

অফিসার বাবু

শুভ্র মৈত্র

১

‘এখন হবে না কাকু, দেখছেন না এত ভিড়। আপনাকে তো বললাম সন্ধ্যায় আসুন’, সামনের মাথাগুলোর ওপর দিয়ে বলতে হয় বলেই সাগর গলাটা খানিক তোলে, তার মধ্যে ঠান্ডা লাগার ফলে আর একটু ভারী শোনায়। নিজেরই কেমন আশ্চর্য লাগে। গলায় এমন ধমকের সুর তো ছিল না। বেশ অফিসের বাবুদের মতো। আর কী আশ্চর্য, শোনার লোকগুলো সবাই মেনেও নেয়। কেউ আপত্তি করে না। ভালো লাগে সাগরের। সন্ধ্যায় আসতে বলা হয় যাকে, অপেক্ষা করতে বলা হয় যাদের, সবাই মুখ বুঁজে মেনে নেয়, খানিক কুঁকড়ে থাকে। সাগরের মনে হয়, এক্ষেত্রে ‘কাকু’ না বললেও চলত।

বিশ্বাসদের বাড়িটা যখন ফ্ল্যাট হল, চড়চড় করে উঠে গেল ছয়তলা, তখনই নীচের ফ্লোরে এই ঘরটা নেওয়া। সাগরের দোকানঘরটা এমনিতে নজরে পড়ার মতো নয়। মায়ের নামে ‘জ্যোৎস্না এন্টারপ্রাইজ’ লেখা, নীচে ‘এখানে সুলভমূল্যে জেরক্স করা হয়’। কারও কাছে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি, পাড়ার বয়স্কদের কাছে তো নয়ই। এ পাড়ায় তেমন প্রয়োজন পড়ে না ওসবের, বরং নরেশের মুদি দোকানের কদর বেশি। সবাই জানে ওটা সাগরের দোকান। একটা ফোটোকপি’র যন্ত্র রয়েছে, চলতি কথায় জেরক্স। সকালের দিকে টিউশনে আসা ছেলেমেয়েরা ভিড় করে। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দোকান খোলার সময় সাগর মনে মনে অরূপ স্যরকে প্রণাম করে। তাঁর নোট জেরক্স করেই তো বউনি হয়। সে জন্য দরদাম, ধমক-চমক সবই সকালের সাগরের দোকানের নৈমিত্তিক। পাড়ার মানুষ উঁকি মেরেও দ্যাখেনি দোকানে। পড়ুয়াদের মন টানতে ইয়ারফোন, রংবেরঙের মোবাইল কভার, স্টিকারের পাতা সাজানো আছে। সঙ্গে অবশ্যই আছে ফোনের রিচার্জ প্যাক, যা ওদের ডেটার খিদে মেটায়। দোকানের মাথায় এখনও শুধুই ‘জেরক্স’, লেখাটা পালটানো হয়নি।

এত সবের পরেও সারাদিন সাগর প্রায় মাথা নীচু করেই থাকে। পথচলতি কেউ তাকালে দেখবে, মাথা নীচু করে মোবাইল ঘাঁটছে। আবার সন্ধ্যার দিকে কিছু পা পড়বে, রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে পাড়ার কেউ দাঁড়িয়ে যাবে, ফ্ল্যাটের কোনও বাসিন্দা লিফটে ওঠার আগে ঢুঁ মারবে, ‘ওই দোকানে তো টাকায় দুই পাতা!’ এসব সময়ে সাগর জোরে জোরে গান বাজিয়ে দেয়।

সেই সাগরেরই এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। হঠাৎ ব্যস্ততা বেড়েছে বহুগুণ। দোকান বন্ধ করতে রাত হয়, খুলতেও বেলা হয়ে যায়। এখন বলতে হয়, ‘জমা দিয়ে যান, একঘণ্টা পরে আসুন’। বলাবাহুল্য, হাতে ধরে থাকা মলিন কাগজগুলো জমা দিয়ে দোকান ছাড়তে চায় না কেউ। হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে। ছেঁড়াখোঁড়া জন্মবৃত্তান্ত বা এই পৃথিবীর বুকে নিজের একটুকরো ঠিকানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ পাড়ায় চোখে না পড়া মানুষগুলো। সাগর প্রয়োজন বুঝে দোকানের কলেবর বাড়ায়। ওই ছোট খুপরিতে ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিয়েছে একটা কম্পিউটার। সেখানে ভেসে উঠছে নানান মুখ, আপ্রাণ চেষ্টায় যারা সুন্দর হতে চেয়েছিল! ব্যস্ত সাগর ছুড়ে দেয়,

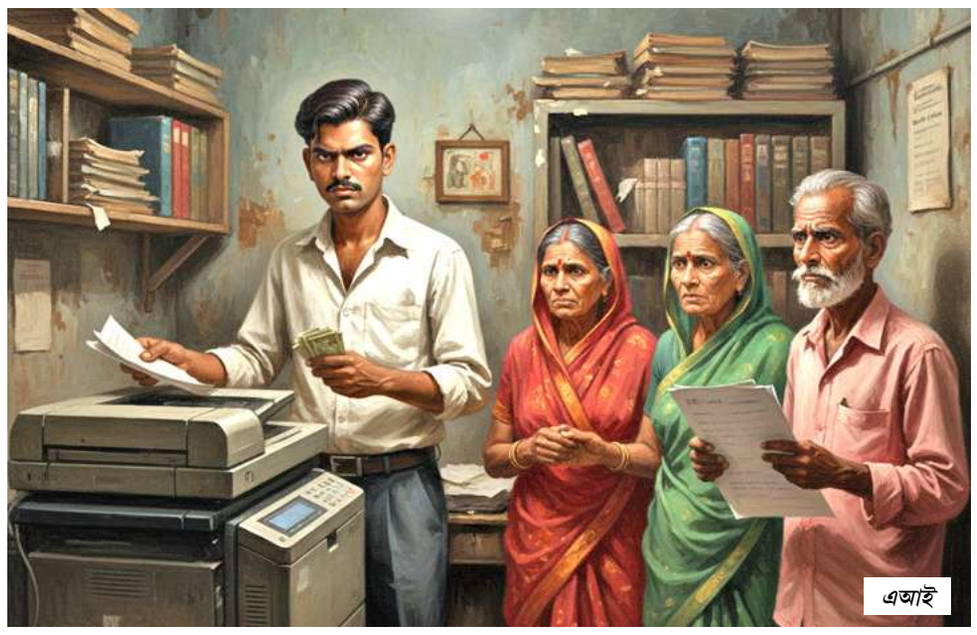

এআই

‘এ ছবি হবে না। সামনে তাকাতে হবে’। তাহলে? উপায় আছে। এখানেই ফোনে ছবি, আর তারপর রঙিন কাগজে প্রিন্ট আউট। হ্যাঁ, সাগর নতুন কাগজের তাড়া কিনেছে।

গেল সপ্তাহে যখন ঘোষণা হল, সবার পরিচয় নেবে সরকার, বাপঠাকুরদা, ঠিকুজি-কুষ্ঠি জমা নেবে- তখন শহরের অন্য পাড়ার থেকে এ পাড়াতে একটু বেশিই সাড়া পড়েছিল। আসলে এখানকার বাসিন্দাদের বেশিরভাগের শিকড় অন্য দেশে। সাগর ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছে বিকালে পাড়ার দাদু-কাকুরা গল্প করলে উঠে আসে সেসব কথা। নদী-মাছ-ধানের কোয়ালিটি। দুপুরে এখনও এ পাড়ার মা-দিদারা আড্ডা জমায়। উঠে আসে দেশের বাড়িতে শীতলাপুজো, মনসা গান, ডালের বড়ির গন্ধ। এ শহরেই জন্মে বড় হওয়া সাগরের সেসব গল্পে তেমন রুচি নেই, থাকার কথাও নয়। তবে ইদানীং খেয়াল করেছে হরিশজ্যাঠা বা কমলের ঠাকুমারা আর ‘দেশের বাড়ি’র কথা খুব বলছে না।

এতদিন উপেক্ষার চোখে দেখা দোকানটায় এখন নিয়মিত আসছে পাড়ার মানুষ। কোনও দিন দোকান খোলার আগেই এসে ভিড় জমায়। সাগর আসে, শাটার খোলে। নিয়মমাফিক ধূপকাঠি জ্বালায়, প্যাসেজে কমন ফিল্টারের থেকে বোতলে জল ভরে, খানিক সামনে ছেটায়। তারপর অনেকটা সময় নিয়ে কালীর ছবির সামনে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ও জেনে গেছে, সামনের উদ্বিগ্ন মুখগুলির সামনে তাড়া দেখাতে নেই। সপ্তাহখানেক ধরে গড়ে তোলা ব্যক্তিত্ব টাল খাবে ব্যস্ততা দেখালে। মিউনিসিপ্যালিটিতে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য যাতায়াতের সময় দেখেছে ওখানকার বাবুদের।

ওদিকে অপেক্ষা বাড়ছে। হাতে নানা মাপের কাগজ। এই শীত-শীত সকালেও কুণ্ঠার ঘাম জমেছে অনেকের মুখে। এর মধ্যে মাঙ্কি টুপি পরা বৃদ্ধ বলে, ‘বাবা, এখানে তো আমার মায়ের নাম লিখে দিলে, কিন্তু মা তো মৃত। ঈশ্বর লিখতে হবে না?’ সাগর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ফর্মে। বলে, ‘তাহলে নিজেই করুন’। আবার সেই অফিসের বাবু’দের সুর। এটাকেই ভয় পায় সবাই। ‘—না না তুমি যখন বলেছো.....’। মনে মনে নিজেকে তারিফ করে সাগর।

প্রথম দু’একদিন শুধু ফোটোকপি আর ছবি প্রিন্ট করেই সাগর বুঝে গেছিল এবারে আরও একধাপ এগোনো যায়। সবার মধ্যে যে আতঙ্ক, সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। তারপর থেকেই শুরু করেছে এই নতুন কারবার। ‘ফর্মে করবেন না, আগে একটা জেরক্স কপিতে লিখে নিন,

ছোটগল্প

সাগরেরই এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। হঠাৎ ব্যস্ততা বেড়েছে বহুগুণ। দোকান বন্ধ করতে রাত হয়, খুলতেও বেলা হয়ে যায়। এখন বলতে হয়, ‘জমা দিয়ে যান, একঘণ্টা পরে আসুন’। বলাবাহুল্য, হাতে ধরে থাকা মলিন কাগজগুলো জমা দিয়ে দোকান ছাড়তে চায় না কেউ। হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে।

তারপর আসল ফর্মে তুলবেন’, এই পরামর্শ দেওয়ার সময় ওর মাথাতে ছিল, ভয় পাওয়া লোকের সংখ্যাই বেশি। যারা আরও নিশ্চিত হতে প্রথমে ‘রাফ’, তারপরে ‘ফেয়ার’ করে। শুধু ফর্মের ফোটোকপি বা ছবি নিয়ে দোকান থেকে বেরোনোর সময় ওদের সকলের মনেই চেপে বসে ভয়- এবারে ফর্মটা পূরণ করতে হবে।

—‘আমি তো বলেছি, এখন শুধু জেরক্স আর ছবি হবে। ফর্ম বিকালে’, সাগর কম্পিউটারের থেকে চোখ সরায় না। ‘দুটো ছবি লাগবে দুটো ফর্মে, আরও কয়েকটা করিয়ে রাখলে ভালো, এই ছবি প্রচুর কাজে লাগে’। মানুষগুলো মাথা নাড়ায়-- ‘হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক কাজে লাগে’। স্ক্রিনে তখন নানা মুখ, পাড়ার মধ্যে এত অচেনা মুখ আছে, এই প্রথম জানতে পারছে সাগর। সকলের উদ্বিগ্ন চোখের সামনে ছবিগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে বেরিয়ে আসে প্রিন্টার থেকে। কাঁচি নিয়ে বসে সাগর, মাপ মতো কাটতে হবে। ‘এই সাইজটাই ঠিক আছে, ফর্মে এটাই লাগবে’। আপত্তি করার কেউ থাকে না। দরদাম করাও যায় না এখন। শুধু বিকালে কখন আসবে সেটা জেনে নিতে হয়। ‘সোজা তো, নিজে নিজে করতে পারবেন না?’, বলার সময় সাগর জানে ওদের কনফিডেন্স কমানোর জন্য আগেই যা-যা করার, সেসব ওর হয়ে সরকারই করে দিয়েছে। তাই কেউ নিজে নিজে পূরণের রিস্ক নেবে না। আর এই সুবাদে কিছু লক্ষ্মীলাভ আর তার চেয়েও বেশি হবে সাগরের ‘অফিসার’ হওয়া।

২

পার্টির ছেলেরা অবশ্য বিনা পয়সাতেই এসব করছে। এ পাড়াতেও ক্যাম্প করেছে একদিন। কিন্তু ওই একদিনই। সবাইকে বলে গেছে কাউন্সিলারের অফিসে আসতে। এ পাড়ার মানুষ খানিক ভয় নিয়েই বাঁচে, তাই যে কোনও অফিসে যাওয়া এড়িয়েই চলে। পাড়ার ছেলেই যখন লিখে দিচ্ছে, মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে সব কাগজপত্র, ওরা নিশ্চিন্ত হয়। আর যখন লম্বা একটা লিস্ট থেকে বেরিয়ে আসছে মৃত বাবা-মায়ের নাম, তখন যেন রোমাঞ্চ জাগে শরীরে। নাহ, ওরা আর অন্য কোথাও যায়নি। সবাই অবশ্য এমন নিশ্চিন্ত হতে পারে না, ‘একটু ভালো করে খুঁজে দেখবি আর একবার, নাম তো থাকার কথা!’

—‘আপনি নিজেই খুঁজে নিন না’, একজনের পেছনে নষ্ট করার মতো এত সময় নেই। অবশ্য একদম ছেড়ে দেওয়াও যায় না, ‘বলছি তো কিছু হবে না। আপনার বাড়ির দলিল আছে না? সেটা নিয়ে আসবেন’।

—‘কালকেই আসবে বলেছে ফর্ম জমা নিতে, আমারটা একটু আগে করে দিও ভাই’! সাগর জানে এসব অনুরোধ একবারে রাখতে নেই। খানিক সময় নিতে হয়।

—‘কী করে আপনারটা আগে করি মাসিমা? দেখছেন না এতজন লাইনে আছে। ঠিক আছে রেখে যান, দেখছি’। ও জানে কেউ রেখে যাবে না, অপেক্ষা করবে। ভিড় বাড়বে দোকানের সামনে। আর এই কয়দিনে জেনে নিয়েছে ফর্ম দেওয়া-নেওয়ার দায়িত্বে যে আছে তাঁর বাড়ি কোথায়। তাই মাসিমার দিকে আর না তাকিয়ে পূরণ করা ফর্ম এক বৃদ্ধের হাতে তুলে দেওয়ার সময় যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, ‘একটা ওরা নেবে, আরেকটা মনে করে ওদের সিল করিয়ে নিজের কাছে রাখবেন’। মাথা নাড়ে কৃপাপ্রার্থী। সন্ধার এই সময়টাতে সাগর খুব ব্যস্ত, ‘সই করতে পারেন তো? নিন এখানে সই করুন’। সংকুচিত কাঁপা কাঁপা হাতে ইংরেজিতে পূরণ করা ফর্মের নীচে ভেসে ওঠে বাংলা অক্ষরে সরকারি নাম। এ অঞ্চলে টিপ ছাপের কেস এখনও পায়নি সাগর।

—‘ও সাগর, আমার যে ভোটার কার্ডে নামের মাঝে ‘চন্দ্র’ নেই, শুধু নিতাই হালদার। আধারের সঙ্গে মিলছে না যে। তাহলে এখানে কী নাম লিখতে হবে?’ ‘ওই লিস্টে তো বৌয়ের নাম আছে, কিন্তু কার্ড যে নেই? কার্ডের নম্বর দেব কী করে?’ ‘আচ্ছা আমার তো শুধু ডানদিকের ঘর, বাঁদিকে কিছু করব না। তাই তো?’

এই কয়দিনে এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে শিখে গেছে সাগর, তবে বরাভয় চট করে দিতে নেই, শিখেছে সেটাও। নইলে গুরুত্ব কমে যাওয়ার চান্স আছে।

৩

সেদিন এমনই ব্যস্ততা ছিল। এর মাঝেই ফোন। ইদানীং ফোনটা একটু বেশিই বাজছে। সেই তো একই জিজ্ঞাসা, বলতে হয় ‘দোকানে আসুন’। অবশ্য বলতে ইচ্ছে করে ‘আমার অফিসে আসুন’। তাই ফোন ধরে না অনেক সময়। কিন্তু মা কেন ফোন করছে? উফফ, কতবার বলেছি দোকানে ফোন কোরো না। এখন কাজের খুব চাপ। থাক ধরবে না। নাহ, বেজেই চলেছে। এবারে ধরতেই হল, ‘হ্যাঁ বলো, কী হয়েছে?’ ‘—শোন না, বাবা, তুই তো সারাদিন বাড়িতে থাকিস না, আমরা বুড়োবুড়ি। আজকে ওই লোকটা এসেছিল, বলে গেল কালকে ফর্ম নিয়ে যাবে। সব যেন করে রাখি। তুই তো সবারটা...’। মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আগেই থামিয়ে দিল সাগর, ‘আরে আমি রাতে গিয়ে করে রাখব। ওকে বলা আছে, কাল সকালে তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেবে। এখন রাখো তো!’ সাগরের মনে পড়ল নিজের বাড়ির কাজটা হয়নি। ফর্ম বাড়িতেই রাখা আছে। আসলে একার হাতে এত কিছু। অফিসের মতো একটা আদালি থাকলে বেশ হত। যাই হোক। হয়ে যাবে। রাতে গিয়েই করে রাখবে, সকালে সময় পাওয়া যায় না।

এদিনও দোকানের শাটার নামাতে নামাতে ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুঁইছুঁই। আশপাশের বাড়ি থেকে সিরিয়ালের শব্দ ভেসে আসছে। বাড়ি কাছেই, হেঁটেই যাওয়া যায়। দু’একদিন ধরে একটা ভাবনা এসেছে মনে, এবারে ভিড় কমতে শুরু করেছে। তারপর? আবার সেই নোট জেরক্স করা আর মোবাইল রিচার্জে ফিরে যেতে হবে! এই কয়দিনে যে মর্যাদাটা পাওয়া গেল সেই দাপটটাকে খুব ভালো লেগে গেছে। ছাড়তে মন চায় না। আরও কিছু একটা করে ভয়গুলি টিকিয়ে রাখতে পারে না সরকার?

মা ভাত বেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটার খাওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই। নইলে মা সিরিয়াল দেখত না। সাগর খেতে যাওয়ার আগে ফর্মগুলো নিয়ে বসেছে। রাতেই করে রাখতে হবে। হাতে ওই পুরোনো ভোটার তালিকা। খুঁজছে বাবা-মায়ের নাম। নিজেরটা ওখানে নেই জানে। পার্ট নম্বর ৩১-এ দুটো নাম খুঁজে পেতে হবে। সুদর্শন বসাক আর জ্যোৎস্নাময়ী বসাক। প্রাণপণ খুঁজছে সাগর। এই তো হারু কাকা, নিবারণ জেঠু। কিন্তু সুদর্শন বসাক কোথায়? এখানেই তো ছিল ওরা। আবার প্রথম থেকে খুঁজতে বসে সিরিয়াল নম্বর এক, দুই, তিন...। বসাক... নাহ, এটা তো নন্দদুলাল, মানে আমাদের নন্দ কাকু। কিন্তু বাবার নাম? টিভিতে কোনও মহিলা উচ্চস্বরে ঝগড়া করছে। মা সাগরের সামনেই বসে। আর একজন বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। শেষবার ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার পর থেকেই এভাবে। কোনও শব্দ নেই। খাওয়া-ঘুম এমনকি পায়খানা-পেচ্ছাপ সবই মায়ের ইচ্ছায়। সাগরের সময় নেই। এখন সাগর মরিয়া হয়ে খুঁজে চলেছে একটা নাম। মা অনেকক্ষণ আগেই বলেছে, ‘খেয়ে নে’। সাগর যেতে পারছে না। ওই নামটা না খুঁজে কীভাবে যাবে? ঘামছে সাগর। এই শীতের রাতেও ওর ঘাম হচ্ছে। সাগর ঘরে তাকিয়ে দ্যাখে বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ফ্যালফ্যাল করে। নামটা খুঁজছে সাগর। ওর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মতো মনে হচ্ছে নিজেকে...নামটা কোথায়...!

উত্তরের কবিমুখ

শ্যামলী সেনগুপ্ত

শ্যামলী সেনগুপ্ত কবি ও অনুবাদক। জন্ম ওড়িশার কটক শহরে। বিবাহসূত্রে উত্তর শিলিগুড়িতে বসবাস। ভেতরে ভেতরে কবিতার জন্ম হলেও ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশ ২০০২ সাল থেকে। তিনটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। একটি কাব্যগ্রন্থ ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনূদিত গ্রন্থ ১৭টি। এর মধ্যে আছে কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ এবং নাটক। অনুবাদ এখন তাঁর পেশা। ভালোবাসেন মানুষের সঙ্গে মিশতে। আর নানা ধরনের বই পড়ার পাশাপাশি দারুণ ভালো সমস্ত গান শুনতে।

ছবি ও ছায়া

নকশি-কাঁথার সকাল দুপুরের দিকে ম্রিয়মাণ হয়
পাতা ঝরে যাওয়ার পর যেমন ডালপালা
শীত এলে কমলাকোয়া রঙের রোদ্দুরে
কিছু ছবি উথলে ওঠে
রোদের আস্তরের নীচে চাপা পড়ে
ছবিদের দস্তানা আর মোজা
উঠোনে দুলতে থাকে ক্লিপে আটকানো টুপির
গোবেচারা ছায়া...
ছবিকে ফ্রেমে বেঁধে ফেললে
কাঁথার ফোঁড়গুলি বাধ্য মানুষ হয়ে যায়।

অণুগল্প

রিহান

আরতি ধর

মাত্র দুই বছর হল অবসর নিয়েছেন অদ্বৈত বর্ধন। চাকরি জীবন কাটিয়েছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। ছুটিতে বাড়িতে আসতেন বছরে একবার। পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় উপভোগ করে আবার চলে যেতেন কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু এই অবসরের পর হয়েছে যত সমস্যা! সারাক্ষণ বাড়িতে মিলিটারি শাসন চালাচ্ছেন— কে কখন উঠছে, কী খাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে... সবেতেই তাঁর ছড়ি ঘোরানো চাই। আর এতে বাড়ির লোকগুলোর দৈনন্দিন জীবনে যেন চরম বিপর্যয় নেমেছে। মনে মনে সবাই নানা ফন্দি এঁটেও ‘ফেল’ করেছে তাঁকে কাবু করতে।

সাত বছরের নাতি রিহান এবার আইডিয়া দিয়েছে, দাদুকে স্মার্টফোন কিনে দিতে হবে। মোবাইল পেয়ে নাতির কাছে দু’দিন শিখেই... এখন অদ্বৈতবাবুকে ডাকতে হয় স্নান, খাওয়ার জন্য!
মাঝখানে রিহানের কদর বেড়েছে দুই পক্ষ থেকেই...

শাল

ঋষিরাজ মোহন্ত

স্ত্রী গত হওয়ার পর থেকে, হিরেনবাবুর নতুন এক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। প্রায়ই মাঝরাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাই সবসময় গেটে বড় তালা ঝুলিয়ে রাখে তাঁর ছেলে স্বপন। মায়ের শ্রাদ্ধের পরেরদিন থেকে হিরেনবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজের বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে কোনও লাভ হয়নি। প্রায় কয়েক মাস কেটেছে। বন্ধু অনিমেষের পিতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে ছুটে যায় স্বপন। শ্মশানের পথে রুক্ষ চুল, ম্লান দেহ, গালভর্তি দাড়ি নিয়ে বসে আছেন হিরেনবাবু, এক মহিলার আঁচল খামচে। মহিলার পরনে শাড়ি, হাতে শাঁখা, গায়ে জড়ানো শাল। সেই শাল, সেই শাড়ি শেষ গায়ে দিয়েছিলেন স্বপনের মা। মায়ের শেষদিন পর্যন্ত হিরেনবাবু ঠিক এইভাবেই আঁচল খামচে বসে থাকতেন। আজ যেন আবার সেই দৃশ্য ফুটে উঠল স্বপনের কাছে। তারপর খানিক টেনেহিঁচড়ে সে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যায়। তবে তার কয়েকদিনের মধ্যেই হিরেনবাবুর মৃত্যু হয়। এক সপ্তাহ পর স্বপন আবার সেই পাগলিকে দেখতে পেল এক বিধবার বেশে।

(১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com)

কবিতা

মাটির মহাকাব্য
মৌ চট্টোপাধ্যায়

একটা আস্ত কোপাই বুকের মধ্যে
হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন,
এই স্থবির নগর চোখে রেখে
দূরে কোথাও যাত্রা করছে।
অরণ্য হালকা হয়ে নদী শয্যায়
মিলিয়ে যেতে যেতে হৃদয়ের
রক্তিম আভায় ‘মাটি’ পেলাম।
ক্লেদাক্ত এক তাল মাটি,
মানুষের মতো কঠিন নয়, নিষ্ঠুর নয়
সে মিশে গেছে তার প্রেমিকের বুকে,
এক শায়িত উপলব্ধির মতো।
মিশে গেছে পাঁজরের ভাঁজে-ভাঁজে,
অনাদৃত বাদল মেঘের মতো।
মিশে গেছে কুহকের ডাকে,
রহস্যময় আলেয়ার মতো।
প্রতিদিন তাকে সিঞ্চন করে,
রচিত হয় জঠরের মহাকাব্য।

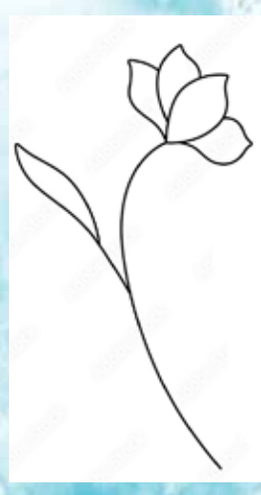

আরশি
কৃষ্ণ কান্ত রায়

আরশি,
তুমি এক দূরতর দ্বীপ-
তোমার চোখে এখন অনেক স্বপ্ন,
নিভাঁজ চিঠিতে লেখা থাকে প্রিয় নাম।
এভাবেই তো-
প্রীতির কণাগুলো জড়ো করে
বুকে আগলে রেখেছ
আগুন জ্বালাবে বলে।
সময়ের নিরেট বিষবাষ্পে
তোমার হৃদয়ের যন্ত্রণাগুলো
পুড়তে থাকে
তুষের আগুনের মতো।
হে প্রিয়, আগুন জ্বালাও
পোয়াতি গাছে লাগাও
ফসলের স্তব।

ন্যায়ের হদিস
সোমনাথ গুহ

খনন কার্যে উঠে আসা তথ্য থেকে জেনেছি
সত্য চাপা থাকে
আর
বিচার বদলে যায়

খনন কার্যে উঠে আসা সত্য থেকে জেনেছি
তথ্য চাপা থাকে
আর
বিচারক বদলে যায়

এভাবে সত্য থেকে জেনেছি
তথ্য থেকে জেনেছি
এখনও চলছে
খনন কার্য

ও আমার আলোর যাত্রী
রুমি নাহা মজুমদার

খোলা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া
পাঠশালা মনের জলাঞ্জলি যাত্রা
জীবন পাঠে অপূর্ণ মাঠ।

জীবন মাঠের অপূর্ণ পাঠে
জলাঞ্জলি হয় সুবুদ্ধি সুচিন্তার কারুবাস
কাকে চাপা দিয়ে এগোবে কে
এই যুথঃক্রিয়ার জিনে লাগাম পরানোর দায় যাদের
তাদের হাতে বেড়ি
এখন কেবল ডিঙি বেয়ে যাওয়া।

অসূয়ার দাঁড় বেয়ে বেয়ে
গভীর থেকে গভীর হয় রাত
মান আর হুঁসের হিসেবি খয়রাতি
ভেসে যায় দরিয়ায়।

দেওয়াল ঠেকানো কাদামাখা রক্তপিঠ
এগিয়ে চলে অরোরার দিকে
খোলস থেকে খোলস পালটে
টোটেমের গান বেরিয়ে পড়ে
গাছ-আগাছায়।

‘বুমরাহকে ব্যবহারে মস্তিষ্ক লাগে’

গম্ভীরের পর শাস্ত্রীর নিশানায় আগরকার

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : বিস্ফোরক মেজাজেই রয়েছেন রবি শাস্ত্রী।

গৌতম গম্ভীরকে কয়েকদিন আগে তুলোধোনা করেছিলেন। টেস্ট বিপর্যয়ে হেডকোচের দায় নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেন। এবার শাস্ত্রীর নিশানায় প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরব হন প্রাক্তন হেডকোচ। দাবি করেন, সঠিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

শাস্ত্রীর মতে, বুমরাহকে বিশ্রাম দিয়ে খেলানো জরুরি। যদিও সেটা করতে গিয়ে সঠিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছে নির্বাচক কমিটি।

> বুমরাহকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, তার জন্য মস্তিষ্ক থাকা উচিত। তোমরা ওকে সাদা বলের বোলার বানিয়ে ফেলেছ। তাহলে ও কীভাবে লাল বলের বোলার হবে?
>
> **রবি শাস্ত্রী**

সিরিজের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে কীভাবে বুমরাহকে ব্যবহার করা হবে, তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা জরুরি। যদিও তা হচ্ছে না। অজিত আগরকাররা ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের নামে যে সব পদক্ষেপ করছেন, তাঁর যৌক্তিকতা নিয়েই কার্যত প্রশ্ন তুললেন।

ইংল্যান্ড সফরে পাঁচের মধ্যে তিনটি টেস্টে খেলেছিলেন বুমরাহ। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। ঘরের মাঠে পাটা উইকেটে তুলনামূলক দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট খেলানো হলেও অস্ট্রেলিয়ায় ওডিআই সিরিজে রাখা হয়নি! চলতি দক্ষিণ আফ্রিকা ওডিআই সিরিজেও সেই পথেই আগরকাররা।

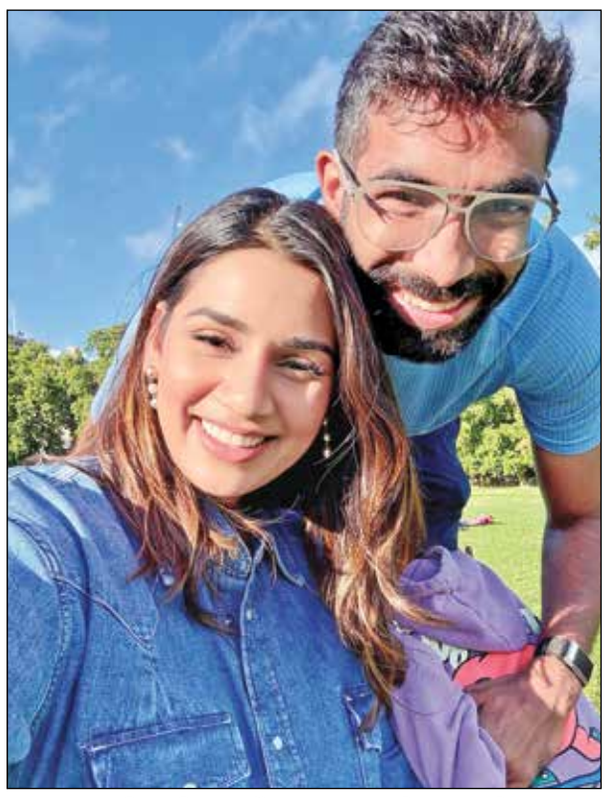

শনিবার ছিল জসপ্রীত বুমরাহর জন্মদিন। এই ছবি পোস্ট করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন।

অভিযোগ, সিরিজের গুরুত্ব না বুঝে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। যে বিতর্কে মুখ খুলে আগরকারকে কার্যত ঘুরিয়ে ‘মস্তিষ্কহীন’ আখ্যা দিলেন শাস্ত্রীও। তাঁর কথায়, হাতে বল মানে বাইশ গজে বুমরাহর দাদাগিরি। ওর মতো বোলারকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবদিক খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা উচিত। যদিও ওয়ার্কলোডের নামে ঠিক উলটোটা ঘটছে।

সাদা বলের হিসেবে পরিচিত বুমরাহকে টেস্ট আঙিনায় নিয়ে আসেন শাস্ত্রী। বাকিটা ইতিহাস। সেই শাস্ত্রীর দাবি, ‘বুমরাহকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, তার জন্য মস্তিষ্ক থাকা উচিত। তোমরা ওকে সাদা বলের বোলার বানিয়ে ফেলেছ। তাহলে ও কীভাবে লাল বলের বোলার হবে?’

টেস্ট বিপর্যয় নিয়ে শাস্ত্রী এর আগে বলেছিলেন, তিনি হলে ভরাডুবির দায় কোচ হিসেবে নিজে নিতেন। অর্থাৎ, বর্তমান কোচ গম্ভীরের উচিত দায়িত্ব নেওয়া। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে চাপ তৈরি নিয়েও মুখ খোলেন। সতর্ক করেন, রোকোর সঙ্গে যাঁরা পাঙ্গা নেবেন তাঁরা নিজেরাই সমস্যায় পড়বেন।

সিরিজ জিতে রোকোকে নিয়ে বার্তা বিরাটের

‘অবদান রাখতে পেরে খুশি আমি ও রোহিত’

ভাইজ্যাগ, ৬ ডিসেম্বর : দুর্ভাগ্য বিরাট কোহলির! প্রথম দুই ম্যাচে শতরান করেছিলেন। তিন ম্যাচের সিরিজে শনিবাসরীয় নির্ণায়ক দ্বৈরথে ‘হ্যাটট্রিকের’ সুযোগ পেলেনই না! ছন্দে ছিলেন। প্রথম বল থেকে এদিন তারই প্রতিফলন। যদিও শতরানের আগেই থামতে হল।

আসলে দোষ বিরাটের নয়। কিংবা বোলারদের কৃতিত্ব। রোহিত শর্মার আউটের পর যখন ক্রিজে নামেন, তখন শতরানের সময়, সুযোগ কোনওটাই ছিল না। তবে ৪৫ বলে ৬৫ রানের ইনিংসে সমালোচকদের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। ঠান্ডা ঘরে পাঠালেন তাঁর ওডিআই কেরিয়ারে নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলিকেও।

রাঁচিতে ১৩৫। রায়পুরে ১০২। আজ অপরাজিত ৬৫। চল্লিশতম ওভারের পঞ্চম বলে লুঙ্গি এনগিডিকে মারা উইনিং শটে সিরিজে ইতি টানলেন স্বকীয় মেজাজে। তিন ম্যাচে ৩০২ রানের সুবাদে সিরিজ সেরার পুরস্কারে বার্তা পরিষ্কার— যত চাপ, ততই চওড়া বিরাটের ব্যাট। আর যে চওড়া ব্যাটে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপেও দলকে ভরসা জোগাতে চান।

পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠানে যে স্বস্তি নিয়ে বিরাট বলেছেন, ‘আমি খুশি, যেভাবে এই সিরিজে ব্যাট করেছি। একেবারে চাপমুক্ত হয়ে খেলেছি। চেষ্টা করেছি নিজের তৈরি ‘মান’ অনুযায়ী পারফর্ম করতে। গত ২-৩ বছরে যা করতে পারছিলাম না। তবে বিশ্বাস ছিল নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারলে দলকে সাহায্য করতে পারব। দলে অবদান রাখতে চেয়েছি। ভালো লাগছে তা করতে পেরে।’

রান তাড়া করার চ্যালেঞ্জ বাড়তি অক্সিজেন জোগায়। এদিন অবশ্য চাপ আলগা করে দেয় রোহিত শর্মা-যশস্বী জয়সওয়ালের দেড়শো প্লাস যুগলবন্দি। বিরাট আরও জানান, ১৫-১৬ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে নানান ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কখনো-কখনো নিজের ব্যাটিং নিয়ে নার্ভাসও হয়েছেন। কিন্তু তা কাটিয়েও উঠেছেন।

বিরাটের দাবি, লম্বা ক্রিকেট সফর তাঁকে ভালো ব্যাটারের সঙ্গে সঙ্গে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। কোথায় ভুল হচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হয় না। যা দূর করতে বাড়তি পরিশ্রম করেন। আর সেই পরিশ্রমের সুফল যখন দল পায় বাড়তি খুশি দেয়।

তিন ইনিংসের মধ্যে সেরা

শতরান করে ভারতের জয়ের কারিগর যশস্বী জয়সওয়ালকে অভিনন্দন রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরদের। শনিবার।

৪ উইকেট নেওয়া কুলদীপ যাদবকে নিয়ে উচ্ছ্বাস রোহিত শর্মার।

> সিরিজের প্রথম ইনিংসটা সেরা। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলিনি। তবে বাড়তি এনার্জি আমাকে উতরে দিয়েছে। আর আজ জিততে হবে পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদের সেরা খেলাটা বের করে এনেছি।
>
> **বিরাট কোহলি**

হিসেবে বেছে নিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর রাঁচিতে করা ১৩৫-কে। সিরিজ জিতিয়ে বিরাটের গলাতে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে উঠে এলে রোকোর কথাও। বলেছেন, ‘সিরিজের প্রথম ইনিংসটাই সেরা। অস্ট্রেলিয়া সফরের পর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলিনি। তবে বাড়তি এনার্জি আমাকে উতরে দিয়েছে। আর আজ জিততে হবে পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদের সেরাটা বের করে এনেছি। ভালো লাগছে রোহিত এবং আমি এখনও দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পারছি বলে।’

ম্যাচের সেরা যশস্বী জয়সওয়াল। শুভমান গিলের চোটে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে চতুর্থ ম্যাচে প্রথম ওডিআই শতরান। খুশিটা নিয়ে যশস্বীর মন্তব্য, ‘গত দুই ম্যাচে শুরুটা বড় ইনিংসে পরিণত করতে পারিনি। বাউন্ডারির সঙ্গে খুচরো রান নিয়ে এদিন ইনিংসে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেছি। রোহিতভাইয়ের সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলছিলাম। বিরাট-পাজিও আমাকে গাইড করে।’

সিরিজ জিতে লোকেশ রাহুলের মুখে আবার টস জয়ের কথা। বলেছেন, ‘ভালো লাগছিল, বোলারদের ফের কঠিন পরিস্থিতির (শিশিরের মধ্যে রাতে বোলিং) মুখে পড়তে হয়নি। প্রথম দুই ম্যাচে পরে বোলিং সত্যিই খুব কঠিন ছিল। এদিন আগে বোলিংয়ের সুযোগ কাজে লাগাল বোলাররা। প্রসিধ (কৃষ্ণা) মাঝে ২-৩টি উইকেট নিল। তারপর কুলদীপ (যাদব)।’

বাজবল ভুলে বাঁচার লড়াই ইংল্যান্ডের

স্টার্কের অলরাউন্ড শোয়ে জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ড-৩৩৪ ও ১৩৪/৬
অস্ট্রেলিয়া-৫১১
(তৃতীয় দিনের শেষে)

ব্রিসবেন, ৬ ডিসেম্বর : গোলাপি বল বরাবরই তাঁর প্রিয়।

হাতে গোলাপি বল মানে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি। ব্রিসবেনের গাব্বায় চলতি দিনরাতের গোলাপি বলের টেস্টেও মিচেল স্টার্কের যে দাপট অব্যাহত। প্রথম ইনিংসে হাফডজন উইকেট। জো রুটের সেঞ্চুরির পরও ইংল্যান্ডের স্কোরকে সাড়ে তিনশোর মধ্যে আটকে রাখেন।

আজ তৃতীয় দিনেও স্টার্কের ঝলক। তবে বল নয়, ব্যাট হাতে! নয় নম্বরে খেলতে নেমে ৭৭ রানের দুরন্ত ইনিংস উপহার দিলেন। স্টার্কের যে ব্যাটিং দাপটের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া পাঁচশো পার। ১৭৭ রানের বড়সড়ো লিড এনে দিয়ে ইংল্যান্ডকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে অজিরা।

চাপের মুখে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে খোড়াচ্ছে বেন স্টোকসের দল। তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ড ১৩৪/৬। ইনিংস হার বাঁচাতে এখনও দরকার ৪৩। জ্যাক ক্রলি (৪৪) বাদ দিলে টপঅর্ডার ব্যর্থ দলকে ভরসা জোগাতে। প্রথম ইনিংসে শতরানকারী জো রুটকে (১৫) ফিরিয়ে বড় ধাক্কা দেন স্টার্ক। ব্যাটের কানায় লেগে বল উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির হাতে দস্তানায়। কিছুটা অবাক করে রিভিউ নিলেও রেহাই পাননি রুট।

দিনের খেলার শেষদিকে জেমি স্মিথকে (৪) আউট করে চাপ আরও বাড়িয়ে দেন স্টার্ক। স্কট বোল্যান্ড (২/৩৩), মাইকেল নেসেরও (২/২৭) প্রত্যাশাপূরণে ভুলচুক করেননি। অজি পেস-ত্রয়ীর ধাক্কায় বাজবল উধাও। প্রথম থেকেই কার্যত ম্যাচ বাঁচানোর লড়াই ইংল্যান্ডের। যদিও সেই লক্ষ্যেও সাফল্য পাননি বেন ডাকেট (১৫), ওলি পোপ (২৬), হ্যারি ব্রুক (১৫), বেন স্টোকসরা (৪)।

তৃতীয় দিনের নায়ক অবশ্য ব্যাটার স্টার্ক! ৩৭৮/৬ স্কোর থেকে এদিন খেলা শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। দ্রুত ফেরেন মাইকেল নেসের (১৬)। চারশো পেরোনোর পর সাজঘরে গতকালের পরাজিত ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারিও (৬৩)। অস্ট্রেলিয়া ৪১৬/৮। ৮২ রানের লিড, যা ১৭৭-এ পৌঁছে দেন স্টার্কের ব্যাটিং দাপটে!

গত ১০১ টেস্টে এগারোবার হাফ সেঞ্চুরি করেছেন স্টার্ক। এদিন আড়াই ঘণ্টা ক্রিজে কাটিয়ে ১৪১ বলে ৭৭। ইনিংসে ১৩টি বাউন্ডারি। যার সুবাদে মিচেল জনসনের পর (২০১৩-১৪) দ্বিতীয় অস্ট্রেলীয় হিসেবে অ্যাসেজে ইনিংসে ৫ উইকেট এবং হাফ সেঞ্চুরির নজির। স্কট বোল্যান্ডকে (অপরাজিত ২৩) নিয়ে নবম উইকেটে ৭৫ রান যোগ করেন স্টার্ক।

> সঠিক জায়গায় বল রাখার চেষ্টা করেছি আমরা। ওরা শট খেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনায় বদ্ধপরিকর ছিলাম। স্টার্সি (স্টার্ক) অসাধারণ ব্যাট করল। শেষদিকে আমরা চেষ্টা করছি লিডটাকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেওয়ার। -স্কট বোল্যান্ড

স্টার্কের ব্যাটে-বলে তৈরি চাপ বজায় রেখে আরও একটা গোলাপি বলের টেস্ট জয়ের পথে ক্যাঙারু ব্রিগেড। দিনের শেষে ১৩৪/৬ ইংল্যান্ড। কাল দ্রুত বাকি চার উইকেট তুলে সিরিজে ২-০ এগিয়ে যাওয়া লক্ষ্য অস্ট্রেলিয়ার। দিনের খেলা শেষে বোল্যান্ড বলেন, ‘সঠিক জায়গায় বল রাখার চেষ্টা করেছি আমরা। ওরা শট খেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনায় বদ্ধপরিকর ছিলাম। স্টার্সি (স্টার্ক) অসাধারণ ব্যাট করল। শেষদিকে আমরা চেষ্টা করছি লিডটাকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নেওয়ার।’

৭৭ রানের ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দিলেন মিচেল স্টার্ক। ব্রিসবেনে শনিবার।

টি২০ সিরিজে খেলতে পারবেন শুভমান

বেঙ্গালুরু, ৬ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জয়ের দিনেই বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে সুখবর এসেছে ভারতীয় দলের জন্য। ইডেন গার্ডেন্সে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের সময় শুরু হওয়া ঘাড়ের যন্ত্রণা সারিয়ে শুভমান গিল টি২০ সিরিজ খেলার মতো ফিটনেস ফিরে পেয়েছেন। গত ১ ডিসেম্বর থেকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব চলছিল শুভমান গিলের। সেখানে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ফিজিও কমলেশ জৈন, স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লা রু ও স্পোর্টস ডিরেক্টর চার্লসের অধীনে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া চলছিল। সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের এক আধিকারিক শনিবার সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, ‘শুভমানের রিহ্যাব সম্পন্ন হয়েছে। তিন ফরম্যাটে খেলার জন্য যে ফিটনেস প্রয়োজন, এই মুহূর্তে সেটা ওর আছে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ খেলার অনুমতি ওকে দেওয়া হয়েছে।’ টি২০ সিরিজের দল ঘোষণার সময় ফিটনেস শর্তে কুড়ির দলের সহ অধিনায়ক শুভমানকে স্কোয়াডে রাখা হয়। সেই যোগ্যতামান তিনি অর্জন করায় মঙ্গলবার কটকে প্রথম টি২০ ম্যাচ থেকেই ভারতীয় দলে তাঁকে দেখা যাবে বলে জানা গিয়েছে।

শ্রেয়স আইয়ারের জন্মদিনে এই ছবি পোস্ট করলেন বোন শ্রেষ্ঠা। শনিবার।

নিজের রেস্তোরাঁয় মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, অভিমন্যু ঈশ্বরণদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। হায়দরাবাদে শনিবার।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ডুবল বাংলা

হায়দরাবাদ, ৬ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পুদুচেরির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যাটিং বিপর্যয়। যার ফলে ৮১ রানে হার বাংলার।

এদিন টসে জিতে পুদুচেরিকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠায় বাংলা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অধিনায়ক আমন খানের (৭৫) দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ভর দিয়ে ৫ উইকেটে ১৭৭ রান সংগ্রহ করে পুদুচেরি। বাংলার হয়ে দুরন্ত বোলিং করেন মহম্মদ সামি। তিনি ৩৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট

> **সৈয়দ মুস্তাক আলি**

দখল করেন। ৫৩ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া কোনও উইকেট না পেলেও রান দানে বেশ কৃপণতা দেখিয়েছেন আকাশ দীপ।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিংয়ে ধস নামে বাংলার। জয়ন্ত যাদব ও সিদাক সিংয়ের বোলিংয়ের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখায় তাদেরকে। ব্যাট হাতে ব্যর্থ অভিষেক পোড়েল (১১), অভিমন্যু ঈশ্বরণ (১২), সুদীপ ঘরামীর (৫) মতো ব্যাটাররা। একমাত্র করণ লাল (৪০) ছাড়া কেউ পুদুচেরির বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। জয়ন্ত ২৮ রানে ৪টি ও সিদাক ৯ রানে ৩টি উইকেট পান।

এদিন হারের পর হরিয়ানার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচটা একপ্রকার নকআউট ম্যাচ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার কাছে। কারণ অঙ্ক বলছে, এই ম্যাচের জয়ী দল নকআউটে যাবে।

এদিকে, মুস্তাক আলির অপর ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ৮ রানে হেরেছে বরোদা। প্রথমে যশবর্ধন দালাল (৫৭) ও পার্থ বৎসের (৪১) সৌজন্যে ৭ উইকেটে ১৭৪ রান করে হরিয়ানা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেটে ১৬৬ রানের বেশি করতে পারেনি বরোদা।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয় পেয়েছে মুম্বই। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১২১ রানেই শেষ হয় ছত্তিশগড়ের ইনিংস। শার্দুল ঠাকুর ৩ উইকেট পান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আয়ুষ মাত্রে (৬৯) ও আজিঙ্কা রাহানের (৪০) দাপটে ২ উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয় মুম্বই।

গ্রিভসের দ্বিশতরান, ড্র ক্যারিবিয়ানদের

নিউজিল্যান্ড-২৩১ ও ৪৬৬/৮ ডি.
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-১৬৭ ও ৪৫৭/৬

ক্রাইস্টচার্চ, ৬ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রয়োজন ছিল ৫৩১ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে বিপক্ষের ১০ উইকেট তুলতে কিউয়িদের হাতে ছিল প্রায় দুইদিন। এই পরিস্থিতি থেকে ক্যারিবিয়ানরা টেস্ট বাঁচিয়ে নেবেন এমনটা প্রায় কেউই আশা করেননি। পেসার হিসেবে পরিচিতি থাকা কেমার রোচকে (অপরাজিত ৫৮) নিয়ে অবিচ্ছিন্ন সপ্তম উইকেটে ৬৮.১ ওভারে ১৮০ রান যোগ করে সেটাই বাস্তব করলেন জাস্টিন গ্রিভস। ক্যারিবিয়ানদের এই পেসার অলরাউন্ডার খেলায় দাঁড়ি পড়ার সময় ২০২ রানে অপরাজিত ছিলেন। যার সুবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৪৫৭ রান করে। ৭২ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর তাদের হয়ে লড়াইটা শুরু করেন শাই হোপ (১৪০)। ৩ উইকেট নিয়েছেন জ্যাকব ডাফি। এই ড্রয়ের সুবাদে টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্টের খাতা খুলল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

তিন মাস পর ইপিএলে হার আর্সেনালের

বার্মিংহাম, ৬ ডিসেম্বর : ৩১ অগাস্টের পর ৬ ডিসেম্বর। প্রায় তিন মাসেরও বেশি সময় পর হারের মুখ দেখল আর্সেনাল। এদিন প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে তাদের ২-১ গোলে বশ মানাল অ্যাস্টন ভিলা। ৩৬ মিনিটে এক গোলে এগিয়ে যায় অ্যাস্টন ভিলা। ৫২ মিনিটে গোল করে মিকেল আর্তেতার দলকে সমতায় ফেরান লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ম্যাচ যেভাবে এগোচ্ছিল মনে হয়েছিল এদিন ভিলার মাঠ থেকে

> **জিতল ম্যান সিটি, ড্র চেলসির**

অন্তত এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরবে গানাররা। কিন্তু শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে সব হিসেব বদলে দেয় অ্যাস্টন ভিলা। সংযুক্তি সময়েরও একেবারে শেষদিকে ফের গোল হজম করে আর্সেনাল।

এই হারের ফলে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে থাকা দলের সঙ্গে আর্সেনালের ব্যবধান আরও কমল। চলতি প্রিমিয়ার লিগে এটি আর্তেতার দলের দ্বিতীয় হার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৮ ম্যাচ পর পরাজয়ের স্বাদ পেল আর্সেনাল।

হারের হতাশায় ভেঙে পড়েছেন ডেকলান রাইস।

এদিকে, সান্ডারল্যান্ডের বিরুদ্ধে লিগের ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে। ৩১ মিনিটে রুবেন ডায়াস এগিয়ে দেন তাদের। ৪ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়ান জসকো ভার্ডিওল। তাদের তৃতীয় গোলটি ফিল ফোডেনের।

চেলসি ও বোর্নমাউথ এএফসি-র খেলাটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

বড় জয় বায়ার্নের

স্টুটগার্ট, ৬ ডিসেম্বর : বুন্দেশলিগায় অপরাজিত দৌড় বজায় রাখল বায়ার্ন মিউনিখ। ভিএফবি স্টুটগার্টকে ৫-০ গোলে তারা বিধ্বস্ত করে। ১১ মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন কোনরাড লাইমার। ৬৬ মিনিটে তাদের দ্বিতীয় গোলটি করেন হ্যারি কেন। পরে পেনাল্টি থেকে তিনি নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন। ৮৮ মিনিটে কেন নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। মাঝে বায়ার্নের হয়ে স্কোরকার্ডে নাম তোলেন জোসিপ স্টানিসিচও।

মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা

সংযুক্তির চুক্তিপত্র দেখানোর দাবি তুললেন সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : মোহনবাগান ক্লাবের কোম্পানির সঙ্গে ক্যালকাটা গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস প্রাইভেট লিমিটেডের (কেজিএসপিএল) সংযুক্তির চুক্তিপত্র দেখানোর দাবি উঠল ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায়।

শনিবার মোহনবাগান ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই মোহনবাগান ক্লাবের যে কোম্পানি ছিল তার সঙ্গে কেজিএসপিএলের সংযুক্তির চুক্তিপত্র দেখতে চাওয়ার দাবি তুলেছিলেন সদস্যরা। তবে উত্তরে ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বসু জানিয়েছেন, চুক্তিপত্রে কিছু গোপনীয় ক্লজ থাকায় এটি দেখানো সম্ভব নয়।

এদিন বার্ষিক সাধারণ সভায় ইরান খেলতে না যাওয়া নিয়ে একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় ক্লাবকর্তাদের। এই প্রসঙ্গে ক্লাবের বাইরে ব্যানার নিয়েও বিক্ষোভ দেখান বেশকিছু সমর্থক। এছাড়াও নিজেদের মাঠে কলকাতা লিগের ম্যাচ খেলার দাবি ওঠে ক্লাবের বার্ষিক সভায়। সেই দাবি মেনেই আইএফএ এর সঙ্গে কথা বলেন ক্লাবকর্তারা। আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী বছর মোহনবাগান মাঠে ফ্লাড লাইটে কলকাতা লিগের ম্যাচ হবে।

যে সমস্ত ব্যক্তি ৫০ বছর ধরে মোহনবাগান ক্লাবের সদস্য রয়েছেন, তাঁদের আর সদস্যপদ নবীকরণের খরচ লাগবে না। এদিন সভায় এই বিষয়টি অনুমোদন করেন ক্লাব সদস্যরা। সেইসঙ্গে সভায় ঘোষণা করা হয়, মৃত সদস্যদের আত্মীয়রা উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে মেম্বারশিপ কার্ড নিজেদের নামে করতে পারবেন। সদস্যদের দাবি মেনে এআইএফএফ-এর ওয়েবসাইটে মোহনবাগানের জন্মসাল যোগ করার কথা জানিয়ে চিঠি দিচ্ছে ক্লাব।

এদিকে সভার শেষে মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষ থেকে সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সন্দেশের অভাব ভোগাতে পারে গোয়াকে

কোচ না থাকলেও ছক তৈরি আছে সাউলদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : শেষ তিন বছরের মধ্যে দুইবার ফাইনালে! ফের একবার কি এশিয়ান টুর্নামেন্টে যাওয়ার দরজা খুলে ফেলতে পারবে ইস্টবেঙ্গল?

কার্লেস কোয়াদ্রাতের সময় ট্রফি জয় নিশ্চিতভাবেই বাঁধনহারা করেছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের। কারণটা পরিষ্কার। লম্বা সময় পর সর্বভারতীয় ট্রফি জয় যেন বুকে চেপে থাকা কষ্ট এক ধাক্কায় লাঘব করেছিল ওই জয়। এবার সেখানে মাত্র দুই মরশুমের মধ্যে ফের ট্রফি ঘরে তোলার হাতছানি। সঙ্গে রয়েছে এএফসি-র টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগও। ফলে এই একটা দিন আশা-আশঙ্কায় দোদুল্যমান অবস্থায় কাটবে কোচ-ফুটবলার থেকে সমর্থক, সবারই। তখনকার সঙ্গে মিলও যথেষ্ট। কোয়াদ্রাতের দল ফাইনাল খেলেছিল ওড়িশা এফসি-র বিপক্ষে ভুবনেশ্বরেই। এবারও এফসি গোয়ার সঙ্গে ম্যাচটা গোয়ার মাটিতেই। সেবারের দলে থাকা একমাত্র সাউল ক্রেসপোই আছেন এবারেও। তিনি যদি চ্যাম্পিয়ন লাক সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামেন, এমন আশাও থাকবে। সাউল নিজেও বলছিলেন, 'আগেরবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। আশা করছি, এবারও পারব দলকে ট্রফি এনে দিতে।' এর বাইরে বোধহয় তেমন কোনও মিল নেই দুই বছরের ব্যবধানে। বাকি বিদেশিরা এবং কোয়াদ্রাত তো কবেই বিদায় নিয়েছেন। নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ অবশ্য এই ম্যাচে থেকেও নেই। সেমিফাইনালে মার্চিং অর্ডার হওয়ায় তাঁকে গ্যালারিতেই বসতে হবে। যদিও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিনো জর্জ বলে গেলেন, 'প্রতিটি ম্যাচের আলাদা আলাদা পরিকল্পনা থাকে। কোচের ডাগ আউটে না থাকা একটা বড় সমস্যা ঠিকই। কিন্তু মাঠের বাইরে থেকে ফাইনালের পরিকল্পনাটা অস্কারই করেছে। কীভাবে এফসি গোয়ার মতো দলের বিপক্ষে খেলতে হবে তা ভিডিও সেশনে বোঝানো হয়েছে। তাই আমরা ওই সব নিয়ে আর ভাবছি না। এখন কাপ জিতে ঘরে ফেরানোই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।' হামিদ আহদাদ কী অবস্থায় আছেন, খেলতে পারবেন কিনা তা লুকিয়েই রাখলেন বিনো। এর বাইরে দলে তেমন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। ম্যাচটা যেহেতু সন্ধ্যায়, ফলে গরমের হাত থেকে একটু রেহাই পাবেন ফুটবলাররা। যা হিরোশি ইবুসুকির মতো ফুটবলারকে স্বস্তি দেবে।

> প্রতিটি ম্যাচের আলাদা আলাদা পরিকল্পনা থাকে। কোচের ডাগ আউটে না থাকা একটা বড় সমস্যা ঠিকই। কিন্তু মাঠের বাইরে থেকে ফাইনালের পরিকল্পনাটা অস্কারই করেছে। কীভাবে এফসি গোয়ার মতো দলের বিপক্ষে খেলতে হবে তা ভিডিও সেশনে বোঝানো হয়েছে। তাই আমরা ওই সব নিয়ে আর ভাবছি না। এখন কাপ জিতে ঘরে ফেরাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। -বিনো জর্জ

লাল-হলুদের দুর্গ বাঁচাতে তৈরি হচ্ছেন শেষপ্রহরী প্রভসুখান সিং গিল। ফতোরদায় শনিবার।

অনুশীলনের ফাঁকে জিরিয়ে নিচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের নাওরেম মহেশ সিং, মহম্মদ বসিম রশিদ, সৌভিক চক্রবর্তীরা।

সুপার কাপ

আজ ফাইনাল

এফসি গোয়া বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : ফতোরদা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস খেল ও জিওহটস্টার

সেমিফাইনালের মতো ফাইনালেও নেই সন্দেশ ঝিংগান। এটা অবশ্যই ইস্টবেঙ্গলের সুবিধা। তবু ফতোরদার জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এগিয়ে থেকেই নামবে মানোলো মার্কুয়েজের দল। আগেরদিন মুম্বই সিটি এফসি-র মতো দলকে হারানোর পরও বিরক্ত দেখিয়েছে মানোলোকে। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর দলের গা-ছাড়া মনোভাব তাঁর পছন্দ হয়নি বলে জানান, 'সেমিফাইনালে দ্বিতীয়ার্ধে আমার দলের পারফরমেন্স অত্যন্ত খারাপ। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে অনেক উন্নতি করতে হবে।' নিশ্চিতভাবেই মাঝের দুইদিন তিনি এই সব নিয়েই কাজ করেছেন। এমনিতেই ঘরের মাঠে গ্যালারির সমর্থনটা পাবেন তাঁরা। তবে যা খবর তাতে মোটামুটি সংখ্যায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকও পৌঁছে যাচ্ছেন গোয়াতে। গোয়া আরও একটা জায়গায় এগিয়ে আছে। গত চার-পাঁচ মাস তারা এশিয়ার সেরা দলগুলির বিপক্ষে খেলে নিজেদের মানও বাড়িয়ে নিয়েছে অনেকটা। যা তাদের সুপার কাপ ফাইনালে অনেকটাই সাহায্য করবে। সাউল অবশ্য প্রকাশ্যে বলছেন, 'এটা ওদের কাছে অতিরিক্ত পয়েন্ট বলতে পারেন। কিন্তু আমরা গত এক সপ্তাহ যা ট্রেনিং করেছি তাতে না জেতার কারণ নেই।'

আইএসএল হবে কি হবে না, এই পরিস্থিতিতে এখন এই সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এশিয়া পর্যায়ে যাওয়ার জন্য ঝাঁপাবে দুই দলই। ইস্টবেঙ্গলের গোলিয়াথ হওয়ার দিকে তাকিয়ে এখন আপামর ইস্টবেঙ্গলিরা।

ব্রাজিলের লড়াই সহজ নয় : ব্যারেটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : এবার ফিফা বিশ্বকাপে সহজ গ্রুপে রয়েছে ব্রাজিল। তবু কোনও দল যদি চমক দেয় অবাক হবেন না হোসে ব্যারেটো।

বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) ফ্র্যাঞ্চাইজি হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের হেডকোচের দায়িত্বে রয়েছেন মোহনবাগানের প্রাক্তন ব্রাজিলীয় তারকা ব্যারেটো। রবিবার বিএসএল-এর ওই দলটির সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সেখানে বিশ্বকাপ এবং ব্রাজিলের গ্রুপের প্রসঙ্গ উঠতেই ব্যারেটোর জবাব, 'গ্রুপ দেখে ভাববেন না ব্রাজিলের লড়াইটা খুব সহজ হবে।' এরপর সবুজ তোতা যা বললেন তা অবশ্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যারেটোর কথায়, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপে কোনও গ্রুপকেই সহজ বলা যায় না। বিশেষত যেখানে মরক্কো, স্কটল্যান্ডের মতো দেশ রয়েছে।'

> কোনও দলকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু এখন সব তথ্য সবার হাতে। বিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা অজানা থাকে না। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ব্রাজিলের শক্তি আছে, নাম আছে। দিনের শেষে ব্রাজিল তো ব্রাজিলই।
>
> **হোসে ব্যারেটো**

২০২২ বিশ্বকাপে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে সেমিফাইনালে উঠে এসেছিল মরক্কো। সেই রেশ ধরেই ব্যারেটো বলছিলেন, 'কোনও দলকেই হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। আমরা ভয় পাচ্ছি না। কিন্তু এখন সব তথ্য সবার হাতে। বিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা অজানা থাকে না। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ব্রাজিলের শক্তি আছে, নাম আছে। দিনের শেষে ব্রাজিল তো ব্রাজিলই।'

এদিকে বিএসএল-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের জার্সি উন্মোচন হল এদিন। হেড কোচ ব্যারেটো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার অ্যালভিটো ডি কুনহা, রহিম নবি, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত ও অন্যরা। হাওড়া-হুগলি দলের অধিনায়ক হলেন মোহনবাগানের প্রাক্তন গোলরক্ষক অভিলাষ পাল। এছাড়াও দলে রয়েছেন শেখ সাহিল, আজহারউদ্দিন মল্লিকের মতো কলকাতার বড় ক্লাবে খেলা একাধিক ফুটবলার।

সেমিফাইনালে শ্রীজেশের ভারত

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর : রুদ্ধশ্বাস জয়। যুব হকি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত। কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী বেলজিয়ামকে শুটআউটে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে পিআর শ্রীজেশের প্রশিক্ষণাধীন ভারতের অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। শেষ আটের ম্যাচে শুরুতে ১ গোলে পিছিয়ে পড়ে ভারত। এরপর নির্ধারিত সময় ম্যাচের ফল ২-২। টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে গোল করেন অধিনায়ক রোহিত ও শারদা তিওয়ারি। এরপর শুটআউটে জোড়া সেভ করে ভারতের জয়ের নায়ক গোলরক্ষক প্রিন্স দীপ সিং। রবিবার সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ জার্মানি।

উইমেন্স লিগের জন্য জমা পড়ল দরপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগের বাণিজ্যিক অধিকার হস্তান্তরের জন্য দরপত্র প্রকাশ করেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তার জন্য একটি মাত্র দরপত্র জমা পড়েছে। উইমেন্স লিগ আয়োজনের জন্য এগিয়ে এসেছে ক্যাপ্রি স্পোর্টস। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ টি২০ টুর্নামেন্টের ফ্র্যাঞ্চাইজি ইউপি ওয়ারিয়ার্স ও মুম্বইয়ের একটি মহিলা ফুটবল দলের মালিকানা রয়েছে এই সংস্থার দখলে।

এআইএফএফ-এর বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটি ক্যাপ্রি স্পোর্টসের দরপত্রের মূল্যায়ন করবে। তা সন্তোষজনক হলে আগামী পাঁচ বছরের জন্য আইডব্লিউএলের বাণিজ্যিক অংশীদার হিসাবে ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে ওই সংস্থা।

ট্রায়ালে ডাক রাজরূপকে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় দলের হয়ে নজরকাড়া গোলরক্ষক রাজরূপ সরকারকে সন্তোষ ট্রফির ট্রায়ালে ডাকলেন কোচ সঞ্জয় সেন। তবে বাংলার এই উদীয়মান গোলরক্ষকের ট্রায়ালে যোগ দেওয়া বিষয়টি নির্ভর করছে তাঁর দল জিক্স অ্যাকাডেমির ওপর। সেখান থেকে ছাড়পত্র এলে সন্তোষের ট্রায়ালে যোগ দেবেন তিনি। এদিকে মাঠ সমস্যার জন্য দু'দিন সন্তোষের ট্রায়াল বন্ধ রয়েছে। সোমবার থেকে যুবভারতীতে ফের ট্রায়াল শুরু হবে।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **অপরেশ দাস রায় ও সংহিতা দাস রায় (মাসি ও মেসো) :** আজ তোমাদের 40 তম বিবাহবার্ষিকীতে অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, ভালো ও সুস্থ থেকো তোমরা। – **মৌসুমী কুণ্ডু (রুদ্র) মামনি, (শিলিগুড়ি)।**

☺ **বিশ্বনাথ কর্মকার ও মঞ্জু কর্মকারের** ৫০ তম বিবাহবার্ষিকী ৭ই ডিসেম্বর রবিবার ২০শে অগ্রহায়ণ, তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি রইলো।
কর্মকার পরিবার, হলদিবাড়ী, পূর্বপাড়া, কোচবিহার।

ফাইনালে এসএসএসি, রাজাভাতখাওয়া

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর : জংশন ইয়ুথ বয়েজের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠে উইন্টার ফুটবল কাপে ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল ভিএনসিএফসি, কোচবিহারের এসএসএসি, মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি জুনিয়ার এবং সকার ইলেভেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ভিএনসিএফসি ২-০ গোলে হারিয়েছে গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। পরে এসএসএসি টাইব্রেকারে ২-১ গোলে জিতেছে মর্নিং বয়েজের বিরুদ্ধে। তৃতীয় কোয়ার্টারে মর্নিং জুনিয়ার ১-০ গোলে হারায় মর্নিং সকারকে। শেষ কোয়ার্টারে সকার ক্লাব টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে আশুতোষ ক্লাবের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি।

অন্যদিকে, মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে উঠল কোচবিহারের এসএসএসি এবং রাজাভাতখাওয়া। এসএসএসি ২-১ গোলে হারায় মর্নিং গার্লস ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রাজাভাতখাওয়া টাইব্রেকারে ২-০ গোলে জিতেছে বনচুকামারীর বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

উত্তরের খেলা

জলপাইগুড়ি দল ঘোষণা

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের দুই-দিবসীয় আন্তঃ জেলা ক্রিকেটের জন্য দল ঘোষণা করল জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা। জলপাইগুড়ির দুইটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে। ৯-১০ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুর এবং ১২-১৩ ডিসেম্বর মালদার বিরুদ্ধে দুইটি ম্যাচের জন্য জেলা দলে রয়েছে শিবম ঝা, কৌস্তভ ভট্টাচার্য, আমানত আলি, আনন্দ দাস, রাহুল সাহা, অভিষেক ভারতী, দীপায়ন বর্মন, উৎস প্রধান, শিবমকুমার সাহা, আবির ঘোষ, রোহিত রায় বাসুনিয়া, তুষার গুহ, রানা রাজবংশী, রৌনক দাস ও নিবিরকুমার রায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থা জানিয়েছে, দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে যাচ্ছেন শিলাদিত্য মিত্র।

ওডিআই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে জয়ের পর ট্রফি হাতে উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের। ভাইজ্যাগে।

রোকোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে : গম্ভীর

ভাইজ্যাগ, ৬ ডিসেম্বর : চাপে থাকলেও মেজাজে রাশ টানতে একেবারেই রাজি নন গৌতম গম্ভীর। ওডিআই সিরিজ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনেও স্বমেজাজে পাওয়া গেল হেডকোচকে। নিশানায় টেস্ট দলের কোচের পদ থেকে গম্ভীরকে ছাঁটাইয়ের দাবি তোলা দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল।

কখনও আবার প্রশংসা ভরিয়ে দিলেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিকে। বলেছেন, 'ওরা দুইজনে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। সেই অভিজ্ঞতার

ক্ষমা চাইলেন কনরাড

প্রতিফলন এই সিরিজেও দেখা গিয়েছে। এতদিন ধরে রান করে আসছে। আশা করি, আগামীদিনেও ওরা তা বজায় রাখবে। ওডিআই বিশ্বকাপের এখনও দুই বছর বাকি। এখনই এই সব নিয়ে ভাবছি না।'

টেস্ট সিরিজ হারের ক্ষতে প্রলেপের স্বস্তি নিয়ে ভারতীয় দলের হেডকোচ বলেছেন, 'দেখুন প্রচুর কথা হয়েছে, হচ্ছেও। কারণ ফলাফল আমাদের পক্ষে আসছিল না। তবে সবচেয়ে অবাক লাগছিল, কেউ একবারের জন্য উল্লেখ করেনি প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে আমরা অধিনায়ককে (শুভমান গিল ব্যাট করেনি চোটের জন্য) পাইনি। যার প্রভাব পড়েছিল। অজুহাত দিচ্ছি না। কিন্তু সবার সামনে সঠিক বিষয় তুলে ধরাও উচিত।'

এরপর পার্থ জিন্দালকে নাম না করেই আক্রমণ। গম্ভীরের তোপ, 'পিচ নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। আরও অনেক কথাবার্তা, বিতর্ক। কোথা থেকে এইসব উঠছিল জানি না। ক্রিকেটের সঙ্গে যাদের লেনাদেনা নেই, তারাও বলছিল। এক আইপিএল দলের মালিক (পড়ুন পার্থ জিন্দাল) তো লিখেই দিলেন, প্রতিটি ফর্ম্যাটে পৃথক কোচ দরকার। আমাকে যা বেশ অবাক করেছে। কারণ সবার উচিত নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকা। আমরা ক্রিকেটাররা যদি অন্য বিষয়ে নাক না গলাই, তাদেরও অধিকার নেই আমাদের বিষয়ে নাক গলানোর।'

বিতর্ক সরিয়ে এদিন টস জয়কে গুরুত্ব দিলেন গম্ভীর। বলেছেন, '২০ নাকি ২১টা ম্যাচে টানা টসে হেরেছি, এইসব জানি না। তবে কোচ হিসেবে আমার ওডিআই কেরিয়ারে প্রথম টসে জয়, যা ম্যাচ জেতার মতোই খুশির।' যশস্বী জয়সওয়ালকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। গম্ভীরের কথায়, তরুণ বাঁহাতি ওপেনারের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন চলে না। সবে চতুর্থ ওডিআই ম্যাচ। কিন্তু দারুণভাবে ম্যাচের টেম্পো অনুযায়ী ব্যাটিং করল।

অপরদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার হেডকোচ কনরাড শুকরি নিজের 'ভারতকে পায়ের নীচে রাখতে চাই' মন্তব্য নিয়ে এদিন ক্ষমা চাইলেন। স্বীকার করে নেন, কথা বলার সময় শব্দচয়নে আরও সাবধানী হওয়া উচিত ছিল। সাংবাদিক সম্মেলনে কনরাডের মন্তব্য, 'কাউকে আঘাতের উদ্দেশ্যে এই কথা বলিনি। বলতে চেয়েছিলাম, ভারতকে ফিল্ডিংয়ে (দ্বিতীয় টেস্টে) লম্বা সময় মাঠে রেখে ওদের কাজটা কঠিন করে দিতে।'

বাড়াবাড়ি ট্রাম্পকে নিয়ে, প্রশ্নে ফিফা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর : ড্র হতেই ফিফার কার্যাবলি আবারও একবার আতশ কাচের নীচ। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল রবিবার। কিন্তু একইসঙ্গে আমেরিকা বিশ্বকাপের প্রথম ইভেন্টেই যেভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো, সেই নিয়েও উঠে গেল প্রশ্ন। বিশ্বের বহু সংবাদমাধ্যম বলছে, এই ড্রয়ের ইভেন্টে বিশ্বকাপে যোগদানকারী দেশ এবং প্রাক্তন তারকা ফুটবলারদের ছাপিয়ে একজনই মঞ্চ অধিকার করে থাকলেন

বিশ্বকাপ ফাইনাল নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে

কীভাবে? এমনকি ট্রাম্পের জন্যই যে ফিফা প্রথমবারের জন্য ফিফা পিস প্রাইজ চালু করেছে, এমন কথাও বলা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। ট্রাম্প অবশ্য এই পুরস্কারটা পেয়ে সত্যিই উচ্ছ্বসিত। তিনি বলে দেন, 'আমার জীবনের অন্যতম সেরা সম্মান এই পুরস্কার। আমি আর জিয়ান্নি আলোচনা করছিলাম যে আমরা কীভাবে কোটি কোটি জীবন বাঁচিয়েছি। আমরা আটটা যুদ্ধ থামিয়েছি। তবে সামনে নয় নম্বরটা আসছে।' এখানেও বিতর্ক। আসলে তিনি ভেনেজুয়েলায় সেনা পাঠানো প্রসঙ্গেই এই নয় নম্বর যুদ্ধের কথা বলেন। নিজের দেশের কথা বলতে গিয়েও কিছুটা বিতর্ক তৈরি করলেন যখন আমেরিকা আগে 'মৃত দেশ ছিল' বলে দেন। বিশ্বকাপ আয়োজনের কথা বলতে গিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের এটা একটা মৃত দেশ ছিল। এখন উষ্ণতম (হটেস্ট) দেশ।' তিনি যখন বলেন, 'আমার কোনও পুরস্কারের দরকার নেই। শুধু শান্তি চাই,' তখন দর্শকসনে অনেকের মুখেই মুচকি হাসি। এই পর্বটাই ছিল ড্রয়ের সবথেকে লম্বা সময় ধরে চলা অংশ। রিও ফার্দিনান্দ সঞ্চালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে হল ছিমছাম সুন্দর অনুষ্ঠান।

এবার ড্রয়ে একটা জিনিস নিশ্চিত করা হয়, সেটা হল মোটামুটিভাবে কোনও বড় দল যেন ৪৮ থেকেই ছিটকে না যায়। ফলে প্রায় সব গ্রুপে একটিই, ২-১টি গ্রুপে দুইটি বড় দলকে দেখা যাবে। একমাত্র ইংল্যান্ডের গ্রুপে ক্রোয়েশিয়া বা ঘানা এবং পর্তুগালের গ্রুপে কলম্বিয়া বা উজবেকিস্তান ছাড়া সেভাবে পট ওয়ানে থাকা দেশগুলি ঝামেলায় পড়ার মতো প্রতিপক্ষ তেমন পায়নি। তবে এরপরেও যে কোনও নতুন দেশ আচমকা উঠে আসবে না, সেই কথা কে বলতে পারে! এবারের বিশ্বকাপে ৪৮ দেশ থাকায় সময়কালও কিছুটা বেড়েছে। ১১ জুন শুরু হয়ে ১৯ জুলাই হবে ফাইনাল। প্রথমদিন গ্রুপ 'এ'র দুটো ম্যাচ থাকবে মেক্সিকো সিটি স্টেডিয়াম ও এস্তাদিও গুয়াদালহারা স্টেডিয়ামে। মেক্সিকোকে দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ১২ জুন আবার একইসঙ্গে টরোন্টো স্টেডিয়াম ও লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে খেলবে আরও দুই আয়োজক দেশ কানাডা ও আমেরিকা। ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ ১৩ জুন, সেখানে ১৬

ফিফা পিস প্রাইজের পদক নিজেই গলায় পরে নিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যা দেখে অবাক জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোও।

জুনের আগে মাঠে নামছে না গতবারের চ্যাম্পিয়ন অর্জেন্টিনা। রানার্স ফ্রান্সও শুরু করবে ওই একইদিনে। পরদিন মাঠে নামবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। রাউন্ড অফ ৩২-এর খেলা শুরু হবে ২৯ জুন থেকে। যা ৪ জুলাই শেষ হয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হয়ে যাবে পরদিন থেকে। ১০ থেকে ১২ জুলাইয়ের মধ্যে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল রাখা হয়েছে। ১৫ ও ১৬ জুলাই দুই সেমিফাইনাল। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে মেগা ফাইনাল। তিন দেশ মিলিয়ে মোট ১৬টা মাঠে হতে চলেছে এবারের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি। যার মধ্যে মেক্সিকোয় তিন এবং কানাডায় থাকছে দুটি স্টেডিয়াম। সবমিলিয়ে আগামী গ্রীষ্মে আবারও জমজমাট ফুটবল-শোয়ে মগ্ন থাকবে সারা বিশ্ব।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে তিন বড় দলের সূচি

প্রতিপক্ষ	তারিখ	সময়
	ব্রাজিলের খেলা	
মরক্কো	১৪ জুন	ভোর ৩.৩০ মিনিট
হাইতি	২০ জুন	সকাল ৬.৩০ মিনিট
স্কটল্যান্ড	২৫ জুন	ভোর ৩.৩০ মিনিট
	আর্জেন্টিনার খেলা	
আলজিরিয়া	১৭ জুন	সকাল ৬.৩০ মিনিট
অস্ট্রিয়া	২২ জুন	রাত ১০.৩০ মিনিট
জর্ডন	২৮ জুন	সকাল ৭.৩০ মিনিট
	পর্তুগালের খেলা	
প্লে অফ থেকে আসা দল	১৭ জুন	রাত ১০.৩০ মিনিট
উজবেকিস্তান	২৩ জুন	রাত ১০.৩০ মিনিট
কলম্বিয়া	২৮ জুন	ভোর ৫টা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯ তম মৃত্যু বার্ষিকী
তিরোধান - ৭ই ডিসেম্বর ২০০৬
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা
স্বর্গীয়া কানন বালা সাহা স্মরণে শোকাহত পরিবারবর্গ
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি

TECHNO INDIA GROUP
Presents
HIMALAYAN NURSING COLLEGE & SCHOOL
Affiliated & Recognised By
ADMISSION OPEN
Session : 2025 - 26
4 Years B.Sc. NURSING
Eligibility: 10+2 with PCBE
3 Years GNM
Eligibility: 10+2 of any stream
9547393449 | 9434446406
SIT Campus, Sukna, Siliguri

জিতল ২০১৮ ব্যাচ

কোচবিহার, ৬ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে শনিবার ২০১৪ ব্যাচের প্রাক্তনীদের ৯ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৮ ব্যাচ। প্রথমে ২০১৪ ব্যাচ ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ৮২ রান করে। জয় দে করেন ৩২ রান। ২০১৮ জবাবে ৬.৫ ওভারে ১ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রসেন থাপা ৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন। সমীর সোমের শিকার ২১ রানে ৩ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন প্রসেন থাপা। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জয়ী আইডলস ক্লাব

রায়গঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেটে শনিবার আইডলস ক্লাব ৮৭ রানে বিপিএস ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে আইডলস ৪০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৩৫ রান করে। আবদুল সাত্তার ৯৪ ও ম্যাচের সেরা সতু চৌধুরী ৭৫ রান করেন। জ্যোতি দাস ৩৬ রানে ১ উইকেট নেন। জবাবে বিপিএস ৩৩ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। প্রীতম মণ্ডল ৪২ ও অর্ণব মণ্ডল ৩৪ রান করেন। অজয় রায়ের শিকার ২৫ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সতু চৌধুরীও (১৮/২)। রবিবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে অভিযান এবং অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস।

ম্যাচের সেরা হয়ে সতু চৌধুরী। ছবি : রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে কোচবিহার কলেজ। ছবি : রাকেশ শা

কলেজ ফুটবলে সেরা কোচবিহার

ঘোকসাডাঙ্গা, ৬ ডিসেম্বর : পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার কলেজ। ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা ৪-০ গোলে জিতেছে হলদিবাড়ি নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। সূর্য কর্মকার, মনোজ আলি, অতনু দাস ও মেহেবুব আলম গোল করেন। ফাইনালের সেরা কোচবিহার কলেজের মেহেবুব। সর্বোচ্চ গোলস্কোরার মনোজ আলি। সেরা গোলরক্ষক মহম্মদ জাহির। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার হলদিবাড়ি সুভাষ কলেজের অনুরূপ অধিকারী। সেমিফাইনালে কোচবিহার কলেজ হারায় দিনহাটা কলেজকে। অন্যদিকে হলদিবাড়ি জিতেছে তুফানগঞ্জ কলেজের বিরুদ্ধে।

শ্রীকান্তর ৩ শিকার

তুফানগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে শনিবার সিনিয়ার ক্রিকেটার্স ইউনিট ৭ উইকেটে বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে ইয়ং ২৫.৩ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। সুব্রত দাস ৪৯ রান করেন। ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন শ্রীকান্ত সরকার। জবাবে ক্রিকেটার্স ইউনিট ১৫.৩ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অভিনব দাসের অবদান ৫২ রান। রবিবার মুখোমুখি হবে নিউ প্রগতি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও রাজারকুঠি ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব।

রাঙ্গাপুকুর ক্রিকেট শুরু

বুনিয়াদপুর, ৬ ডিসেম্বর : রাঙ্গাপুকুর ক্রিকেট টিমের পরিচালনায় শনিবার সন্ধ্যায় শুরু হল রাঙ্গাপুকুর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট। ১৬ দলীয় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রশাসক সমীর সরকার, উপ পৌরপ্রশাসক টিংকু পাল কুণ্ডু প্রমুখ।

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার স্ক্যাবিগন®
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
RING WORM OINTMENT SCABIGON TRADE MARK 12gm. W.P. স্ক্যাবিগন HIGH POWER TARUN AYURVEDIC PRODUCTS
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

ফাইনালে মঙ্গলবাড়ি স্ট্রাইকার্স

চালসা, ৬ ডিসেম্বর : চালসা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল মঙ্গলবাড়ি স্ট্রাইকার্স। শনিবার চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ ময়দানে সেমিফাইনালে তারা চালসা থান্ডার জায়েন্টকে ৭ উইকেটে পরাজিত করে। টসে জিতে থান্ডার জায়েন্ট ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৬ রান করে। জবাবে স্ট্রাইকার্স ৯.৩ ওভারে ৩ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ৭৫ রানের সঙ্গে ১ উইকেট নিয়ে অভয় ঠাকুর ম্যাচের সেরা হন। রবিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে

ম্যাচের সেরা অভয় ঠাকুর। ছবি : রহিদুল ইসলাম

নামবে সাতখাইয়া টি মেকার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স মঙ্গলবাড়ি।

প্রিমিয়ার ডিভিশনে জয়ী ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শনিবার ওয়াইএমএ ৩-২ গোলে হারিয়েছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। ৯ মিনিটে হেমরাজ ভূজেলের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল দেশবন্ধু। ওয়াইএমএ-র সুরজিৎ বিশ্বাস সমতা ফেরান ৪২ মিনিটে। এরপর প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গোল করেন ওয়াইএমএ-র সুরচন্দ্র সিং এবং দেশবন্ধুর হেমরাজ। ৪৭ মিনিটে ওয়াইএমএ-র শরদ মুণ্ডার গোলে নির্ধারিত হয় ম্যাচের ভাগ্য। ম্যাচের সেরা হয়ে ওয়াইএমএ-র খুল্লাকাপেম সাকির আলি পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। রবিবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব এবং এসএসবি।

রোড রেসে সেরা জয়ন্ত, রিঙ্কি

জলপাইগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর : শনিবার সকালে ৫ কিলোমিটার রোড রেসের মধ্যে দিয়ে শুরু হল এমপি কাপ। মিলন সংঘ ক্লাবের সামনে থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে রোড রেসের উদ্বোধন করেন বিএসএফ-এর রানিনগর হেড কোয়ার্টারের ডিআইজি পিকে পঙ্কজ। পুরুষ বিভাগে প্রথম হন জয়ন্ত দাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে রোহন মুন্ডা এবং দুলু সরকার। মহিলা বিভাগের প্রথম রিঙ্কি সরকার। পরবর্তী দুইটি স্থানে যথাক্রমে পশ্মিতা রায় ও সীমা কর মুন্ডা। এছাড়াও এদিন মিলন সংঘ মাঠে তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা শুরু হয়। যার ফাইনাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে।